সু না গ রি কে ষু

(নক্‌শা সংকলন)

তপোময় রায়

চ ন্দ না প্র কা শ ন

আগরতলা : ত্রিপুরা

প্রচ্ছদ শিল্পী : অধ্যাপক সুমঙ্গল সেন

SUNAGARIKESHU—a collection of SKIT

and

JEKHANE SAMAY—O—MANUS,—a Novel

—By Tapomay Ray

মুদ্রণ :

ই ম্ প্রি ন্ট

জগন্নাথবাড়ী রোড,

আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রকাশক :

পূর্ণেন্দু গুপ্ত

'চন্দনা' প্রকাশন

রামনগর রোড নং-২ (পশ্চিম)

আগরতলা

ত্রিপুরা

হুইট হিউমার হুইল (গতি অর্থে,)
এবং হুইম্—
এই চার ইয়ারী আড্ডার যোগফল
: সুনাগরিকেষু।

'Crow রয়েছে গাছের ডালে
Dove টি তাকায় কিসের তালে ?
—স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে
সর্বত্র এদের রেশিয়ো সমানভাবে
হয়তো প্রতিফলিত হয় নি।

তবু
সুনাগরিকদের ভাল লাগলে
এই নক্‌শার নস্থি আরো রমণীয় হাঁচিতে
উদ্বুদ্ধ করতে পারে বৈ কি !

রবীন্দ্র জয়ন্তী

তপোময় রায়

কালের রাখাল/সুনাগরিকেষু/দরবারী কানাড়া/ব্রততী পিপুল নির্ঝর/
রক্তের ঢেউ/তপন/ইলা রায়/রুমা বৌদি/বন্দী কেমন আছো/ স্বপ্নদুঃস্বপ্ন/
বংক্তা/লাভাস্রোত/হাওয়া বদল/তপন তপন/ভালবাসা/টেলিফোন

৺সৈয়দ মুজতবা আলী

শিব্রাম চক্রবর্ত্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যেখানে সময় ও মানুষ

সাহিত্যার্জ্জুন ৺সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে

মানুষের জন্য তোমার ভালবাসা
কোন মানুষটি স্বর্গে যাবে বলো
তার হাতে তুলে দেবো
তোমার ভালবাসার চিঠি
কার হাতে রক্তের ছাপ নেই
বলো
আমি সে হাতে
তুলে দেবো
কারবালার মাটি

কুমার যীশু ইসলাম

কালের রাখাল

অস্থিরতার আরেক নাম যদি বলা হয় জাহান্নাম ?......অবশ্য এ নাও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন একটু অস্থির না হলে impetus কোথায় ? উদ্দাম ভাবটা থাকেনা। কাজেই ওটা তর্কে চলে যাচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য তা নয়। অন্য কিছু।

ফাদার যীশু বলেন, অস্থির হওয়া ভাল নয়। তোমরা অস্থির হলে আমার বুকে সর্বক্ষণ রক্ত ঝরবে।

বুদ্ধদেব বলেন, স্থির হও। নির্ব্বাণ পাবে।

লর্ড শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জ্জুন স্থিতধী হতে চেষ্টা করো......দুর্য্যোধন তোমার অস্থিরতাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ।

মহম্মদ বলছেন. তোমাদের অস্থিরতার জন্যই তো আমি কারবালায় হাসান হোসেনকে হারালাম।

নানক/গান্ধী বলছেন, যো রাম, সো রহিম।

রামকৃষ্ণ—নরেন স্থির হয়ে চোখ খুলে মাকে দ্যাখ্। তুই বিশ্বরূপ দেখতে পাবি একদিন।

এইগুলি সবই—সেকালের কথা। সবুরে মেওয়া ফলে। এটা কিন্তু সর্বকালের কথা।

কালের রাখাল বলে—এই অস্থিরতার জন্যই তো কঙ্গো কাশ্মীর আরব ইস্রায়েল এবং ভিয়েতনামে আমার রক্তের এই পরিণতি !

মোটামুটি ভাবে আমার চোখে ঠেকে এরকমটা :
১) শিশুকালের অস্থিরতা—মায়ের স্নেহ আদরের অভাবে... ২) শৈশবের —পারিবারিক অশান্তি অসুবিধার জন্য...৩) কৈশোর যৌবনের জন্য দায়ী—অতি সুখ/অতি দুঃখ/পরিবেশ/সঙ্গদোষ/রাজনীতিও অর্থনৈতিক ঘূর্ণির নানান চক্র। ৪) বার্দ্ধক্যের অস্থিরতা—বারাণসীর জন্য।

কিন্তু আমার অস্থিরতা একটি সময়ের জন্য। সুতরাং আমি যার বয়স ধরুন ১৬ থেকে ২৫ আমি কি ভাবছি/দেখছি/করছি/শুনছি—তাই কিছু বলি :
...........অস্থিরতার আরেক নাম যদি হয় জাহান্নাম তাহলে এরূপ যা ঘটবে বুঝতেই পাচ্ছেন জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

তপন, সমস্ত জীবন ভর বোধ হয় এ অস্থিরতা থেকে রেহাই পাবোনা আমি। মনে হয় জন্মলগ্ন থেকেই এ নিয়ে জন্মেছি আমি। কিছুতেই শান্তি পাইনা। পেট ভরে খেয়েও না। চোখ ভরে ঘুমিয়েও না। দিনরাত এটা ওটা আছেই।

ব্যবসায়ী। বিরাট টাকার মালিক! আতঙ্কে আমার ঘুম আসে না। কখন বাড়ীতে ডাকাত পড়বে। আদালতে সহস্র মামলা।

দরিদ্র। পেটে ভাত নেই। পরনে কাপড় নেই। থাকার বাসস্থান নেই......নিঃস্ব। রিক্ত আমি।

মধ্যবিত্ত। কেবল তন্দ্রা আর স্বপ্ন। সিঁড়িতে পা দুটো রেখে একবার ওপরে একবার নীচের দিকে তাকাচ্ছি। পড়ে যাবার ভয়। পাচ্ছিনা ওপরে উঠতে। তলিয়ে যাবার ভয়। পাচ্ছিনা নীচে নামতে।

স্বস্তি নেই আমার!

বোধহয় স্বস্তি নেই কারুরই। মহাকাল নিয়ে তরুণ বিজ্ঞানী আমি চোখের ঘুম হারিয়েছি। বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষ অনাহারে অনিদ্রায় অশিক্ষায় চৌচির। অভিযাত্রীদের তৃষ্ণা মেটেনা। অভিযানের পর অভিযান। পর্বত শিখরে—বরফের নদীতে—দুস্তর সাহারায়।...রাজনীতির আবর্তে বিশ্বের ছোটো বড়ো সব দেশই হাবুডুবু খাচ্ছে। খুন রাহাজানি ডাকাতি চুরি আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গাভাঙ্গি চলছে ২৪ ঘণ্টা। পুলিশ মিলিটারী মোতায়েন করেও আমার প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ছে। কোথাও সোয়াস্তি নেই এক অস্থির সমুদ্রে ভেসে চলেছি আমরা। আমাদের জাহাজে সবাই আছে। শিক্ষক বিজ্ঞানী চিকিৎসক পলিটিসিয়ান পাইলট সবাই। কেউ এ জাহাজে কোন শান্ত তীরে ভিড়তে সক্ষম নন।

আমি পলিটিশিয়ানের কক্ষে ফোনের পর ফোন ডায়াল করছি। P. A কে Note দিচ্ছি। এটা করো। ওটা করো। এম্নি না ওম্নি। ওম্নি না হয় তো এম্নি। আগে বড়হো—চিন্তার কী আছে?

আমি বিজ্ঞানী। আমার লেবোরেটারীতে চলেছে দুরূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা। আরো। আরো। Splendid। ইউরেকা। ইউনিক। মাতাল করা শব্দ সব। জয়জয়ন্তীর নোবেল শুধু নয় আরো কিছু। ...সৃষ্টি তত্ত্ব, ভূগোল তত্ত্ব। জন্মতত্ত্ব। তত্ত্বের পর তত্ত্ব। রহস্য লোক উন্মোচিত করো। তাক্ লাগাও। মাদাম কুরি। পিয়ের কুরি। ফ্যারাডে।

খোয়ানা ! বসু. মিত্র সবাই মগ্ন মৈনাক।

আমি শিক্ষক। উচিত অনুচিত শিক্ষার ভাবনায় আমি ভীষণ ব্যস্ত। কি কোরে সুশিক্ষা হতে পারে বা এ বাদ সাধা যায় দুই ভাবনায় দুই thought এর দুই Groupই ভাবছি অনবরত।……

……অনুচিত শিক্ষাকে বাধা দিতেই হবে

…… সুশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

কিন্তু কি কোরে ? DA, TA, CA এবং Basic সবই যে কম। সুতরাং প্রকৃত সুশিক্ষা তো হাওয়া খেয়ে আসতে পারে না। Trained/untrained এক গোয়ালে। প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত হওয়া উচিত বয়স্ক অভিজ্ঞ বিদ্বানদের। সেক্ষেত্রে কাজ চলছে ১৮ বছরের School Final পাশ আনকোরা শিক্ষক আমাকে দিয়ে। বিজ্ঞানের শিক্ষক পড়াচ্ছি সংস্কৃত। ইতিহাসে পারদর্শী আমি গ্রামারের ক্লাশ নিচ্ছি ...।

সন্তানের সামনে মা বাবাকে/বাবা মাকে Bite কোরছেন। আমরা সন্তানরা এসব কাণ্ড দেখে ঘর ছেড়ে যাচ্ছি। বা ওই ব্যবহারই রপ্ত করছি। কিংবা ভিন্ন পরিবেশে মেয়ে বাবা মার সামনেই প্রিয়তমকে ডার্লিং বলে কোমর জড়িয়ে টুইষ্ট করছি। আর বাবা মা Grand Grand বলে চীৎকার করছেন। এরপরেই সাইকিয়াট্রিষ্টদের chamber এ লম্বা কিউ। বদখেয়ালের খেসারত দিতে গিয়ে আমি Sophisticted Aristocrat ফতুর হচ্ছি ক্রমাগত। ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খেয়ে stomach পঁচিয়ে তুলছি। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত আমি এককালীন ১০ টাকার নিউমোনিয়া রোগের ওষুধ কিনতে গিয়ে এ বাড়ী ও বাড়ীর কর্ত্তাদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছি। ১০টা টাকা ধার দিন। বেতনটা পেলেই শোধ দেবো। এরপর ৬ মাস গেলেও শোধ আর সম্ভব হয়না। ডাইনে আনতে বাঁয়ে পাচার। সিনেমা, extra চালচলন, কাবুলীওয়ালা, মহাজনদের সুদের তাড়ায় কলহ কষাকষি কবলিত মৃত্যু আমার!

……ফকার friendship এর ভাড়া ৯৭। তাই ৫৮র জনতার জন্য ভীষণ উদ্বেগ। বুকিং-অয়লিং-ম্যানিপুলেশান……yes sir—Thanks—How do you doতে ঘুরছে আমার কুলীন প্রজাপতিরা। আর হরিজনরা হরিদ্বারে যাবার জন্য জীবনের সর্বস্ব .এখন থেকে রাখছি বাঁশের খুপরীতে। অথচ ত্রিপুরা কোলকাতা দিল্লী দিব্যি দাঁড়িয়ে আছেন আমার ধন্য

জন্মভূমিতে।

....

পড়বো কেন ?

চাকরীর জন্য।

ডিগ্রী চাই। ডিগ্রী চাই। নইলে পরীক্ষা বন্ধ কর। চলবে না। চলবে না। এদিকে আসবেন না ইনভিজিলেটর। মাথা যাবে। ধড় ধুলোয়। পাশ চাই। ডিগ্রী চাই। ডিপ্লোমা চাই। চাকরী চাই। কিন্তু চাকরী কোথায় ? ···কাজ কোথায় ? · জল প্লাবনে যে দেশ ভেসে যাচ্ছে। অর্থনীতি বিপর্য্যস্ত! অতএব family planing. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ রাসেল বার্ণাডশ লেনিন গোর্কির দরকার নেই আর!

: এক tube jelly চাই।

: কার জন্য ?

: মার জন্য।

: সে কি ব্রততী তোমার বাবাতো এখন কাশ্মীরে ?···

: ওফ্ নার্স—কী কোরছেন আপনি ? That is not your look out! Do your due duty.

পার্টি ডিনারের শেষ নেই। অধিক ভোজনের ফল আমার বিরক্তির ওয়াক্। ওয়াক্। এবং অজস্র ডাষ্টবিনে কুকুরে আর ভুখা মানুষের হাতাহাতি। এবং হজমের মিকচার। এবং ৩২ টাকা ডাক্তারের ফি!··· অথচ আমার চাকরী income নেই। আমার বয়স ১৬ থেকে ২৫। আমার চোখের উপর মা বোন ভাইদের করুণ মুখ। রূপসী, চিত্রকথায় বৈজয়ন্তীর বুকে নোঙর ফেলেছে জাহাজ। মেরা নাম জনি। Blue picture. ন্যুডিজম্। ওয়াগন ব্রেকার। সমাজ বিরোধী। আরো আরো সব নানান দৌরাত্ম্য—ছোটাছুটি!

········গুরুর ছোটিসী মোলাকাৎটা ফ্লপ্ করে গ্যালো। মাইরী কান্না পাচ্ছে আমার। জানিসতো গুরুর কষ্ট হলে আমার কেমন বমির ভাব হয়··?

······এই তপন চ'। poster লাগাতে হবে। সময় নেই আর। Hurry up! 1972—হপ হপ!

ঃ না, আমি যাবো না।

ঃ যাবিনে শালা তোর ১৪ গোষ্ঠি যাবে। কিল, লাথি, ঘুষি। এরপর পিস্তল। গুলি! গুলি! রক্ত।

ইন্দার সিংজী—নমস্তে···গান্ধীজী যুগ যুগ জিও আপ্

জ্যোতি প্রসাদজী—নমস্তে...মাওজী যুগ যুগ জিও আপ্

মজুমদারজী—নমস্তে···লেনিনজী মার্কসজী যুগ যুগ জিও আপ্

·········! রক্ত আর রক্ত! বন্ধ। হরতাল। চালাও গুলী! হামারা সব ঝুটা হ্যায়! পুলিশ! পুলিশ! আগুন—আগুন! হাম্‌লা! সুভাষজী আপ কাঁহা হ্যায়?...দেখিয়ে কিত্‌না জুলুম......জয়হিন্দ!

কলেজ হস্টেলে আমাদের স্বাধীনদা এবং কেষ্টদা সিনিয়র মোস্ট হস্টেল দাদা জ্ঞান ফ্যান দেয় সর্বক্ষণ। ট্রেনিং দেয়। বিশেষ নবাগতদের।

ঃ এই তোর নাম কী?

ঃ তাপস।

নতুন এয়েছিস। দেখিস। লাইনটা বড় খারাপ। আছাড় টাছাড় খাবি আবার। পিচ্ছিল পথ।

ঃ এই নে খা!

ঃ অবাক হয়ে গেলাম!...এ যে বিড়ি!

ঃ আরে কি দেখছিস বাবা অমন করে? নে। খা। টান! এ হলো গে ইণ্ডিয়ান। পিয়োর ইন্‌ডিজিনাস প্রোডাক্ট! ....!

ঃ ওয়ার্ডে নার্স দিদিমণিদের দিকে হাবার মত তাকাসনি। নাকে সুতো দিয়ে ঘোরাবে। ভদ্রলোকের মেয়েদের সাথে ছেনালী করিসনি। আর শোন্ মন দিয়ে লেখাপড়া করবি।.........আমরা জানলি আজ ১২ বচ্ছর এই লাইনে পড়ে আছি অযত্নে!

বুঝলামনা কিছুই।

ঃ দ্যাশ কোথায়?

ঃ জলপাইগুড়ি।

ঃ হুঁ! ডুয়ারসের কাছেই তো! টি গার্ডেনে বাবার সেয়ার টেয়ার কিছু আছে নিশ্চয়ই!

চুপ করে রইলাম।

ঃ মাল কড়িতো বেশ আছে মনে হচ্ছে।... ..কীরে ভাই না কেষ্ট?

মাঝে মাঝে গুরুদের একটা করে সিনেমা দেখাবি বুঝলি? —চ্যারিটি ক্রিকেট ম্যাচের একখানা সিজন টিকিট কিনে দিস…আর যদি পারিস এক প্যাকেট করে এই খাঁটি তামাকুর পবিত্র ধূসর হলদে কাঠি উইকুলি পাঠিয়ে দিস্। ……গুরু দক্ষিণা দিতে হয় বুঝলি? ভুলিসনি যেন বিপদে পড়লে পা'—পাবি! ……! হা কোরে মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস? আমি হচ্ছি স্বাধীন বেনারজি। আর ও আমার 2nd—কেষ্ট মুখুজ্জি! বিপদ ত্রাতা। তোদের মধুসূদন.

হকচকিয়ে গেছলাম। রুমমেট শৈবালদা বাঁচালেন।

ঃ স্বাধীনদা এবার ছেড়ে না দিলে কেঁদে ফেলবে শেষে

ঃ একেবারে আনকোরা কিনা— তাই একটু জৌলুষ করে শানাচ্ছিলুম বুঝলি শৈবাল? তুই তো ওল্ড মাসকেটিয়ার, জানিস তো গুরুর কাছে ফাঁকিটি নেই। ……

আমার জ্বালার ওপর জ্বালা। জ্বালাকে নিয়ে আরো দারুণ জ্বালা। ওকে না পারি সান্ত্বনা দিতে—না পারি বোঝাতে নিজেকে। উভয় সঙ্কটে আমার কালাতিপাত।

ঃ সে বলে।

আমায় নিয়ে এমন কবিতা লেখো যা ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের লুসির মতো হয়ে থাকবে চিরকাল। এমন নভেল লেখো যাতে আমি ট্রয় নগরীর হেলেন হয়ে থাকতে পারি। এমন সব বায়না। আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার মতো। সমাজ পরিবেশ দায় দায়িত্ব শৃঙ্খলা অনিয়ম আইন নোংরামি বনাম আমি। এরই মাঝখানে ব্রীজের টেক্কা হয়ে থাকার বাসনা জ্বালার। …পূর্ণিমার চাঁদকে রুটি বলে কাব্যও করা যাচ্ছে না। সে চায় **most modern** কবিতা।

যেমন— পৃথিবী তুমি আমার দেয়ালের প্রতিকৃতি
ঋতুতে ঋতুতে যার সামনে আগে দেখি
হায়েনা—রোমক্কা টিসু পুতুলগুলি!

এই ধরনের আর কি। এবং কোন যতি চিহ্ন থাকবে না। নভেল বা গল্প যদি লিখি তাতে দুই বা তিনটি শব্দের পরই থাকবে পূর্ণচ্ছেদ। ইত্যাদি। !!!…অন্ধকার। হাহাকার। ক্ষয়িষ্ণু। সমাজ। পাপপুণ্য। স্লোগান। চারদিকের এতে আমি।

এইসব মানচিত্র !......

So তপন you & I ?......

পরিশিষ্ট :

আমি মানে একালের রাখাল মাঠে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি—হাম্বা হাম্বা রব। শব্দ। অর্থাৎ আমি। তারপর একদিন আমি বড় হলাম। আমার কাঁধে 'জোয়াল উঠলো। বুড়ো হলাম। আমার স্থান হল কসাই খানায়। আমার দেহের কিছু ছিন্ন ভিন্ন অংশ দিয়ে সেতারের একটি তারে সুর বাঁধা হল স র গ ম প।
সেতার রেওয়াজ করতে গিয়ে একদিন হঠাৎ তারটা খা করে ছিঁড়ে গ্যালো। আমি ছিটকে গেলাম। মানে মুক্তি হল আমার।

.....................।

আমরা সবাই অমৃতস্য পুত্র। সমুদ্র মন্থনে উঠেছিলাম একদিন। শুধু দু' দিনের অস্থিরতায় মেতে ওঠে আমাদের কুরুক্ষেত্র। কারবালা। ভিয়েৎনাম। এবং তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পঠভূমি।

তবুও—কালের রাখাল তুমি। বাঁশী বাজাও। যমুনার তীরে তীরে ঐ রাধার পদধ্বনি শোনা যায় ....।

সুনাগরিকেষু

পয়সার দরকার কার নেই ?

তবু বিকাশের জন্য আমার অমন লাগছে কেন ?

এই দেখুন না আমি চাকরী করছি—পিটার চুরি করছে। নন্দিতা কলেজ ছেড়ে বারে, ক্লাবে সঙ্গ দিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা ভেজাল চালাচ্ছে—রাম জুয়া খেলছে—রোশনারা ঐ ঐসব……।

আজকের পেপারে দেখছি গোলডেন গেট্ প্যাসিফিক্ কোষ্টে টেনিস ফাইনালে মার্গারেট কোর্ট বিলি কিংকে হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধও নিয়েছে। সঙ্গে ২৯২০০ টাকাও। মেইল্ সেকশানে ষ্ট্যান্ স্মিথ্ রস্কো ট্যানারকে হারিয়ে ৭৩০০০। রিকিয়াভিকে ববি ফিশার এত…… স্প্যাশকি এত……কেসিয়াস আলী ক্লে এত, প্যাটারসন অত। অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা।

এ সবই পয়সার জন্য। পয়সা রুজি করতে গিয়ে একটা নেশা পেয়ে বসে আমাদের।

বিনয়, ববি, জাফর

সুনাগরিকেষু, কাল রাত ৯টায় আপনারা এলেন। আগে আপনাদের দেখিনি। সবে মাত্র পরিচয়। আমার নাম না জানা বাগানের শিউলী গাছটার আলো আঁধারের তলায়। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমরা অফিস রুমে গিয়ে বসলাম। বিকাশের অনুরোধপত্রটা পড়ে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা বললাম……নূতন রক্ত, নূতন টেক্‌নিক্……বেশ কিছু নূতনের জন্য বর্ত্তমান আর্তির কথা আমরা আলোচনা করলাম।

……আমরা oldরা হাড়ের বজ্জাতিটা maximum রপ্ত করে ফেলেছি। তাই ঐ ঐসব old ফসিলদের তাড়িয়ে New আমদানী রপ্তানীর কথা ভাবলাম। কিন্তু এতসব যখন হচ্ছিল তখন আমার মনে বার বার ছবি হয়ে উঠছিল একটি নাম। তিনি মিল্টন। মহাকবি দার্শনিক মিল্টন। মাইকেল-গুরু। আর পাশাপাশি আমার এই শ্রীমান বিকাশ। ইচ্ছে হচ্ছিল বিকাশকে একটা চড় কষিয়ে দিই এখন।

কেন ?

কি তার অপরাধ ?

হাঁ। কিছু একটা আছে বলেই না আমার অমন চড় মারতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। পরে বলছি তা।

আপনাদের আমার Drawing Room এ না বসানোর জন্য আমার মিসেস সৌজন্যের দিকটা ভেবেই কয়েকবার আমায় শোনালেন : ওঁরা কী মনে কোরলেন বলতো ?

তাই তো—অতটা তো ভাবিনি।

না ভাবলে চলবে কেন ?

সীমা, ফরমালিটিসের দিকটা চট্ করে অতটা মনে আসেনি। আমার রুম মাত্র ২ খানা।

'... ... ...।

যেটাকে সীমা Drawing Room বলে থাকে বা আমিও কখনো সখনো ওর পাল্লায় থেকে ভাবি ওটাকে প্রকৃতপক্ষে আমি তা বলি না। একটা ঘর বলতেই আমার ভালো লাগে। এখানে ছেলেমেয়েরা শোয়। মাঝে মধ্যে অতিথি টতিথিদের শুতে দেওয়া হয়। একটা শোবার ঘর ছাড়া তাই অন্য কিছু আমার মনে আসে না। Drawing Room বলতে যা বোঝায় সেরকম রমরমা কিছুই এখানে নেই। সাদাসিধে কয়েকটা বসার চেয়ার। একটা ছোট গোল টেবিল। ১৯৬০ সালে যখন আমি চারশ টাকা মাইনে পেতাম Industry থেকে সস্তায় কিনেছিলাম। —কেতাবী খেতাব, ধোপ দুরস্ত ভদ্রলোক ইত্যাদি বিশেষণের নেশায় হবে হয়তো। বিশ্বাস করুন এখন আমি আগের চারগুণ রুজি করি। কিন্তু সে সাবেকী আমলের কোন বিশেষ হেরফের হয়নিকো। আমাকে আপনারা কিপ্টে বলবেন ? না মশাই এখনো বাজারে আমি কিলোর ওপর রুই কিনি।......এখনো আপনারা এলে দেখতে পাবেন সেই জলখাবার Industry থেকে কেনা চেয়ার টেবিলগুলো। পাংশুমতন। পাশে ৩৬৫ দিনের জন্য পাতানো তক্তপোষ। ১২ টাকায় যা কিনেছিলাম ১২ বছর আগে। রুমটার সংক্ষিপ্ত সাধারণ বর্ণনা এই রকম :

সামনে উপাস্য দেবতার কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধা ছবি। দু'টো ফুলের টব। রবীন্দ্রনাথ সেই দাঁড়িয়ে আছেন নাগরা পায়ে ১২ বছর। যীশু পেরেক বিদ্ধ হয়ে দেওয়ালে ঝুলছেন। মীরাবাঈ তানপুরা হাতে মগ্না। সুরলোকে। ইতর বিশেষ যা চোখে পড়বে তা আমাদের সম্প্রতি

বাঁধানো একটা bust ফটোগ্রাফ। একটা পিকিউলিয়ার ক্যালেণ্ডার। থেমিস্ ড্রাগস্ লিমিটেডের। কালো। ইংরেজী T-এর মতো। স্ট্রেট্ মেরুদণ্ড। রেক্সিনের সফট্ লেদারের। প্রস্থে দৈর্ঘ্যে একটা পুলিশের কোমরের বেল্ট অবিকল। কিম্ভূতকিমাকার। কিন্তু এ হেন ক্যালেণ্ডার-টারো নিখুঁত সৌন্দর্য্য আছে যা আমাকে নিয়তই মুগ্ধ করে।

এর ৩০টা দিন। ১ থেকে ৩০ পর্য্যন্ত একটি মাসের ক্রনোলজিকাল অর্ডার আপনার চোখের সামনে অহরহ দেখা দিচ্ছে। এবং যেদিন যে তারিখ ঠিক সে তারিখে একটা বোতাম ঘর ওটাকে encircle করে একটা ঘেরাটোপে আপনার দৃষ্টি fixed করে রাখছে। সুতরাং কোন্‌দিন কোন্ date/বার পাশেই ওই বাটন হোল তা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ৩৬৫ দিনে যখন বছর তখন ৩০ দিন ছাড়া ৩১ নেই কেন? এটা বোধ হয় ইচ্ছাকৃত একটা ভুল। অথবা আমাদের স্মৃতিশক্তিকে তাজা করার কোন কল্কা কৌশল। শৈশবে পড়েছি ৩০ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর। কাজেই বাকীটা ছড়া স্মৃতি দিয়ে টেনে নিন। তবে মুস্কিল হচ্ছে ৩০ দিনে মাস মাইনে যা আছে ৩১ দিনেও সেই মাস গোনা মাইনে। ফেব্রুয়ারীর ২৮/২৯ ও তা। কম বেশী না। সুতরাং মাসের গড় আমি চাকরীজীবির ৩০ হওয়াই ভাল।

ছেলেমেয়েদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে সে জন্যই অফিস ঘরে চলে গেছলুম।

ওঁরা ভাববেন ভদ্রলোক কী?

Don't worry সীমা। ওঁরা তা নাও ভাবতে পারেন।

তুমি কালই ওঁদের নেমন্তন্ন করো।

তাই হবে dear।

তাই এ চিঠি লেখা। আপনারা Please পরশু সন্ধ্যায় আসবেন। বৃহস্পতিবার শেষ বার বেলা হলেও ওটা আমার Lucky day, তাও যদি মন না চায় বা হাঁচি, পেছু ডাক ইত্যাদি হয় এই মন্ত্রটা পড়ে start কোরবেন—

'মাতামে পার্বতী দেবী, পিতা দেব মহেশ্বর
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্।'

বলছি এজন্য যে সেদিন আপনাদের গাড়ীর Head-on collision-এ আমারো মনটা একটা ধাক্কা খেয়েছিল আচমকা। Any way আসবেন।

নইলে আপনাদের বৌদি আমায় আর আস্ত রাখবেন না। আর শুনুন, সংগে ঐ ভদ্রলোককে ও আনবেন। অর্থাৎ বিকাশকে। যে বিগত কয়েকটা বছর রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুভাষ, জগদীশ বসু ও সি, ভি, রমনের মতো অনেক মণীষীদের এ পৃথিবীতে আসতে দেয়নি। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য কি ? সেই সুবাদে তো বলা যায় বিকাশ তেম্নি অনেক জলদস্যু বিমানদস্যু স্থলদস্যুদেরো আসতে দেয়নি। যারা ওয়াগন ভাঙ্গছে—হাই জ্যাকিং করছে—নিরীহ মানুষদের অযথা হয়রাণি করছে ? —তাহলে বোধ হয় একটু ভুল করেছি।

মাঝে মাঝে মনে হয় এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সত্য বা অখণ্ড সত্য কিছুই নেই। প্রত্যেক কিছুতেই একটা ইয়ে গোছের সংকোচ সন্দেহ থেকেই যায়। অথবা অখণ্ড সত্য ঠিকই আছে। কুয়াশায় তা আমাদের দৃষ্টি গোচর নয়। অন্ততঃ আমার। যে আমি ইলিউশানে suffer করছি ক্রমাগত।

…আমাদের গর্বিত সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে সুহৃদ সহৃদয় এবং ভাল আলাপ আচরণের জন্য অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এখনো শোনা যায়—মেয়েরা নির্দ্বিধায় চলাফেরা করেছে। অথচ পাকিস্তানী army কে ওরা লুঠেরা দস্যু বলে—কত ভয় পেত ? এটা কি সম্পূর্ণ সত্য ? সমস্ত pak-army নিশ্চয়ই লুটেরা ছিল না। তবু ওদের ঐ দুর্ণাম ছিল। একের আগুনে সমবায়ের অনেকের ঘর পুড়ে ছাই হয়। আমরা সবাই কষ্ট পাই।

…গুরু তোমার পাঠশালাতে অংক শেখা হল না। এই অংকই কি তাহলে fallacy বিহীন সম্পূর্ণ সত্য ? অখণ্ড সত্য ? ··

এই অংক কষেই কিন্তু বিকাশ দেখল ওর পয়সার দরকার। তাই সে মিল্টনী মনোভাব ছেড়ে কিছু রুজি করেছিলো। সে সংগে কর্ত্তব্য-ও। Departmental duty service বজায় রাখা। সে পড়েছে, আহ্নিক-গতির জন্যই পৃথিবীর এই দিনরাত্রি হয়। এই আবর্ত্তে এর দরকার ছিল। Service বজায় রাখতে এডলফ আইকও অনেক অঘটন ঘটিয়েছিলো। …সেরম্ কি ?—না ওরম্ নয়। আমাদের বিকাশ তা করেনি। কিছু ব্যতিক্রম থাকলে তা আমার মিল্টনের এই চোখ দুটোতেই। মনে হয় সে ফিফ্‌টি ফিফটি করেছে। Balance ঠিক রেখেছে। Head and

tail শুভ্রবরণকে যেমন আসতে দেয়নি তেম্নি অন্ধ কালীচরণকেও।

গীতায় কর্মযোগ বলে একটা অধ্যায় আছে। আসলে সে কর্মই করেছে। ফ্যামিলি planning এর Surgeon হয়ে। কর্মযোগে অতসব ভয় ভাবনা থাকতে নেই। বিকাশের তাই ছিল না। তাই ওকে আসতে নেমন্তন্ন করছি। এটাতো ঠিক যে বিকাশ নিউটনের চাইতে মিল্টনকে বেশী পছন্দ করে? ...সাহিত্য একদিন ওর খুব ফেভারিট ছিল। কিন্তু সেদিন আর্থিক অসঙ্গতির জন্য ওকে সাহিত্য থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে রুজির পথ ধরতে হয়েছিলো। Devotedly Yours,

তাপস।

পুনশ্চ :—হাঁ ভালকথা ২১ বছর বয়স যখন পার হয়ে গিয়েছে তখন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার আমি তো পেয়ে গেছি। সুতরাং ভোট আমি দেবো। এবং বিষয় বিবেচনা করে। নইলে যে এই সংবিধান ঠিক থাকছেনা—এই ভোটই যদি না থাকে তো গণতান্ত্রিক অধিকারের অবশিষ্ট রইলো কি? বিশ্বাস করুন, এখনো সম্পূর্ণ সত্যের সুর্মা (Collyrium) আমার চোখের পাতায় উজ্জ্বল নয়।

দরবারী কানাড়া

আজ ইলার ভাল লাগছে। কারণ, ওর পাশে একটি Gent সিট পড়েছে। রবীনেরো ভাল লাগে যদি ওর পাশে একটি Lady এসে বসে। তবে সে Gent বা Lady রা যদি একটু সুদর্শনা বা modern হন তো ফাষ্ট ক্লাশ টিকিটটার পয়সা পুরোটাই উঠে আসে।

তপনের মনে হয় এই নিয়ম। এক ধরনের ভাল লাগা। দৃশ্যতঃ যে দৃষ্টিগোচর নয়। যার আর এক নাম মোহ। অনেকে বলে এ মিথ্যা। এ মরীচিকা। অলিখিত পাপ। সামাজিক কানুন বিরুদ্ধ। তপনের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। সে ভাবে এ কয়েক মিনিটের খেয়া পারাপার মাত্র। সহযাত্রীর সঙ্গ ক্ষণিকের। ওর মতে Gain equal to 100 এবং Loss equal to 100. তবে ইলার বা রবীনের কোন কোন সময়ে টিকিটের কিছুটা Loss বলে মনে হয়। পাশে Gent পড়লে রবীনের। Lady বসলে ইলার। ব্রেইন ষ্টেম্-এ যে দুটো ব্লু বাল্ব অহরহ on হয়ে থাকে তারই একটির ফোকাস্ গিয়ে পড়ে প্যানারোমিক পর্দার ওপর। অপরটি সিট এর পাশে জমানো চাপ চাপ অন্ধকারে যেখানে রবীন বুঝতে পাচ্ছে ইলা ভাল লাগার Stimulus পাচ্ছে পাশের Gent-টির। হয়তো ছোঁয়া। হয়তো পায়ে পায়ে আলতো Kiss। কিংবা এ-অনুভূতির কিছু অদৃশ্য শ্বাস প্রশ্বাসের সূতোয় দু'জনার মন আবিলতায় ভরে উঠেছে। হয়তো বা কোন অজানা বাসনার স্রোত এসে মিলিত হচ্ছে কোন চোরা পথে। সবার অগোচরে। যে পথ কেউ আজো দেখেনি। আবিষ্কার করতে পারেনি রোন্টগণের আধুনিক বিজ্ঞানের কোন ছাত্র। কল্পনা এসে রঙীন পাখীর ডানায় ভাসে। হলের অন্ধকার উষ্ণ রুদ্ধ বাতাসে তখন কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়ে। আর একটি দীর্ঘশ্বাস। ভাল লাগা বা না লাগার আশা আবিলতা এসে জড়ো হয় ঐ সব অন্ধকার দেয়ালের প্রতিটি বর্গক্ষেত্রে। তেমনি রবীনেরো। এক সময় interval হয়। আলোর ঝলক এসে আচম্বিতে সম্বিৎ ফেরায়। রবীন দেখে ইলাকে। ইলা রবীনকে। নোতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করে একে অন্যের।......এই কি সেই ইলা যে বলে কেন যে অন্য পুরুষদের প্রতি মেয়েদের এমন মোহ?

অথবা রবীন যখন বলে......কেন যে এই মেয়ের নেশা ভদ্রলোকের...... এতে কি আছে?......সেই রক্তের নোনা স্বাদ আর মাংস খেয়ে দাঁতের ফাঁকে খড়কে কাঠি দেওয়ার মতো নিত্য ব্যাপার। যার কোন মানে নেই বা আছে। নীতি কথার ফুলঝুড়ি। সাড়তা অসাড়তা। আশেপাশে ভীড় করে হাজারো জিজ্ঞাসা। প্রকাণ্ড চিহ্নের মতো। খুব খারাপ লাগে দুজনের? অথচ তবু সন্দেহ বাড়ে। বাতিক আসে। আসে অশান্তি। অসহযোগিতা। ঘুমহীন রাত। অসহ্য ঘরকান্না। নিউরোসিস। কলহ থেকে সেপারেশন মায় ডিভোর্স পর্যন্ত দেখেছে তপন।

কিন্তু কেন?.........এক সময় তপন ভাবে। এতো শুধু একটু adjustment এর কথা/Sympathyর কথা। একটু হাসি ইয়ারকিতে যার পরিণতি হতে বেশী সময় লাগে না। সেখানে কেন এই বিদ্রোহ/ বিদ্রূপ/বিহ্বলতা.........? বোধ হয় এরই নাম ভবিতব্য। নিয়তি। নির্মমতা। তা নইলে রবীন কেন ইলাকে সহ্য কতে পারে না। এবং ইলা রবীনকে? অথচ রবীন বলে ইলা আমার ভালবাসায় বিশ্বাস করো। আন্তরিকতায় তোমার প্রতি কোন ফাঁক নেই, ছিলও না। ইলা বোঝে রবীনের week point কোথায়। এখন emotional moodএ আছে। সুতরাং ইলা আরো মেনোলিসার রহস্য জড়িয়ে বলে—'ডার্লিং তোমার ওরকম কথা শুনলে আমার বড় কষ্ট হয়। বুকের ব্যথাটা বাড়ে। জানোই ত সব। তবু কেন অমন দুঃখ দাও বলোত? আর Nakedly ওভাবে বলোনা কেমন লক্ষ্মীটি আমার। রবীনের ইলাকে তখন আরো ভাল লাগে। সব দুঃখ ব্যথা দূর হয় ওর। ইলার জন্য সেই মুহূর্তে সে সব কিছু করতে রাজী থাকে। তবু কেমন যেন প্রচ্ছন্ন একটা ফাঁক থেকে যায় কোথাও (প্রতিবেশী হিসাবে তা তপনের নজর এড়ায় না) এবং তাকে পরোয়া না করেই সেই মুহূর্তে রবীনের ইলাকে আরো নিবিড় করে পেতে ইচ্ছে করে। সেই মুহূর্তটা যদি রাত হয় তাহলে খুব আনন্দের আর যদি দিন হয় তাহলে কেমন যেন গা জ্বালা গা জ্বালা ভাব হয় রবীনের।

ইচ্ছার কোন পূর্ণতা আছে কিনা তা রবীনের জানা নেই, বা থাকলে কতটুকু কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন বাধাধরা সীমা নেই। অবশ্য লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু বলে একটা কথা বলা আছে। ইলার ইচ্ছার কোন অপূর্ণতা রাখেনি রবীন। যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছে।

তবু রবীনের মনে হয় সে যেন ইলার নাগাল পাচ্ছে না (অবশ্য এ মনে হওয়া মাঝে মাঝে এবং তা ক্ষণস্থায়ী)। ইলা অভিনেত্রী নয়। তবু তাকে এ ঘরে প্রায় সময় রবীনের তাই বলে মনে হয়। কোথায় দেহের মনের পোষাকের কোন ভাঁজে সে যেন কি একটা লুকিয়ে রাখে। হয়তো এরই নাম আলেয়া। কুহক ইত্যাদি। কিন্তু সে হয়তো ইলার ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে। বা আদৌ কিছু নয়। হতে পারে রবীনের— চোখের ভুল। নানা দিক থেকে রবীন চেষ্টা কোরেছে সে রহস্যের হদিস পেতে। পারেনি। দু'জনার ১০ বছরের মিলিত জীবনেও। রবীন ভাবে কেন? কেন এমনটি হচ্ছে বা হয়। আমার ধৈর্য্য, সততা, সহনশীলতা কোন কিছুই কি ইলার মন স্পর্শ করে না? অথচ ইলাতো এও বলে—রবীন you are too sweet—So sweet! কিন্তু আশ্চর্য্য এরপর আবার সেই নাটকীয় ভাব/রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার/নেইল পলিশ পরা গসিপ্। সবই চোখে পড়ে রবীনের। এর প্রত্যক্ষ ফল হয় সংঘর্ষ। ঘর হয় রণাঙ্গন। সন্ধির প্রস্তাব হয়ে ছুটে আসে ছেলেমেয়েরা। আবার সন্ধি হয়। দিন যায়। রাত আসে। ঋতুর পর ঋতুরা। ইলা রবীন পাশাপাশি থাকে। গল্প করে, রাগ করে। হাসে। আবার সন্দেহও করে যায় নিয়মিত।.........

.........এরপর একটা সময় আসে যখন শুধু ছেলেমেয়েদের জন্যই ২৪ ঘণ্টার সমস্ত সময়টা বরাদ্দ করতে হয় ওদের। এদের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের বুনিয়াদ ভবিষ্যত গড়তে রবীন ইলা ভুলে যায় ওঁদের সমস্ত অতীত। ওরা তখন বোঝে এই সংসার। সং যেমন আছে খুব কাছাকাছি রয়েছে বন্ধুর হাত বাড়িয়ে সার। সুতরাং এই হয়। এই সবই তো আমাদের ঘর সমাজের Binding materials! এইই বোধ হয় চাওয়া পাওয়া। এত কাঠ খড় পোড়বার পর। যার নাম সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে!

বিস্ফারিত দুই চোখে প্রতিবেশী তপন দেখে/শোনে/এই চিরন্তন দরবারী কানাড়ার আলাপ, সংগত/প্রতিটি সকাল দুপুর সন্ধ্যায় রাতে: শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ও বসন্তে!

ব্রততী পিপুল নির্ঝর

নার্স রমা এসে বললো স্যার ব্রততী 'নিরোধ' চাইছে। ওকে কি কোরে দিই ?

হেসে বললাম, কেন ?

হিমাংশুবাবুর মেয়ের কথা বলছি আমি।

আচ্ছা বুঝেছি, দ্যাখো রমা আমাদের দেওয়াতে আইনগত কোন বাধাতো আমি দেখছিনা। তাছাড়া যেই নিক না কেন আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হলেই হল। মানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কোরছি আমরা—কোরতে চাইছি অন্ততঃ। একথা আমার নয় অর্জুনের মতো কর্তা ব্যক্তিদের ; সুতরাং তুমি আমি···

···হিমাংশুবাবু গত পাঁচ বছর ধরে কাশ্মীরে কি একটা সার্ভিসে যেন আছেন। অথচ ওর স্ত্রী সুরমা প্রায়ই নিরোধ এটা ওটা নিয়ে যান। নার্স রমা এসব আমায় প্রায়ই বলে।

স্যার লোকে যা তা বলছে এ ব্যাপারে। আমরা নাকি নীতির বাইরে কাজ কোরছি। পাব্লিকের তরফ থেকে আমার না আবার কোন বিপদ হয়।

ওকে বলেছি, সেই এক কথা। যে যা বলে বলুক, আমরা আর একটি শিশুকে নানা দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রেহাই দিচ্ছি। ভ্রূণ হত্যার হার কমিয়ে এনেছি। অনেক মা বাবাকে ভয় ভাবনা থেকে ফ্রী থাকবার কথা বলছি। হয়ত অন্তরের সায় নেই এভাবে 'নিরোধ' দিতে। তবু দিতে হয়, বলে যেতে হয় যতক্ষণ নুন খাচ্ছি ততক্ষণ গুণের গান গেয়ে যেতেই হয়। এই নিয়ম !

ব্রততী নবম শ্রেণীর ছাত্রী। বছর ১৬ বয়স। মায়ের নাম কোরে ও 'নিরোধ' নিয়ে যায়। ওর মাও আসে চুপিসারে। ভীড় পাতলা হলে রমাকে বলে, 'নিরোধ' চাইছি রমাদি ! রমার খোলা মুখ—'কি ব্যাপার কর্তা কি আশেপাশে বদলী হয়ে এশ্চে নাকি ? জানতাম তো দূর দেশে থাকেন।' লজ্জায় অবনত হয় সুরমার মুখ। সুরমা কোন উত্তর দিতে পারে না। মেয়ে বাইরে বাইরে ঘোরে। একটা পিকচার দেখাব, বললেও

অপরের অনুশায়িনী হতে যাবে না ওরা। লাইসেন্স বিহীন। ভয় কিসের এবং কাকে? রয়েছে তো হাতের মুঠোয় "এলিক্সির" নিরোধ। যাকে কেয়ার করে না সে। মা জানে, কিছু বললেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে একসা হবে যব? বান্ধবীদেরও অই সব বেনামী কৌশল শিখিয়ে দেয় ব্রতভী। উচ্ছ্বাসের বন্যায় এক সময় বলে ফেলে—'যা না ফ্যামিলি প্ল্যানিং ও পি, ডিতে। বলবি মায়ের নাম, মাসীর বা বৌদির—নিরোধ চাই। ওরা আসতে পাচ্ছেনা কাজে। ঔষধ বিক্রি। দোকানে ভিন পয়সায় পাওয়া যায় বটে। তবে জায়গা সেফ্ নয়। টিন-এজার ছেলেদের প্রচণ্ড ভীড় ও চাহিদা। তাছাড়া চেনা জানা কেউ হয়তো দেখে ফেলবে। পরে এ নিয়ে বদনা থেকে মার হাত বোমা ভোজালী পর্য্যন্ত গড়িয়ে যেতে পারে। কাজ কি বাবা। এর চাইতে হাসপাতালে যাও কেউ কিসৃসু ভাববেনা। ও হল পবিত্র মন্দির। হরিজন সাগিনাও যা এ্যারিস্টোক্রেট বিশ্বজিৎ বন্দোঃ ও তা। সবারই গণতান্ত্রিক অধিকার।

আমি তাহলে ওকে দিয়ে দিই। পরে এ নিয়ে কোন কথা উঠলে আমাকে দুষবেন না যেন। বললো রমা। ডাক্তারের নীরবতা ভাঙলো।

ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! তুমি দিয়ে দাও রমা। কোন ভয় নেই। পাব্লিক গসিপ্ কিছু হলে আমি face কোরব' খন।

ডাক্তার ভাবেন। অ... পতো দিলাম। ভাল কোরলাম না মন্দ?

ন্যায় অন্যায়ের অমন চুল চেরা বিচার কোরতে হলে পাগল হয়ে যেতে হবে যে। যেয়্সি আছো তেয়্সি থাকো। গড্ডলিকাও ভি আচ্ছা নয়া কুছ ভি হো যায় তো সেওভি আচ্ছা। যখন যা তখন তা। টাইম অনার্ড থিঙ্কিং এ্যাণ্ড এ্যাক্শান্। আদার ওয়াইজ তুমি অচল।

পোস্টম্যান্ চিঠি দিয়ে গেছে রাস্তার ওপর টি পপে। চিঠিটা হাতে নিয়ে খুব রাগ হোল ডাক্তারের।

তপনদা,

আপনার প্রেরণাতেই এল্ এল্ বি, পড়তে রাজী হয়ে ছিলাম। ফেব্রুয়ারীতে এল্ এল্ বি হবার কথা। হবে কি হবেনা জানিনা কিছুই। লেখাপড়া কিছুই হচ্ছেনা। সেশান পিছিয়েই চলছে। ইউনিভার্সিটি বলছে পরীক্ষা নিতে অক্ষম। পলিটিকেল সায়েন্স-এ এবার দিচ্ছিনা। ভার্সিটিও নেবে কি নেবেন কোরছে। ভাবছি পরীক্ষা দিয়েও আর কি

হবে? চোখের সামনে অতলান্তিক অন্ধকার। শিক্ষিত বেকারের আর একটি নবজন্ম দেওয়া কি উচিত হবে? রেগুলার ষ্টুডেন্টরা বলছে পড়ানো হয়নি। এখন পরীক্ষা নেওয়া চলতে পারেনা। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা বলছে ফি জমা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন কি করা যায়? দাদা-বাবার অর্থ অপচয় কোরছি আর আপনাদের মতো শুভার্থীদের আশায় ছাই তুলে দিচ্ছি। আপনি বলতেন এম্প্‌টি ব্রেইন ডেভিলস্ ওয়ার্কসপ কিছু একটা কর। বসে থাকিস্‌নি। পিপুল তো বসে থাকেনি। এখন ফোর্সড্ হচ্ছি বসে থাকার জন্য। অখণ্ড অবসর। হোষ্টেল-এর বিল উঠছে তো উঠছেই। অধ্যাপকরা ক্লাশে নোট না দিয়ে outline দেয়। পাব্লিশারদের সাথে চুক্তি সেরে নোট লেখে। সে নোটে ভাল নম্বর ওঠে। পরীক্ষার ইম্পরটেন্ট কোশ্চ্যান থাকে। অধ্যাপক চুক্তিবদ্ধ। উক্ত নোট ফলোয়ারদের পাশের হার বেশী হতেই হবে। নানা চিন্তায় ডুবে আছি।

ইউনিভার্সিটিগুলোকে আমি হোষ্টেল-এর মত দেখি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ে মানুষ জ্ঞানী হয়। সত্যিই জ্ঞানী হয়। দূর থেকে গ্র্যাণ্ড ফিরপো আর পার্ক হোটেল দেখে কত রঙীন কল্পনার বাসা বাঁধে মনে। সেখানে গেলে মদের ঢেকুর আর আধা নেংটো ডাইনীদের নাচ দেখে মনে হয়না এই দামী পোষাক পড়া পেন্টেড যুবতীরা একদিন অভাবের তাড়নায় এখানে এসেছিলো গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে। দর্শক দেখে, শরীরে তার আলাপের ঢেউ। চোখের কাজলে সূর্য্যডোবা অন্ধকার। অথচ অশ্লীলতার জন্য বুদ্ধদেব বাবু সমরেশবাবুরা আদালতের আসামী। এদিকে নিরোধ বিজ্ঞাপন সর্বস্তরে বিনা বাধায় সার্কুলেটেড্। এতে কোন কচকচি নেই। না আইনের না আদর্শের। সময় এমন নির্দয়। অনেকে বলছেন এটা নাকি জাতীয় নিরিখে আর ওটা হচ্ছে ব্যক্তিগত। আমার মাথায় কিছুই ঢোকেনা।

কি জানি এসব কিসের প্রতিফলন? আমার দু'চোখে ভেসে ওঠে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, দিল্লীর গেষ্ট হাউস, বম্বের মেরিন ড্রাইভ, কোলকাতার গ্র্যাণ্ড। হায় গণতন্ত্র—সমাজতন্ত্র, রেচেড বন্ধুরা আমার।

আমি ভীষণ অসহায় বোধ করি তোমাদের জন্য—তোমাদের জন্য। আমি আর বেকার হতে চাইনা। বাঁচতে ইচ্ছে করেনা।

প্রণাম অন্তে পিপুল

৩০/১২

উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ডাক্তার। আশ্চর্য্য কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই এদের। কতবার বলেছি চিঠিপত্র চায়ের দোকানে, পাব্লিক প্লেসে এনে দেওয়ার জন্য। এ হচ্ছে প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স! কাকে আর কত বলা যায়! হকার পত্রিকা দিয়ে যাবে মুদির দোকানে। ওখানে বাসি হয়ে আসবে হাতে। ভ্যানেরিয়াল ডিজিজ এর জার্নাল আসবে তারও ঐ একই অবস্থা। ওখানে যৌনাঙ্গের নানান বাহারের ছবি থাকে। হেড অফিসের চিঠি আসবে ডেট্ এক্সপায়ারির পর। নয়তো মিসিং। এ নিয়ে কত বলা-বলি লেখালেখি, কিছুই হয়না। জলের কল খারাপ। P. W. D. কে বাইম্যান এণ্ড পোষ্ট দশবার ইন্টিমেশন দিলেও কোন জবাব পাওয়া যাবে না। ক্ষোভ আসা স্বাভাবিক।

থাকগে, 'আল্লাহাত জগন্নাথ'। আশা হারানো উচিত নয়। ডাক্তার ভরসা হারাতে চায়না।

ডিয়ার পিপুল,

তোর চিঠিতে ভার্সিটিজনিত ক্ষোভ ও ব্যাখ্যাটুকু উপলব্ধি করতে পারি। তুই ভাগ্যবান ও ভাগ্যহত একই সংঙ্গে যে গ্রেণ্ড ফারপোর মদালসা রহস্যের পাশাপাশি। চিত্তরঞ্জন বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথদের সুউন্নত ষ্ট্যাচু গুলিও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিস রোজদিন। এ আলো আর আঁধারের হাত ধরে হাটা‍‍‍হাটি। আশার কিছু যদি আহরণ কোরতে না পারা যায় তো নৈরাশ্যে ডুবিস না যেন? আমার মনে হয় কালো মেঘের ঘনঘটা জনিত দুর্ভোগ মাত্র দুই একটি ঋতুতেই আমরা বেশি দেখি। শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তের মতো ঋতুদেরও তো আমরা দেখি। সুতরাং ক্ষণিকের অথিতিদের পার্মানেন্ট বলে ধরে নেওয়াটা বোধ হয় ঠিক হয় না! তোর কচি তরুণ মনে ভাবপ্রবণতা প্রাধান্য পাবে ঠিকই! কিন্তু বাস্তবকেও তো সে সঙ্গে নিজের আয়ত্তে আনতে হবে। বাস্তব খুবই কঠোর। যত তাড়াতাড়ি একে অধীনস্থ করা যায় ততই ভাল। 'ছাত্র জীবন' সম্বন্ধে অ্যাসে লিখতে গিয়ে নিশ্চয়ই পড়েছিস সহনশীলতা ছাত্র-জীবনের একটি শিক্ষা ও অভ্যাস। তুই সবই বুঝিস। তবু বলছি আর একবার। মনে করিয়ে দেওয়ার গোছের। তোর এই আগুনে জল দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু বলবো ওয়েট এণ্ড সি সেই পুরনো দর্শনের কথা। দিল্লীর গেষ্ট হাউস, বা বোম্বের মেরিন ড্রাইভ কোলকাতার পার্ক ষ্ট্রীট তো

আমাদের আত্মার সঠিক চিত্র নয়। এবং এরা রিপ্রেজেন্টও করে না। সে অধিকারও নেই এদের। ঝড় এসেছে। আকাশের রং গাঢ় লাল। রক্তের মতো। এসময়ে নিশ্চয়ই আমরা সতর্কতার সঙ্গে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবার চেষ্টা কোরব। (যদিও আজ কোন চার দেয়ালই নিরাপদ নয়)। আমরা জানি, এর পরেই নিসর্গে আবার সুন্দর কোন রচনা দেখা যাবে। আবার সন্ধ্যাতারাকে দেখতে পাবো। বাগানে রজনীগন্ধা ফুটবে নিশ্চয়। (আবার সেই মহৎ স্থান-কিন্তু কি কোরব)? তোর ভা-ভাবনা/কথা সে আজ সমস্ত ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের। কি করা যাবে? রেডিকেল কিওর-এর কথা কেউ ভাবছে না প্রিভেন্টিভ্ ভেক্সিন-এ কত দিন আর চলা যাবে? এতে না থাকে আয়ু, না হয় আয়।

সাহিত্যিকদের আসামীর কাঠগড়ায় দেখে তোর মন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। স্বাভাবিক। কিন্তু কি বলবো? সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচার দুরূহ। বিচার হয় কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার। (আমি অবশ্য আইনের প্রতি উপযুক্ত সম্মান রেখেই বলছি) এই সমস্যার মূল মনে হয় অনেক গভীরে। এর সুরাহা কোরতে গেলে অনেক দূরে যেতে হবে আমাদের। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় নূতন পুরাতনের একটা সুষ্ঠু বোঝা-পড়া দরকার। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া উচিত। যাঁরা পুরোনো সংস্কারকে ছেড়ে নতুনকে গ্রহণ কোরতে পাচ্ছেন না তাঁদের একটু উদার না হলে এর সংঘাত অনিবার্য্য। তাই মনে হয় নতুন পুরনোর মিতালীর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রত্যেককে কিছু না কিছু সেক্রিফাইস কোরতেই হবে। পুরনো মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে নতুনকে যাচাই কোরতে গেলেই কনফ্লিক্ট আসবে। এখন দরকার সময় এবং কালকে মেনে নিয়ে উপযোগী মনোভাব গড়ে তোলা। যাঁরা পুরাতন সংস্কৃতিকে বহু মূল্য দিয়ে আসছেন তাঁরা মহাভারতকে সামনে রেখে যদি এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো বিষয়টা কিছু সরল হতে পারে। পুরাতন সংস্কৃতিও মূল্যবোধের প্রয়োজন অবশ্যই আছে তবে সঙ্গে সে নতুনকে অভিনন্দন ও গ্রহণ কোরতে পারার মতো নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার।

সব সময় মনোমত সময় বা কাল আকাঙ্ক্ষিত হয় না। ন্যাডিজম্‌কে যদি শিল্প বলে মেনে নেওয়া যায় অন্ধকার যদি সময়ের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয় তবে নিশ্চয় চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনে চিত্রণে সহায়ক

কিছু/কেন শ্লীলতা অশ্লীসতার সংঘাতে এমন বিপর্য্যস্ত হবে? আলোতে যেমন ৩৬৫ দিন/তেম্নি অন্ধকারের ৩৬৫টি রাত্রি। পছন্দ অপছন্দের, দৃষ্টি-ভঙ্গীর বাট্‌খারায় এরা কেউ কেজি আবার কেউ ৫০০ গ্রাম হলেও হতে পারে। কিন্তু অনন্ত সৃষ্টির দাড়ি পাল্লায় এরা সহোদর। একই গর্ভজাত। শ্লীলতা অশ্লীলতার কোন চিহ্নিত সীমারেখা নেই। এদের এপিক কারণ-গুলো এখনো আলেয়ার মতো মরীচিকার জঠরে। কেউ এদের দার্শনিক মননটা উপলব্ধি করেন। কেউ এর জৈবিক কাঠামোটা নিয়ে হুল্লোড় বাধান। (মনে হয় এখান থেকেই অশ্লীলতার শ্লীলতার সংঘাত শুরু হয়েছে)। জীবনানন্দ, শরৎচন্দ্র এই অশ্লীলতার ঝড়ে একদা বিধ্বস্ত হয়ে-ছিলেন। আজ এদের নিয়ে কি ভীষণ মাতামাতি। লেডি চ্যাটারলির লাভারের লেখক সর্ব্বত্র পূজ্য বলেই মনে হয়। বার্নাড-শ কোন কালে কন্‌ভেন্‌শনেল সড়ক থেকে সরে গিয়ে বহু অখ্যাতির শরে জর্জ্জরিত হয়ে-ছিলেন। তাই বলছিলাম, এর আউটকাম বলা মুস্কিল। যে শূন্য থেকে লাফাতে সুরু কোরব বলে ভাবছি সেই শূন্যতেই আবার আমরা ফিরে আসছি। হয়তো এই ১টা শূন্য থেকে অপর শূন্যতে যাওয়া-আসা কোরতে কোরতেই এর একটা হদিশ হয়তো একদিন পাওয়া যেতে পারে।

পিপুল, এসবের পরও যখন দেখি সকালের নির্ভেজাল সোনা রোদ/ক্লান্ত পথিকের জন্য বট, অশথের অকৃপণ ছায়া/আগুন লাগা ঘরের পালে বালতি হাতে ছোটা লোক/ডুবন্ত শিশুটির জন্য আরেকটি জীবনোৎসর্গ—তখন কি মনে হয় না কবির ভাষায় বলতে এবং এই সবের জন্য বেঁচে থাকা অথবা অন্য কিছু। মৃত্যু মুক্তি। এই পথ সহজ। সবাই জানে। কিছু জন্য/করতে চাওয়ার জন্য বাঁচা দরকার। কিভাবে করার জন্য/করতে পারার সে চিন্তা রাষ্ট্রের, তোর, আমার সবার।

পাতা ঝরার শব্দে উদাসীন চোখ তুলি/আকাশের দিকে
চৈত্রমাস।
বিষণ্ণ।
নিসর্গের চোখ ভরা জল
বৈশাখেও সে এম্নি কাঁদবে।
চারপাশে সবুজের কোন চিহ্ন নেই
স্মৃতিময় মনকে নিশ্চিত আঘাত করে
এই সব ছবি!

তবু বাউলের একতারায় বাজে
'আবার গাইব গান আগামী বসন্তে।
মাঝ আকাশের সূর্য্য
চারিদিকে আগুন
গন গনে তাপ
পায়ের তলায় ফোস্কা
সর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে
বুকে অসম্ভব পিপাসা
সমস্ত রক্ত আগুন/খুন,
খুনের মতো বদনেশা
বন্ধুরা কেউ ছাতা নিয়ে আসেনা
বলেনা ছায়া বারান্দায় দাঁড়াতে।
ঝড় ওঠে
কালবৈশাখীর দাপটে
বিবর্ণ হয় মুখ
মানচিত্রের রেখাগুলি নিশ্চিহ্ন হয়
ধ্বংসস্তূপের উপর যারা গেল/সেই সব
পূর্ব্বপুরুষদের হাড় অস্থিগুলি
গুনি আমার লাকী নাম্বারগুলি
১/২…থেকে…১১/১২
তবু আশ্চর্য্য আমি বেঁচে থাকি!
ইতি,

'আমার বাগানের ১১টি লাল গোলাপ/চন্দ্রমল্লিকা/যুঁই বেলী, 39 crackers/cry/smile/Roars/fires/Joy ১২টি সঙ্গীত মুখর ঋতুর শুভেচ্ছা সহ তপনদা ৩১।১২ জিপের হর্ণ-এর শব্দে কিছুক্ষণের নীরবতা আবার সরব হোল। 'কি দাদা খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে'? নিঝ'রের কুশল জিজ্ঞাসা।

'এসো নিঝ'র'— সস্নেহে ডাকলেন ডাক্তার।' আর বলো কেন ভাই ব্যস্ততার কি শেষ আছে? যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ ততক্ষণ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো আবর্জনা'—শোননি কি? এই সব টুকিটাকি করছিলাম

আর কি। Own Review বলতে পারো একে। নিজেকে আর একবার দেখ।

এ দেখার কি শেষ আছে দাদা? না ভাই তা নেই। এ অনন্ত অসীম। যতক্ষণ বিন্দুর মধ্যে আছি ততক্ষণ সিন্ধুর লোভতো যাবে না! সে থাক, আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। চলুন 'week end এ যাওয়া যাক। একটু fresh হয়ে আসবে না।

জানেন তপনদা, অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গিয়ে ছিলুম সেদিন।

আচ্ছা!

বললেন, এখন বক্রী শনি মেষে। আরো কয়েকমাস সবুর কোরতে হবে। শনি খুব ভাল পজিশন এ যাচ্ছে। তাছাড়া জুপিটার ইন্ একজলটেড পজিশনে। বাবার শরীর ভাল যাবে। মায়ের ওপর রাহু মঙ্গলের যুগ্ম দৃষ্টি। তাই ভাবনা। বলেছেন স্টোন নিতে।

নির্ঝ'র খুব অ্যামবিশাস। জীবন সম্বন্ধে ওর খুব কৌতুহল।

আচ্ছা নির্ঝ'র এই স্টোন-এ কোন অ্যাফেক্ট আছে কি? দাদা আমি সঠিক কিছুই জানি না। এম এস সি পাশ কোরেছি যদিও বা। তবু বলবো, বিশ্ব সায়েন্স অনেক কিছুই আছে যার বুঝিতে ও ব্যাখ্যা চলনা। অলৌকিক ভৌতিক দার্শনিক কিছু যাই বলুন না কেন।

অর্থাৎ তুমি বলছো যে বিশ্বাসে মিলায় হরি……এই তো? অনেকটা তা বলতে পারেন। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী এত লোক-এত এলাইটরা কেন এর পেছনে ধাওয়া কোরছেন। আপনি কি বলবেন এ শুধু ভৌতিক বা বদখেয়াল?

না আমি বলতে চাই যে অন্ততঃ রিজন দিয়ে যদি তুমি আমি যারা হোয়াট ইজ হোয়াট কে বুঝি বা এদের জাইলেট কোরতে পারি তারাতো অন্ততঃ এগুলো থেকে বিচার কোরে এর যা গুড অ্যাক্সট্রাক্ট বা বেনিফেসিয়েল কিছু নিংড়ে আনতে পারি। তপনের কণ্ঠে বিচার দিয়ে মেনে নেওয়ার যুক্তি।

হাঁ তা নিশ্চয়ই। stone সম্বন্ধে বললেন যে এইগুলো অনেকটা ছাতার মতো বলা চলে। দুপুরের রোদের আঁচ আপনাকে স্পর্শ কোরবেই। তবে ছাতা থাকলে ডাইরেক্ট হিট আপনাকে কাবু কোরতে পাচ্ছেনা এই যা। তাছাড়া সমস্ত বিশ্বব্যাপী এই কোরাল, পার্ল, পেপায়ার

অ্যামিথি ডায়মণ্ড-এর মতো Gems গুলি এমন দামে বিকোতনা। অন্ততঃ আইন কোরে একে বন্ধ কোরে দিত যদি এতে কিছুনা থাকতো। —নির্ঝর খুব impressive way তে বলে যাচ্ছিল।

চল একদিন বাচস্পতি মশাইর কাছে গিয়ে দেখি এবং এ নিয়ে তর্কের অবকাশ রাখি।

আর সোমনাথকে কি বলেছে জানেন—'যেন ও বাস্টার্ড লেডিদের সঙ্গে না মেশে। ওকে ঐসব মেয়েরা এক্সপ্লয়েট কোরবে একদিন!'

'নির্ঝর—শুধু লেডিরা কেন বাস্টার্ড জেন্টসরা কম কিসে? দুটোই দুষ্ট গ্রহ। তোমার বাচস্পতি মশাইকে জিজ্ঞাসা কোরব কিসে এর পরিত্রাণ সম্ভব। অবশ্য আমার চেষ্টা এবং ব্যক্তিত্বকে নিশ্চয়ই প্রাধান্য দিয়েই বলছি।

তপনদা, আমার মনে হয় আমাদের অ্যাস্ট্রোলজি আগে কিছু পড়া উচিত। যতক্ষণ না পড়ছি ততক্ষণ কোন ক্রিটিসিজম ঠিক নয় বলেই মনে করি আমি।

তোমার এযুক্তি আমি মানি ভাই। জানলুমনা কিছুই অথচ ওয়ার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বেমালুম তত্ত্ব কথা বলে গেলাম এ আমি বিশ্বাস করিনা।

এ যেমন ধরুন না, আধুনিক গদ্য কবিতার কথা। বুঝিনা, বুঝিনা কোরে চেঁচাতে থাকেন কেউ কেউ। কথা হচ্ছে, বুঝতে গেলে পাঠককেও তো সেই মানে ওঠা দরকার, নাকি? ঠিক! বলেছো তুমি! তপন সায় দেন।

কিন্তু তা না কোরে কেবল গেল গেল রব। আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্প/প্রতীক ইমেজের ক জ বেশী এবং বেশীরভাগ বাস্তব ঘেসা। তাঁরা শব্দ চয়ন করেন পরিচিত আটপৌড়ে পরিবেশ থেকে। সে শব্দ এবং ভাষা নিতান্তই সাধারণ। কল্পনা যে অনুপস্থিত তা নয়। তবু পয়ার ছন্দ পরমানন্দের মতো আমাদের পিতামহদের আমলের কাঁচুলী/নোলক না থাকলেই গেল/গেল বা বুঝিনার হট্টগোল। আমার কথা হচ্ছে আগে নিজেকে বুঝবার জন্য প্রস্তুত করুন—বুঝবার ইচ্ছা পোষন করুন/মনন নিন/বোঝার জন্য পড়ুন। তাহলেই তো বুঝতে পারবেন। শুধু 'আধুনিক কবিতা' কেন? এখন গল্প উপন্যাস নাটক সব কিছুতেই হাওয়া বদলের পালা। এমন অনেক গল্প আছে বা উপন্যাস যেখানে কোন চরিত্রই নেই। শুধু অ্যাবস্ট্রাকট এর ওপর। নির্ঝর এমন অনেক সৃষ্টিও আছে যেখানে

হাত পা মাথার কোন হদিশই মেলেনা।

কিন্তু আমাদের তো ধৈর্য্য ধরে কোথায় কি হচ্ছে দেখা দরকার/ভাবা দরকার। না তা কোরবনা। রসগোল্লা না পেলেই অতিথি আপ্যায়ন যথার্থই হইল না বলে চীৎকার উঠলো।

শোন নির্ঝর, সময় এবং নদী প্রবহমান। তারা তাদের খেয়ালে চলবেই। তোমার আমার আলোচনা সমালোচনায় তারা বসে থাকবেনা এটা জেনো। উইক র‍্যাণ্ড হোটেল এর বয়কে ডাকলো নির্ঝর। 'বয় এখানে এসো, চাফ্ অফিসারের মতো করুণা-মিশ্রিত ডাক। আজ কাল কটা সাহেবীয়ানায় শোনা যায় 'বয় কামিয়া।' কাম হিয়ার টা সন্ধিতে আধুনিক বাংলা হয়ে এই কামিয়া পর্য্যায়ে এশ্চে। নির্ঝর আবার বয়-ছেলে বলাও পছন্দ করেনা। ওটা নাকি 'মেয়ে ছেলের' মতো শোনায়। বরং "এই ছেলে শোন' বললে মন্দ লাগেনা। দাদা, কি কাটলেট না মোগলাই ?

আমি ভাই দুটোই প্রেফার করি। সংগে চা নয় কফি ছেলেটা এসে সার্ভ কোরে গেলো। প্লেটগুলোর সংগে সুদৃশ্য কাগজে কিছু লেখা.......।

অবাক হইনি (ডাক্তারের নেপথ্য কথোপকথন।)

উইক র‍্যাণ্ড-এর মালিক রুক্কন ভার্মা। এলেন পেট ঝুলিয়ে। সেই পরিচিত বজ্জাতি হাসি/গোঁফে হাত বুলানো শয়তান। মধুচক্রর মধ্যমণি। মধ্যরাতের তারা। সর্বদাই আপনার ভালর জন্য ব্যস্ত-সমস্ত! গুড ন্যাইট স্যর।

ডাবল্ শাফ্ চা/কাটলেট মোগলাই দেখেও অবাক হলেন মিঃ ভার্মা। 'বস্ আউর কুছ্ নেহি ?'

ড্রিঙ্কস ?

না।

ওপরের ক্যাবারের দিকে তাকিয়ে। ড্যান্স এবং পকেট থেকে একখানা-রঙিন কাগজ বার কোরে দেখালেন মিঃ ভার্মা। নিউ কামার সুইট সিক্সটিন সুধাকণ্ঠী ব্রততী সেনের টেগোর সংগ্ আছে একটু পরেই।

থ্যাঙ্কস্ থ্রাইস—ডাক্তার বললেন। 'বুঝলে নির্ঝর ঐ যে একটু আগে তোমায় বলছিলাম'............ •

ও, সেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর......!

ইয়েস। ডাক্তার আবার বললেন "নির্ঝর তোমাদের আই, ও, সি ই কি সোল এজেন্ট ফর অয়েল" ?

দাদা, যতদোষ ঐ হতভাগ্য নন্দর শুধু। সত্যি দুর্ভাগ্য আমাদের। দেখলেনতো ফিল্ড এর অয়েল কত পোলিশড্ এবং প্র্যাকটিক্যাল! তখন ডাক্তার আর নির্ঝর দুই জনাই স্বীকার করে অয়েল বস্তুটার সফিসটিকেশান্।

স্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন

ইদানীং আমি আর অনেক মানুষের ভীড়ে থাকতে পারি না। কারোর সামনে কিছু কইতে পারি না। কারণ বোধহয় এই যে, আমার সামনে এখন এত চোখমুখ—যা দেখা যাচ্ছে এসব চোখে যেমন যীশু চৈতন্য সিদ্ধার্থের চোখ আছে তেমনি এডল্‌ফ হিটলার, আইখম্যান, চেঙ্গীস খাঁ, আওরংজীবেরও চোখ রয়েছে। যীশু চৈতন্য আমায় ক্ষমা করতে পারেন। ও'দের দয়ার শরীর। কিন্তু, হিটলার ইয়াহিয়া ফুয়েরার? ক্ষমা দয়া যাদের শত্রু শিবিরের তাদের কাছে এ প্রত্যাশা রা'খি কি ক'রে?

এখন আমার মানুষের প্রতি ভালবাসায় সম্ভবতঃ ভাঁটা পড়েছে। পাঠক-দর্শক জানেন, বিশ্বাস থেকে ভালবাসা জন্মায়। এ শাশ্বত। এবং সে বিশ্বাসে চির খেলেই ভালবাসায় ফাটল ধরে। ভাঁটা আসে। তবু জোয়ারের প্রতীক্ষা করি। কেননা এই জোয়ারের স্রোতই তো আমায় সমুদ্রে নিয়ে যাবে একদিন। ...এছাড়া কিছু বলতে গেলে সত্যিমিথ্যার জাল এবং রহস্যের অনুভাবীরা এসে ঘুরঘুর করে আমার ঘুরঘুট্টি ঘরে। মিথ্যা বললে, চোর হই। সত্য যদি অপ্রিয় হয় তাহলেও শাস্ত্র লঙ্ঘন হয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এর কোনটাই নই। আমাকে বলতে পারেন কল্পনাস্তিত্ববাদী। অর্থাৎ অস্তিত্ববাদ এবং কল্পনাবাদ এই দুইয়ের সমন্বয়ে আমি। যে জীবন আদর্শ কল্পনার অস্তিত্বের তাকে আমি ভালবাসি তাই এই সম্‌+ধি; কল্পনাস্তিত্ববাদ। সাঁর্তোর কট্টর অস্তিত্ববাদ এবং রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকের ভাববাদ এ দুই ই সুন্দর এবং সাধু। তাই আমার এ অর্দ্ধনারীশ্বর প্রতিকৃতি ও প্রকৃতি। বস্তুতঃ X এবং Y-এর Union এই তো আমি।

আলোচনাচক্র বা সেমিনারের যে দাম নেই, দরকার নেই তা বলি না, যেটুকু আছে বা থাকে সেটুকু কথার বাহুল্যে, ফুলঝুরিতে, তুবড়ীতে ফেটে যায়। এই মাত্র যে সময় আমার হাত থেকে খসে গেল তাকে তো আমার বলতে পারি না। এরা বলে বেশী, করে কম। আপত্তি এখানেই।

আবারো বলি ইণ্ডিয়া ভাবছে আমায় সি, আই, এ, রাশিয়া ইম্পে-রিয়ালিষ্ট, আমেরিকা ভাবছে কম্যুনিষ্ট, চায়না শোধনবাদী—সমস্ত পৃথিবী

এস ও এস পাঠাচ্ছে বারম্বার ;

হায় তপু so you !

তবু বলি—আমাদের জেট এগিয়ে চলেছে !

অন্ধকার হাহাকার সর্বনাশ অশ্লীলতা : শ্লোগান !

আমার কি হবে ? আমি প্রফেট্ বা ম্যাজিসিয়ান নই। আমি শান্তিপ্রিয় নাগরিক।

অন্ধকারে আছি বলে আলোর কথা এত বেশী মনে পড়ে। আলো চাই। শীতার্ত অন্ধকারে অনেক দিন ছিলাম আমি। আলোয় সবল হতে চাই। আমার চোখ দু'টোতে কালো পর্দা। Blindness Develop করেছে। কোন জিনিষই স্পষ্ট নয়। অনুভূতিকে সম্বল করে আর সম্ভব না। উপলব্ধির বৃত্তেও শূন্যতা। Nothingness। দেখতে পাই না প্রতিবেশীদের। নিসর্গে কি হচ্ছে তাও না।

হাহাকারে ঘুম নেই। পৃথিবীর চোখ নিদ্রাহীন। এই অবস্থায় চলি কেমন করে ? Sleeping Pill খেয়ে দেখেছি। এতে আরো Complex এর সৃষ্টি হচ্ছে। শরীরে নানান উপসর্গ দেখা যাচ্ছে—যা সর্বস্তরে প্রতিফলিত হচ্ছে। Tranquiliser নিয়ে equilibrium হয় তো এই মুহূর্তে চলছে। Auqtensolএ আপাততঃ tension কিছুটা released হচ্ছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না আমার। উল্টে অন্য সমস্যায় জড়িয়ে যাচ্ছি। সর্বনাশের প্রতীক ছায়া আমাদের খুব কাছাকাছি। যা কিছু নাশ করছে তাই সর্বনাশ। আমার শুভবুদ্ধি মনন ধ্যান ধারণা অনুভূতি সব কিছুতেই মৃত্যুর মতো ছায়া ছায়া খেলা। এই গতির ঝড়ে লুপ্ত হচ্ছে আমার সমস্ত জড়োয়া। গায়ে মেরুন হাত বুলিয়ে যাচ্ছে অশ্লীলতা। পেতি-বুর্জোয়া। মা-ঘরের। আটপৌড়ে যা ছিল, যা ছিল আদি অকৃত্রিম তাকে কৃত্রিম করে—আমার কণ্ঠলগ্ন শব্দগুলির অনিবার্য আর্তি, "কেন এই অন্তিম দশা আমার ? একদা ছিলাম ভালো !"

এই পটভূমিতে ?

সমস্ত সমস্যাকে শুধু চিত্রায়িতই কোরব ?

তুলে ধরবো দৃশ্যাবলী ? দৃশ্য আর দৃশ্য—যা ঘটছে ? শ্রদ্ধাভক্তি সম্মান মান সত্য সুন্দর সবইতো পাঁকে ?

পাঠক পড়ুন, দর্শক দেখুন। দুইই আমি টেলিভিশানে তুলে ধরতে

চাই।

তাহলে ?

আমি চিত্রকর আঁকছি। লেখক লিখছি। দর্শক-পাঠক দেখুন। আপনাদের ভেতর যে কোলাহ'লর স্তুতি, নিন্দা ভালবাসা ঘৃণার ঝড় উঠবে সেখান থেকেই উঠে আসবে এক-একটি সমাধান। তীব্র ঝড়ের পর মুষল ধারায় বৃষ্টির পর রেখায়িত চিত্রে অঙ্কিত হয় বলিষ্ঠ নিসর্গ। সব সচেতন, অন্ধকার অসুন্দর নিঃশঙ্ক হয়। সকালের সূর্য্যের, সাঁঝের সন্ধ্যাতার'র আর রাতের ধ্রুবতারার জয়যাত্রা শুরু হয়।

রহমান। রহমান।

রহমান এখানে কয়েকবারই উচ্চারিত।

কেন তা পরে বলছি।

বেণুর কথাই আগে কিছু বলি।

ওকে সবাই বেণু ঠাকুর বলেই ডাকে। আমি ডাকি বেণু। ওর আসল নাম বেণু ভরদ্বাজ। বয়স যখন ওর সতেরো তখন আমি এখানে আসি চকরীতে। সরকারী আপিসে। আমার স্ত্রী একদিন শনিপূজো কোরবেন। তাই ডাক পড়লো বেণু ঠাকুরের। সন্ধে বেলায় পূজো। অফিস থেকে ফিরেই আবছা আলোয় দেখলাম ওর মুখ। একটি বাচ্চা। কেন যে ঠাকুর বলে ডাকে বুঝলাম না। এ ছেলেই ঠাকুর বানান লিখতে দীর্ঘ উ লিখে ভুল করবে এ আমি নিশ্চিত।

আমার স্ত্রীকে ডেকে বললাম ও কী পূজো করবে? এতোটুকু ছেলে। মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণই বা কোরবে কী করে? দেখেইতো বুঝতে পাচ্ছি একটা আস্ত আহাম্মক। ডাক পড়লো কর্ম্মচারী মজুমদারের। সে বললো স্যার, ওইতো এ তল্লাটে সব পূজো করে।

মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো আরো যখন বেণু বললো আপনাদের কাশ্যপ গোত্র কী করে হয়? গেঞ্জিটা খুলতে গিয়ে শুনে তেড়ে এলাম। থতমত খেয়ে গেলো বেণু।

: আপ্—আপনাদের কী কাশ্যপ গোত্র?

: হ্যাঁ।

: আপনারা কি ব্রাহ্মণ স্যার?

: কাকে ব্রাহ্মণ বলে তুমি জান? তোমার নাম কি?

: আমার নাম বেণু ঠাকুর।

: তো তুমি ব্রাহ্মণ হলে কি কোরে?

: আমরা যে ভরদ্বাজ।

: ওঃ ভরদ্বাজ হলেই বুঝি ব্রাহ্মণ হ'তে হয়। ঠিক আছে কাশ্যপ গোত্র আমাদের না হয় তো হবে না। তুমি কেটে পড়ো।

তোমাকে দিয়ে আমি পূজা করাবো না।

আমার স্ত্রী অমঙ্গলের আশঙ্কায় অস্থির। ……ওগো এ তুমি কী কোরছ? এ ভর অমাবস্যার সন্ধে বেলায়…

ঃ তুমি থামতো—একটুকু ছোকরা আমায় ব্রাহ্মণ আর তার মান শেখাতে এসেচ। ওকে দিয়ে আমি পূজো কিছুতেই করাবো না।

ঃ তাহলে?

ঃ আমি নিজেই পূজো করবো।

ঃ সে কি কোরে হয়?

ঃ কেন হবে না ডোরা? বেলুরমঠে কী কোরে হোত? এখন দক্ষিণেশ্বরে কী কোরে হোচ্ছে? আমার শুদ্ধ মন। মন্ত্র আমি পড়তে জানি। নিষ্ঠা আছে। আমার নিবেদনে কী শনি দেবতা রুষ্ট হবেন বলে ভয় পাচ্ছে? তুমি তো ক্রিশ্চিয়ান্। এ সবেতো বিচলিত হবার কথা নয়।

ঃ তবু সামাজিক রীতিনীতি বলে একটা আছে তো।

ঃ ও চুলোয় যাক। তুমিতো জানোই আমাব দেহের ৩ লিটার রক্ত ব্রাহ্মণের। বাবার তিন। আর তিন মায়ের।

………আমার বাবাকে একদিন কত যাতনাই না সইতে হয়েছে না। এ নিয়ে। ঃ পুরোহিত তো নিকৃষ্ট শ্রেণীর চুনোপুটি। তাই পেরেছে। রুই কাতলার ধারে কাছেই যেতে পারতো না।………

এ যেন তোকে না পাই তো তোর বিষ্ঠার উপর ওঠা মাটিকে এক হাত দেখে নেবো এমনটা।

……রমেন পুরুহিতের দৌহিত্র আমি। সে অর্থে ও অন্ততঃ আমিও হাফ্ ব্রাহ্মণ। আর হাফ্ আমার নিজের গুণে কৌলীন্যে। আমার ব্রহ্মজ্ঞান কিছু কম নয় ডোরা বুঝলে? পূজো আমি কোরতে পারি, অধিকার আমার আছে।

ইত্যবসরে মজুমদার আর একজন বৃদ্ধ এবং হাফ্ অন্ধ পুরোহিতকে নিয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত ওকে দিয়েই পূজো হল। আমার মনটা খুবই বিষাক্ত হয়ে উঠলো। যখন এই পুরোহিত মশায়ইও জিজ্ঞাসার পর বললেন, আপনারতো শূদ্র রক্ত, তাই পূজোর মন্ত্রে যে ‘ওঁ’ আছে সেই ‘ওঁ’ বলার অধিকার তো শূদ্রদের নেই?

শুনে ডোরা বিব্রত। আমার দুর্বাশার মূর্ত্তি ওর চেনা। ...আবারো সেই তর্ক বিতর্ক শুরু হতে চলেছে। ইচ্ছে হল ওঁ অর্থ কি—কোথা থেকে এর উৎপত্তি—এসব বলে একবার তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করি।

: পণ্ডিত মশাই এই যে আসুন আপনার দক্ষিণা নিন।

এখানে 'আসুন' অর্থটা আপনি যান। মুদ্ধ, অন্ধ, অনেক ভুল মন্ত্র উচ্চারণ করা মন্ত্র কেটে বাদ দিয়ে পড়া, যার কোন পাণ্ডিত্য আপাতত আমার চোখে পড়লোনা সেই পণ্ডিত মশায়ই চলে গেলেন। আমার ভয়ে নয়। খুব সম্ভবতঃ নিজেরই ভয়ে। ভাবখানা ওর অমনই ছিল তখন।

"......................... !"

যাক্‌গে, যে কথা বলতে গিয়ে এ ভূমিকা সে কথাই বলি এখন। ...যে বেণুকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম সে বেণুকেই ওর সৌভাগ্যের জন্যই হোক আর আমার চেষ্টাতেই হউক আমাদের অফিসে নাইট গার্ডের চাকরীটা দিয়ে এসব সামাজিক ধাপ্পাবাজি থেকে রেহাই দিলাম কিছুদিন পর।

প্রথম জয়েনিং-এর দিনই বলে ফেললাম—বেণু ওসব কম্মো টম্মো কোরনা। যা জানোনা তাই নিয়ে মাতামাতি কোরনা। মানুষকে ঠকিয়ো না। এসব ভাল নয়। আমরা বিশ্বাসে ভক্তি নিবেদন করি। তুমি ভুল বা চুরি কোরলেও আমাদের নিবেদন আমরা সেই পরম আরাধ্য দেবতার কাছেই করছি। তবু পুরোহিত মানে যখন পরের হিতে যিনি অগ্রগণ্য তাঁর এ সমস্ত লুকোচুরি ভাল নয়।

: স্যার কাজ পেয়েছি। আর ওসবে যামুনা। মাথা নীচু করে বেণু তার ভুলের কথা স্বীকার করে। বোঝা গেল অর্থনীতিই যত অনর্থের মূল।

সেই থেকেই এই পাড়ার বেণু ঠাকুর আমার কাছে বেণু হল। ওর বড় ভাই অণু ঠাকুর স্থানীয় কো-অপারেটিভে চাল মাপার কাজ করে। আমার বেণু, ও বেণু, এই বেণু! অণু, এ্যাই অণু আস্তে আস্তে কখন যে ওদের ঠাকুরের লেজ খসে গিয়ে বেণু অণু হল—যদিও বা সেটা সবার চোখের উপরই ক্রমশঃ হচ্ছিল তবু কেউ এ নিয়ে বিশেষ রা কোরলনা। যেমন পুরনো জমিদার বাড়ীর পড়ন্ত পতন অবস্থা। খোদ জমিদারবাবু থেকে বড়তরফ/ছোটতরফ/মেজতরফ থেকে ফেড্ ইন্ হতে হতে বিবর্ণ। এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কেউ জমিদারদের আর ধার ধারেনা।

এখন যে বিবেকানন্দের সেই পূর্ব শূদ্র যুগ। যখন রাজার রাজত্ব আর লাল চোখ থাকবে না।

বেণুর বয়স এখন বত্রিশ। ওর ছেলে দুটোর বয়স ১০ এবং ১২। আমি ফিরছিলাম অষ্টমীর দুর্গা প্রতিমা দেখে সকাল ১০টা নাগাদ। আমার ৩ বছরের ছেলে সহ। রাস্তায় জটলা। হামলা গোছের কিছু একটা।

বেণুর গলা শুনছি : শালা মাথা ফাটাইয়া তবে ছ'ড়ুম। নইলে এ শর্মার নাম বেণুই নয়। ইত্যাদি।

আরেকজন বেণুকে সামলাচ্ছে : আরে ঠাউর ভাই অত চেতাচেতি কইরা কী হইবো? অখন মাথা ঠাণ্ডা করেন।

আর রহমান বলছে :

—আরে বেণু ভাই আমার কথাডা আগে শুনবাতো? তুমি অত মাথা গরম করতেছো ক্যান্? কথাডা হইলো…কানে কানে। চুপি চুপি। যেন কেউ না শোনে। কথাটা লজ্জার তো নাকি কও?

তবু বোঝে না বেণু। ওর জিদ বজায় রাখতে চায় ও।

…ছেলেটাকে রেখে আবার ওদিকে গেলাম। আমার সময় ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পথ বন্ধ বলে আসতে পারিনি। একটু প্যাসেজ হতেই সাঁ করে চ.ল এশ্চিলাম। আবার গেলাম। আমাদের কর্মচারী বেণু আছে ওখানে।

……………!

গিয়ে দেখি তখন আর কেউ নেই। বড় রাস্তায় একটা প্রৌঢ়া She goat. আর একটা He goat, কচি। উঠতি তরুণ। সংবেমাত্র এডোলেসেন্স পিরি ডে পা দিয়েছে। দুটো goat-এর দু' পাশে বেণুর ছেলে দুটো। এক দৃষ্টে সঙ্গম দেখছে।

গাড়ী থেকে নেমেই এদৃশ্য দেখে খারাপ লাগলো। অথচ অস্বাভাবিক কিছুই না। এই সব স্বাভাবিক অস্বাভাবিক/অস্বাভাবিক/স্বাভাবিক বৃত্তের ভেতরই তো আমাদের জীবন ঘুরছে। ঘুরছে আমাদের অনাদি অনন্ত সত্তা। ত্রিকাল। ভাদ্র আশ্বিনের রাস্তায় Dog-দের মধ্যে এ প্রায়ই চোখে পড়ে। দেওয়ারিশ! কিছু মনে হয় না। চোখে সয়। কোথাও যেন কোন ব্যতিক্রম নেই। সব ঠিক ঠিক চলে। বাড়ি, নাড়ী,

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস যকৃত। সন্ধেবেলায় শুকতারা। ঊষায় প্রভাতী। উত্তর আকাশে ধ্রুবতারা। সপ্তর্ষিমণ্ডল। কালপুরুষ। অধুনা আবিষ্কৃত কোয়াসার নক্ষত্রলোক। সবই ঠিক। তবু আমি সহ্য কোরতে পারলাম না। ছেলে দুটোর অকাল যৌনতার কথা ভেবে দারুণ ক্ষুব্ধ হলাম।

—এ্যাই বেণু কোথায় ?

—বাড়ী গেছে স্যার…

—তোদের পড়াশুনা নেই…

…………!

ইদানীং আমার কী যে হচ্ছে এই সব কচিকাচা ছেলেপুলেদের বেওয়ারিশ দেখলেই ওরি পড়াশুনা নেই/কাজ নেই/এ্যাই কী করছিস—কেন…জিজ্ঞাসাবাদ করি। একটিবারো ফিরে গিয়ে একটু পেছনে দেখি না। যখন আমিও বালক ছিলাম। কিশোর ছিলাম। যৌবনের দীপ্ত লাবণ্যে ভরপুর ছিলাম। আমি কত ঘোরাফেরা করেছি। ঠিকানা ছাড়া ঠিকানায় ছুটে গেছি। প্রচণ্ড ঝড়ের ছেঁড়া বিদ্যুতের তারকে উপেক্ষা করেছি। সময়ের পড়া অসময়ে পড়েছি বা পড়িনি আদৌ। মাঝরাতে সিনেমা দেখে হস্টেল ও পড়ার খরচ দিলেও ওঁকে অনার্স মার্ক দিয়ে বাধিত করতে পারি নি। আসলে এটা একটা সময়েরই ধর্ম। যখন সহস্র সহস্র রবীন্দ্রনাথরা ইস্কুল পালিয়ে, পড়া না সেরে একটু বেয়ারা হতে চায়। স্বাধীন নিজস্ব কিছু সময় মূল্যবান সময়ের পকেট থেকে পিক পকেট করে। দারুণ একটা আনন্দ। কী যেন কী একটা সবাই পেতে চায়।

…কোলের শিশু বলে, 'দ্যাখোনা মা-মনি আমি কত বড়টি হয়েছি।' বলে সে দু'হাত তুলে দেয়।

…হাঁটতে জানা মেয়ে ভাবে—আহাঃ মায়ের এই ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস ভরা এই সব শাড়ী কখন আমার হবে।

আমার জুনিয়াররা যদি আমায় দাদা না ডাক, ডাঃ অমুক বলে সম্বোধন করে তখন আমার ভীষণ বাজে লাগে। আহত হই। অথচ এতে দোষের কিছুই নেই। আমি ছোটবেলা থেকেই পাড়ায়, স্কুলে, কলেজে/সিনিয়ারদের দাদা বলে ডেকেছি। এই সার্ভিস লাইফেও যারা আমার এক দিনেরো সিনিয়ারিটি পেয়েছে বয়সে যাই হোক দাদা বলে ডাকি। এটা কোন ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স না। একটা আন্তরিক আত্মীয়তাবোধ

মাত্র। ১৯৩২-এর আমি এখন চল্লিশে। তাই বোধ হয় সহ্য করতে পারি না। এও একটা সময়ের ধর্ম!

আসলে আমাদের রক্তের ধমনীর গায়ে গায়ে এক ধরনের স্লিপিং মায়াময় Material মেদের মতো লেগেই আছে। প্রতিদিন এরা রক্তে মেশে। যার আঁচ আমরা কোন না কোন সময়ে পেয়ে যাচ্ছি। এর পুরো শোধন হয় না।

............আমার শৈশব থেকে গত ১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে যখন আমি ৪০-এ আসি নি তখন অব্দি খোলা গায়ে কেউ আমায় দেখে নি। উদোম গায়ে থাক, বাহুতে তাগায় কবচ বাঁধা এসব বিশ্রী ঠেকতো এক সময়ে। আর আজ যে কেউ আসুন দেখবেন শহরের নামজাদা গাইনিকোলজিস্ট ডাঃ মহম্মদ ইসাকের মতো আমার বাহুতেও অনেকগুলো কবচ। খোলা গা। কট্টর নাস্তিক আমি কেমন করে এমন আস্তিক হলাম নিজেও জানতে পারি নি। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শেভ্ করতে গিয়ে দেখলাম কাল জুলপির ফাঁকে ফাঁকে অনেক কটা চুল সাদা হয়ে গেছে ....। এই সব শত সহস্র। এটাই স্বকাল। যার যার। তারপর সব নিয়মের আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে যায়। ......"পড়াশুনা নেই?"—কথাটা এখানে অহেতুক উপমা মাত্র। আমাদের সংস্কারে রক্তে এটা এত তীব্র যে জোয়ারের টানের মতো চোখের পলক ফেলার আগেই চলে যায়। সাঁওতালী ধনুকের বিষাক্ত কশাঘাত। যার পর সাঁওতালী যুবতীর বনজঙ্গল ফাটা একটা রহস্যঘন হাসি শোনা যায়। খা-খা-খা গোছের একটা ক্রূরতা। পরিহাস।

তবু বললাম। অন্য কিছু তক্ষুনি আমার মুখে আসে নি। ছেলে-গুলোকে 'যা বাড়ী যা' বলে উঠিয়ে দিলাম। রহমান আমার শব্দ পেয়েই বোধ হয় বেরিয়ে এসে তখন।

: দেখেন স্যার আপনাগো আপিসে যে কাজ করে ঐ বেণু ঠাউর...

: ঠাকুর বলাতে আমি কাট্ করে বললাম, আমাদের বেণুর কথা বলছেন তো?

: আইজ্ঞা হ। ওর ছেলে দুইডারে পাঠাইছে আমার কাছে। ত' আমি কইলাম আমার ছাগল দিমু না। বেণুভাই আইলো। বুঝাইয়া কইলাম বেণুভাই গেল বছর তোমার কাছ থেকে আমি যে বাচ্চাডারে

আনছিলাম তা তোমার কী ভাই মনে নাই ? তুমি অন্য কোনখানে যাও ভাই ।

......‘একটা বিচার বিবেচনা থাকা দরকার না স্যার ?

............এদের Mother and Child-এর সম্পর্ক। তাই রহমান ফিরিয়েছে। আর কিছু শোনার প্রবৃত্তি হল না। গাড়ীতে উঠে বসলাম। তখনো রহমান বলে চ'লছে :

বাউন মানুষ তোমার যদি জ্ঞান-গম্যি না থাকতো চলবো কেম্নে !...

স্পীডে ছুটে চলে এলাম। ইচ্ছে হল বেণুকে এই মুহূর্তে ওর চাকুরী থেকে সাস্‌পেণ্ড করি।

‘............।

ব্রহ্মাকে কে বেশী বোঝে ?

এই ব্রহ্মাণ্ডকে কে বেশী জানে বলে মনে হয় ?

রহমান ভাই ।

তবু আমরা বেণুকে......... ?

ও একটা খামখেয়ালী রক্তের ঢেউ !

বন্দী কেমন আছো ?

India is big. If Calcutta does not give you place make your place else where.' বাবার চিঠিটা পেয়ে সম্বিৎ ফেরে তপনের। Bombayর V. T. তে একখানা Urgent Tele করে অমিতকে। Keep an accomodation for me—coming soon. দিশেহারা হবার মতো কিছুই নয়। তবু ভাল লাগছিলনা তপনের। সারারাত ঘুমও হয়নি। কিসব ভেবেছে এখন আর মনে পড়ে না। সন্ধের দিকটায় বকৃশী এসেছিল—'দাদা কেমন আছো আমার ওখানটায় যাবে নাকি একবার ?' অন্য সময়ে হলে বকৃশী বলতো 'গাড়ী নিয়েই এশ্চি। না করতে পারবে না, রাত ১টার মধ্যেই এনে দিচ্ছি। রান্না তৈরী। বাজার দিয়ে এসেছি।

তপনের মনে হয় বকৃশীর দোষ দিয়ে লাভ নেই। হয়তো এইটেই নিয়ম। যতদিন আমার দরকার ছিল ততদিন যথেষ্ট করেছে—আদর, আতিথেয়তা সৌজন্য সব; না চাইতেও Loan দিয়েছে। এটা ওটা সেটা। বকৃশীকে তপনের ভালই লাগে। এখনো লাগে।

বকৃশী বলে, 'চাকরী করবো না। ব্যবসা করবো. শাক ভাত খাবো, তবুও চাকরী করব না। এই ছিল তপনদা আমার প্রতিজ্ঞা। আমার একাডেমিক মূলধন তো জানোই। B. Sc. পাশ করেছি। দিনমাস গুজরান্ করবার মতো চাকরীও একটা পেতাম। তবু ঐ স্যার P C. Roy এর মন্ত্র এবং spirit আমি ভুলতে পারলাম না। 'শাক ভাত খাও তবুও গোলামী করোনা।" কেরানীর দলে ভীড় বাড়িওনা। পরাধীন ভারতের বাঙ্গালী বাবুরা ছিলেন বেশীর ভাগই কেরানী। এখনো তাই কলম পেষে পরের কাঁধে বন্দুক রেখে গুলী চালায়। অন্যের পয়সায় বাস ট্রাম। বসন্ত কেবিনের গরম চা খরচ; বাড়ীতে গামছা। আপিসে সেই ভাঙ্গা গিলে করা ধুতি একটা। আজও এর কোন পরিবর্তন হলনা তপনদা। বড় দুঃখ হয়। পরিবর্তন না হয়েছে কিছু চুজ্ প্যাণ্ট; কাপ্তেন মার্কা বৈজুবাওরা মাফিক কিছুটা হালি চাল বলা যেতে পারে। প্রথমে শুরু করি খবরের কাগজের ফিরি। কমিশনের basis এ। সঙ্গে ভাঙ্গা কাঁচের

সংগ্রহ। হাসপাতাল থেকে বোতল, শিশি, মর্গ থেকে মরার হাড় ; টাকা লগ্নী। প্রতিবেশীদের চাল, ডাল, তেল, সাবান ও অন্যান্য মাসিক বাজার Supply। এরপরে Medical Representative এর কাজ। L. I. C. র agency থেকে এই ছোট খাটো ব্যবসা। এখন আমার কয়েক জন লোক নানা খাতে খাট্‌ছে। শ্যামলের কথায় খুব Spirited বোধ করে তপন সেদিন।

একসময় তপন বলছিলো, তুমি খুব করেছো শ্যামল। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছো। তাই তোমার পা শক্ত হয়েছে। এখন পায়ের তলার মাটিও খুঁজে পেয়েছো। এই দ্যাখনা, শ্বশুর মশাই জানতে চেয়েছেন আমার balance কি ?

শ্যামল বলে—'তা কি উত্তর দিলে ?

যা দিয়েছি তা তোমার কেন কারুরই ভাল লাগবে না।

তবু বল না।

আচ্ছা দ্যাখোত তোমার বৌদি কি করছেন ?

শ্যামল বলে, তুমি তো শ্লা ওদিকে ষোল আনা আছো !

শুধু ১৬ নয় ৬১ বলতে পারো। ঠাট্টা করে বলে তপন। লিখেছি : Balance=(১) তিনখানা স্বরচিত বই, (২) ৩টি সন্তান (পুত্র১ + কন্যা ২) এবং কিছু সংরক্ষিত অম্লমধুর অভিজ্ঞতা যার আর এক নাম হারানো অতীত। কিছু গ্লানি, ব্যথা, প্রতারণা, কিছু আনন্দ। আমার সন্তানদের বাবা। বাবু। বাবুই, বাবুই ডাক। আমার বই এর ছাপানো প্রতিটি বই-এর লাইনে আমার দুঃখসুখ, আলো আঁধারের কাহিনী, অস্তিত্ব অনুভব এবং 'তিলতিল মরে যাওয়া বছরগুলি।' (বছরগুলি! দিনগুলি !! মাসগুলি !!!)

তপনদা শোন, লক্ষ্মীদাদা, আর পাগলামি করো না। এবার ছেলে-পুলেদের কথা একটু ভাবো। বৌদির কথা একটু ভাবো। শ্যামলের আত্মীয়তা সুলভ একাগ্রতা।

দ্যাখো শ্যামল, —একেবারে যে ভাবছি না তা নয়। চারা গাছকে সাধারণ ভাবে ঘিরে রেখেছি। গরুতে ছাগলে না খেয়ে ফেললে জলে হাওয়ায় রোদ্দুরে একদিন উঠে যাবে। এর বেশী আর কি করতে পারি বলো ?

আমি বলছিলাম, জল হাওয়া রোদ্দুর তো অবশ্যই দরকার। তবে সাথে যদি একটু মাটি থেকে প্রপারলি খাদ্যরস গ্রহণ করতে পারছে কিনা দ্যাখো, ভালো হয় না—কি ? ......শ্যামলের বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি।

দেখি, তোমার কথা মনে রাখতে চেষ্টা করব শ্যামল, তপন বলে।

বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে একমাস কাটাবার পরে তপন বাবার কাছে চিঠি লেখে : চলে যাচ্ছে দিন, চোখে কেন সবুজের লেশমাত্র নেই।

বাবার উত্তর : সময়ে সবকিছু ঠিক হয়ে আসবে। ধৈর্য দরকার। আর কর্মে সাধনা ও তপস্যার মতো অলংকার। সময়ের আসা যাওয়া লক্ষ্য কর। বুদ্ধি আর বিবেক দিয়ে এদের যাচাই কর। আমি নিশ্চিত যে তুমি accomodation পাবেই। বাবার চিঠি পড়ে তপন শ্যামলের চিঠি খোলে—'তপনদা চোখে ভাসছে তোমার ফেয়ার ওয়েল সভার শেষে মুহূর্তের সজল চোখগুলি! আজো হাসপাতালের প্রতিটি ষ্টাফ তোমার কথা বলে। এদের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসাইতো তোমার সম্পদ গো। তুমি জীবন্ত ছিলে এখানে। ওখানেও তাই থাকো!' —শ্যামল।

আজ ১৮টা বছর কেটেছে। অনেক ঝড়ের অন্ধকারের রাত আর সূর্য্যের দিন কেটে গেছে। কেটে গেছে খুশী খুশী আকাশে ঝিলমিল নক্ষত্রদের অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা। শীতের নরম সূর্য আর মেঘঢাকা প্রচ্ছন্ন সূর্য্যের মুখ দুইই অনুভূত হয়েছে। বসন্তের কোকিলের প্রত্যেকটি নিয়মিত ডাক হয়তো তপনের শোনা হয়নি। তবু মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে প্রায়ই ওর বাবার কথা মনে পড়ে 'India is big / Make your accomodation there, etc শ্যামলের বিনীত অনুরোধ, 'লক্ষ্মী তপনদাদা —তুমি জীবন্ত ছিলে… … …জীবন্ত থেকো।

তপন

তপন ভাবতে পারেনা এর সমাধান কি হতে পারে ? শতকরা দশজনার বেশী কাজে আসে না। দশ শতাংশের বেশী কাজ হয় না। অথচ আপিসে ইউনিয়ানে 'আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে' এই শ্লোগান রচনায় খুবই মনযোগী সবাই।

দাবী রাখা যায় যদি তা যুক্তিসঙ্গত হয়। এবং রাখা উচিত ও। কিন্তু তার আগে নিজেকে যাচাই করা দরকার যে আমি এ দাবী করতে পারি কিনা ? যেখানে ১২ মাসে মাত্র ১ মাসের কাজ হয় বলে প্রায়ই শোনা যায় সেখানে দাবীর পর দাবী রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার এও ঠিক যে আমার মতো ৭০ টাকা মাইনের কর্মচারীরা এই দুর্মূল্যের বাজারে আর কিই বা করতে পারতাম। গত্যন্তর কোথায় ? আমরা হাড়ভাঙ্গা ৮ ঘণ্টা খেটে যদি ৮০ টাকা পাই সে জায়গায় ৮০টা সই করেই ৮০০ থেকে ১৮০০ টাকা নিয়ে বাবুরা ডিনার লাঞ্চো খায়। বেলা দেড়টা থেকে তিন ঘণ্টা বিশ্রাম। ১০টায় আপিস হলে বাবু আসবেন ১০-৪৫ এ। এসেই দু'একটা ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি। দু'একবার O. S কে ডাকাডাকি। Accounts officer কে ডাকাডাকি। ফোনে দু'চার দশটা Yes—No, থ্যাঙ্কস্ বাই বাই তেই বেলা ১টা গড়িয়ে যায়। আসে লাঞ্চোর সময়। এরপর একটা সুখময় দিবানিদ্রা। আপিস বিকেল চার ঘটিকায়। আবার সেই সকালের মতো ফোন/সই/ডাকাডাকি/হম্বিতম্বি/চার পাঁচটা দেখাসাক্ষাৎ Tea time।

কথায় আছে অনেকের কাছে Any time is Tea time. এর কোন সময় বাঁধা থাকতে নেই। যে কোন মুহূর্তে এটা হতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। এটা একটা ফর্মালিটিস্ পর্য্যায়ে এসে আমাদের দফা রফা শেষ করছে। Vitality শরীরের যাচ্ছে কমে। Gastric trouble বাড়ছে। liver খারাপ হচ্ছে। উপরন্তু ডিসিপ্লিন নষ্ট হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। এই সংক্রামক রোগের জীবাণুরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যেন এদেশে ক্রমাগত বিস্তার লাভ করছে। ফলে আমাদের মা দিদিমারাও আজকাল দুধ খই কলা ও অন্য ফল ফলারীর পরিবর্তে বলেন একটু চা খেয়ে যাও না

বাবা। বা একটু চা খেয়ে গেলে কি হোত না বা একটু চা খেয়ে গেলেই পারতে? liver এবং Gastric trouble যেমন বেড়েছে এবং বাড়ছে তেমনি মনেরও ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। গোলযোগ দেখা দিচ্ছে হরেক রকম। ফলে স্নেহ-মায়া-মমতার বদলে আসছে ভণ্ডামি। ভণিতা। ক্রোভ-হিংসার মতো বিশ্রী উপসর্গগুলি। Insomnia একটা বড় এবং ব্যাপক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ঘুমের বড়ি খেয়েও এখন আর ঘুম হয় না। অস্থির হয়ে উঠেছে স্নায়ু কোষগুলি। মানুষ অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষণ আসছে লেখকদের কলম থেকে। বর্বর। আদিম। জঙ্গম। ইত্যাদি অপেলব শব্দগুলি।

Tea খেতেই সাড়ে পাঁচটা গড়িয়ে ছ'টার দিকে এগিয়ে চলে ঘড়ির কাঁটা। এদিকে তপনের মতো অবাঞ্ছিত জনেদের চারটায় ডিউটি শেষ হলেও ঐ ছ'টা। —ছ'টা কেন গাল গল্প-গুজব আর খোস মেজাজী বা বদমেজাজী সা রে গা মা শুরু হলে বাড়ী ফিরতে রাত ৯টা থেকে মধ্যরাতও হয়ে যায়। তবু মাইনে সেই ৭০ টাকা। বছরে ইন্‌ক্রিমেণ্ট ৫০ পয়সা। সুতরাং "আমাদের দাবী মানতে হবে" সংস্থা ছাড়া উপায় কি? যাদের চাকার স্পীডোমিটার প্রতি ঘণ্টায় গ্যালন গ্যালন পেট্রোল পোড়ে তারা না হয় না গিয়ে পারেন কিন্তু তপনের গতি কি?... কেনী বাবুরা বা সেই ধরণের বাবুরা তবু ওভার টাইম করে পুষিয়ে নেন। ১ টাকার মসুর ২ টাকা হলেও ওদের চলে যায়। কিন্তু তপনদের তাতে চলে না। চলেনি কোনদিন। কারণ তপন শূদ্র গোষ্ঠীর চাকুরে। কেনা বাবুরা বৈশ্য শ্রেণীর। অফিসারগোষ্ঠী ক্ষত্রিয় আর তাঁদের উপরের ওঁরা সব ব্রাহ্মণ পর্যায়ের। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের বিশেষ কোন ইউনিয়ন তৈরী হয় না। তপন বোঝে না এঁরা কেন dew day পালন করেন? কেন এভাবে এত দ্রুত ইনক্রিমেণ্ট বাড়ে স্কেল্ বাড়ে? ...মাঝে মাঝে ওর মনে হয় সরকার কেন এইসব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় classকে ভয় পান। মেজরিটি তো তপন আর কেনী বাবুরা। ওদের ইউনিয়ন আছে, বরং ওদেরই তো ভয় পাবার কথা। বৈশ্য শূদ্ররা অবহেলিত শোষিত বঞ্চিত। এদেরই বেশী, অন্ততঃ ৭৫ ভাগের ভোটেই রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরী হয়। সংবিধানের সংকলন হয়। এই ৭৫ ভাগের অসুখ হলে তো মহামারী হবারই কথা।

এতসব খবরের কাগজের editorial দেখে তপন বুঝতে পারে ঐ এক দুই মহলকেই সরকার ভয় পান। ওঁরা বুদ্ধিজীবী তথা ইন্‌টেলেকচ্যুয়াল! যতই জনতার আদালতে effigee পোড়ানো হোক বা বিচার হোক বা ফাঁসি হোক মহাজনদের ওপরের মহলের একটি খড়ও পোড়ে না। কোন অঙ্গহানি হতে পারে না। হয় না। তপন ভাবে হতে দোষ কি? হলে তো ভালই হয়। হাইয়ার সেকেণ্ডারীতে তপনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছিল। এইসব ব্যাপারে মোটামুটি বুঝতে চায় ও। ফার্ষ্ট ডিভিশানে পাশ করেও এই পিওনের চাকরি নিতে কোন লজ্জা করেনি ওর। ৭টি পেটের সাধারণ একবেলা রুটি বা ডাল রেশনের ব্যবস্থা পিতৃহীন জ্যেষ্ঠ সন্তান তপনকে যে করতেই হয়। এবারে পরীক্ষা দিয়েছে আপিসে। পাশ করলে একটা এল ডি সির পোষ্ট সে পাবে।

···আচ্ছা সমরদা, কাজটা ভাল হল?

—কি কাজটা, কোন্ কাজটা?...

—ওই যে বীর নগরের সাব্-আপিসের এল ডি সি নিতাই দাসের ওপর নেহাতই অবিচারটা?

সেকশানেল-হেড সমর বোস বলে বীরনগরের ইন্‌চার্জ নিতাই দাসের বিরুদ্ধে হেড্-আপিসে রিপোর্ট করেছে!

কারণ?

কারণ টারণ সেই সাবেকী। বস্তাপঁচা বলা যায় এ মডার্ণ কালে। নিতাই এ্যারোগেণ্ট। কথা শোনে না। ইউনিয়ন করে। তর্ক করে। মুখের ওপর সত্যটা বলে। শাসায় ফাঁকি দেয়। দু'আনার জিনিষকে. ষোল্ আনার টাকাতে এনে চৌদ্দ আনা ভেজাল মিশিয়ে তবেই your faithfully শ্রীনীরেণ সেন ইতি টেনেছেন!

তপন বলে একটু হিউমার করে—এ যে একেবারে জীবনানন্দ দাসের "কেমন আছেন, কহিলেন শ্রীমতী বনলতা সেন" হয়ে গেলো দাদা?

আরে বাছাধন ও রসে বঞ্চিত হলে সুন্দর কাজ ন্যায় কাজ করবো কি করে? সাহিত্য কর্ম যারা করেন সর্বযুগে তাঁরাই যা কিছু করার তা করছেন? প্রেরণা দিয়েছেন। এঁরা যেমন বাঁচার জন্য সুন্দর সুন্দর বিশেষণগুলি উপলব্ধি করেন— প্রবর্তন করেন তেমনি মরার জন্যও এরা অগ্রদূত। বিনা দ্বিধায় সত্যের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে অথবা অন্ধকার জেলের

সেলে জন্ম জন্মান্তর কাটিয়ে যেতে পারেন। আর তাছাড়া জানবে সাহিত্য যদি কর বা সাহিত্য রসিকও হও তাহ'লেও তুমি অন্ততঃ কারো ক্ষতি করতে পারবে না। ভাল করতে না পার। নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য, পরিবার পরিজনদের পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমার মতে সাহিত্য দরকার। তোকে অনেক জ্ঞান দিলুম বুঝলি তপন! কিছু আবার মনে করিসনি যেন? তুই যা টনটনে পাকা ছেলে? ...একটি সিগারেট মুখে নিয়ে সমর বোস আরো বলে, (এবার একটু গুরু গলায়) নারেণ সেনের সাহেব প্রীতিও আবার অনেক। প্রীতির অপরূপ নজীর নজরানা সে পালের গোদাদের অনায়াসে বিলি বণ্টন করে। ...'স্যার গোটা ৫০ কাঁচা গোল্লা আর ৩ কে, জি ভূষণের দই মাসীমাকে দিয়ে এসেছি। চাল স্যার বাসমতাটাতো এখন ড্যাম্ চীপ। মণ দুই কালই পাঠিয়ে দেবো ভাবছি। গঙ্গার ইলিশ তো অনেক খেয়েছেন এবার কয়েকটা পদ্মার রূপোলি ইলিশ আনবো। পদ্মার ইলিশ কলাপাতায় ভাতে আর সর্ষেতে যে কি দারুণ হয় স্যার। সামনে গলদা চিংড়ীও আসছে। ...কী জানেন স্যার, পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলীর তীরের সমস্ত জিনিবগুলির কদরই একটা আলাদা। একটা বনেদীয়ানা ওরা ইজিলি দাবী করতে পারে। ... এরপর তো বুঝতেই পাচ্ছো তপন। বারো বোল কানে কানে সাহেবের শোনাইলেন হয় তো আরো দুই কিংবা ততোধিক চুপি চুপি কিছু। যার মধ্যে নিতাই দাস যাতে নিমাই লাশ হয় তা। দেয়ারফোর, ডিরেক্টর এসেই প্রথম নিতাইকে একচোট নিলেন এবং দ্বিতীয় চোটে নিমাই দাস একদিন সত্যি সত্যি সতি৷ তিন সত্যির নিমাই লাশ হয়ে গেলো!

তপনের খুব দুঃখ হল নিমাইর জন্য। সে বলে—সে কি সমরদা? এ হতে পারে নাকি? আসামী জানলো না তার দোষটা কোথায় আর ... ?

সমর তপনের মুখ থেকে কথাটা নিয়েই বলে— আর বিচারকের রায় তোমার এত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। এই এই তস্য এই ধারা মোতাবেক।

ধেৎ! তা হয় নাকি? বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে তপনের মুখটা শুকিয়ে ওঠে!

ধেৎ কিরে? ধেৎ কেন হবে? এই-ইতো হয়। এই তো সার্ভিস।

দি গ্রেট্ গ্রেট্ সার্ভিস। অনারেবল্ আর আনঅনারেবল্ রিজনেবল্ অথবা আন্‌রিজনেবল্! দি আদার নেম ইজ গোলামী! হা ঈশ্বর! তাহলে আর আদালত কোর্ট কেন? তাই যদি হবে সমরদা তাহলে এক গোলাম আর এক গোলামকে এমনি বিপদে ফেলে কেন?

সমর বোস বলে, তুই একদম শিশু। যা যা মায়ের কোলে বসে বসে ঝিনুকের বাটিতে দুধ খাগে যা! ...আরে বাবা এটা বুঝিস না কেন যে ওর বড় গোলাম ওকে যেমন বলে তেমনি!

তপন ভাবতে চায়। কিন্তু অতটা বুঝে উঠতে পারে না। গণতন্ত্র, সোস্যালিজম, কম্যুনিজম, ইম্পিরিয়ালিজমে এর সব ভালমন্দ কথাগুলি। ডাইনে আনতে যার বাঁয়ে কুলোয় না সে কি করে এতসব ভাবে?... না। অতসব বুঝে কাজ নেই। তপন ভাবে: আমার ছোট্ট ঘর ছোট্ট বারান্দা বাগান আমি পরিষ্কার রাখবো। ঘামে ময়লায় ভেজা সমস্ত অন্তর্বাস আমার পরিচ্ছন্ন থাকবে। দাঁতের মাড়িতে যাতে দুর্গন্ধ না থাকে তার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। প্রতিবেশীদের কল্যাণ কামনা করব। মুক্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বিশ্বজনতার কথা ভাববো! কোন ইজমে আমার চলবে না। আমার চারদেয়ালের আনাচে কানাচে যে ময়লা সঞ্চিত তাকেই প্রাইওরিটি দিতে হবে। ছোট ভাই-বোনেরা পড়ছে। মানুষ করতে হবে। এই হাজারো মিছিলের কোন মিছিলে মিশে যেতে পারি না আমি!

ঘন-অন্ধকারে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। নিজের কণ্ঠস্বরও এখন আর মাঝে মাঝে নিজের বলে মনে হয় না। কি জানি মুখের কি অবস্থা হয়েছে। আয়নায় হয়তো প্রতিফলিত হবো অন্যভাবে। অন্ধকার —বন্ধু কি বৈচিত্র্য নিয়েই না তুমি আছো! আমাকে শুধু একবার পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্র ভঞ্জর সঙ্গে দেখা করতে দিন!

তপন ভাবে এতটা বছর কি করে প্রিয়তমদের আলাপ-আলোচনা ছাড়া এই হাজত ঘরে কাটলো? আহ্ আর্ত্তি! তোমার কোন যোগাযোগ ছাড়াই এই ধুলো অন্ধকার বাতাসহীনতা আমার ঘাম ও রক্ত একে একে জল হয়েছে......।

ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে তপনের মন। ...থ্যাকারসেরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আগুনে পুড়ছে ক্রমাগত। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করেছে

চামড়া! রবীন্দ্রবাবু ফুসফুস ফেটে রক্ত গেছে। রক্ত লাল। সে রক্ত আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। এক ধরণের নোনাস্বাদ চেটে চেটে অনুভব করতে পাচ্ছি সে রক্ত জল, গলিত যা কিছু, এতো বুলেট এতো শেল ও শেলিং! তবু আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি এখনো। আপনি মহান! একবার আমাকে বাইরে আসতে দিন! আলোয় আমাকে একটু দেখি! না, না আপনি কিছুক্ষণ সংগে থাকুন রবীন্দ্র বাবু। আপনি পত্রিকা সম্পাদক। নইলে যে ওই কালোবাজারের থ্যাকারসেরা আমায় শুষে নেবে সেই ভয়ানক অজগরের মতো। আমি দীর্ঘদিন নির্বাসিত আলোহীন এই অন্ধকারে!

এখন বাতাস উঠুক ঝড় উঠুক ফিরবো নাকো আর। কলি কলি গানের কথাগুলি সমর বোসের গলায় আপন মনে আনমনে। ছিঁড়ে যায় তপনের দুশ্চিন্তার জাল। সমর বোস বলে কিরে মুখ গোমড়া করে কি ভাবছিস—এঁ্যা! কিছু ভাবিস নি! নিতাই দাস যাতে লাশ না হয় আর নীরেণ সেন যাতে সমুদ্র সফেন হয় একদিন তা ইউনিয়ন থেকে পই পই করে দেখা হবে।

তপনের দু'চোখের পাতায় ভেসে ওঠে আশার কিছু ঝিমিকি। অন্ধকারের নিজস্ব এক ধরণের আলো যাতে পথ চলা যায়।

রুম্মা বৌদি

বুঝেছ বৌদি অবৈধ প্রেম ছাড়া আর সুখ নেই। এবং আমার শেখারো কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে আপাততঃ।

বৌদি কবিতা লেখেন। কবিতার একজন রিয়েল অনুরাগী। সুন্দর বৌদির লাল গোলাপের মুখ খানা আরো দুধে আলতায় হয়ে উঠলো। বৌদি যেন বিব্রত হলো খুব। বিস্মিতও ততোধিক। আমার সম্বন্ধে বৌদির খুব ভাল ধারণা। এর উপর উনি আমার কলিগের loving wife. একজন Class I Gazetted Officer এর স্ত্রী। আমার এই ধরণের প্রশ্নের/কথাবার্ত্তার জন্য মোটেই প্রস্তুত থাকা স্বাভাবিক নয় তাঁর পক্ষে। আমি তাঁকে dishonour করবার জন্য কথাটা বলিনি। বিশেষতঃ তার নিজের অধুনা তৈরী আধুনিক বাড়ীর দোতালার সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে।

বৌদির নীরবতা ও মুখ লাল দেখে বললাম, না বৌদি তোমাকে hurt করার জন্য আমি বলিনি। আমি যা বলতে চেয়েছি আশা করি একজন কবিতা অনুরাগিণী হিসাবে তুমি তা মেনে নিতে পারো। কথাটা এমন কিছু নতুন নয়। বহু পরিচিত না হলেও পরিচিত। আধুনিক কবিতার জনক গুরু জীবনানন্দ দাশের। তবু বৌদি চুপচাপ .... !

.মিনিট পাঁচ চুপচাপ থাকবার পর আমিই বলতে শুরু করি। দ্যাখো বৌদি ধর যদি তোমার সাথেই প্রেম করি জেনো এই চল্লিশে physically আমি Quiet। জৈবিক কোন নেশা আমার তোমার কাছে নেই। যদি desire করি তো তোমার মনের সাম্রাজ্যে কিছুটা অধিকার চাই। সম্মানের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সংগে। তোমার সৌন্দর্য্য যদি আমায় এতটুকু প্রেরণা দেয়। তোমার টোল খাওয়া লাল গোলাপটা দেখে যদি আমি কোন কল্পনার ডানায় আশ্রয় নিই এবং তোমার মনোজগতে ঘুরে বেড়াই তাতে, কি তুমি বাঁধা দেবে? Please বাঁধা দিওনা। আমি কিছু creation চাই। বাঁধা ধরা গণ্ডীর ভেতর এক ঘেঁয়েমির আবর্তে আমি ম্রিয়মান। ফ্রিডম্ না থাকলে কি চলে? অন্যদের বাঁচতে বলবো কি কোরে? তুমি কি পারবে না আমাকে এতটুকু সাহায্য কোরতে? Frankly বল আমার এ অবৈধ প্রেমের শরীক হবে? আমি জানি তুমিও আজ কামনালিপ্সামুক্ত। তোমার কার্তিকের মতো আদর্শবান

স্বামী। রাজপুত্তরের মতো ছেলে। পরীর মতো মেয়ে। কিছুরই অভাব থাকার কথা নয়। মনে হয় তোমারও এই অবৈধ প্রেমের দরকার আছে। যা তোমায় বাঁচাবে। অন্যকেও বাঁচতে সহায়তা কোরবে অবিরাম। বৌদি তুমি জানো না। এর শক্তির পরিমাণ কত ? তুমি মনের মতো উপাদান পাবে প্রচুর। এত বাস্তবতার ভেতর দেখোইনা কল্পনাকে একটু ভালবেসে ? জানো আমি মনে করি অবৈধ অন্য সব প্রেমই ক্ষতিকর আমাদের পক্ষে। যেমন টাকার অবৈধ প্রেম/যৌন লিপ্সার অবৈধ প্রেম/বাহুল্যের অবৈধতা/কৃপণতার অবৈধতা ইত্যাদি ! কিন্তু তুমি আমি কবিতা ভালবাসি, সকালের নরম রোদ আর সন্ধ্যার তরল কিছু অনুচ্চার আমাদের অনুভূতিকে সতেজ করে। তাৎক্ষণিক অনু-ভূতিতে আমরা কিছু পেতে চাই দিতে চাই, পেয়ে বাঁচতে চাই, অন্যদের বাঁচার/দেখার/শোনার সঙ্গীতের কিছু বলতে চাই। তাই বলছিলাম আমার তোমার এই অবৈধ প্রেম ছাড়া সুখ নেই। বাঁচার উপায় নেই। সমাজের লিখিত চোখে এ হয়তো অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু তোমার আমার মনোসাম্রাজ্যে এ এক উজ্জ্বল কীর্তি হয়ে থাকতে পারে। যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে/সহৃদয়তার সংগে মমতার সঙ্গে একে লালন কোরতে পারি।

তুমি বোসো ঠাকুরপো আমি তোমার জন্য Paltab এর এক গ্লাস Cold drink নিয়ে আস্‌ছি। কি নেবে বলো ! Orange না Pine apple ?

রুমা বৌদির সম্মতি পেয়ে খুশীতে মন ভরে উঠলো। বললাম তুমি মেঘ, তপন তোমার। তপনকে তুমি যে ভাবে Prefer কোরবে তাই সে মেনে নেবে।

রুমা বলে—তাহলে Pine apple নাও।

তপন বলে—Splendid !

রুমার উত্তর—No mention !

শরবৎ খাওয়ার পর তপন বলে তাহলে রুমা চলো ! তোমার আমার মনের স্তরে স্তরে অমুক্তির যত পলেস্তারা জমেছে সেগুলোকে আমরা পরিস্কার কোরে ফেলি !

রুমা বলে, তপন তোমাকে বাঁধা দেবার মতো শক্তি আমার নেই।

ইলা রায়

ইলা আজ একা। বড় একা। কোন পথ ওর জানা নেই। দৃষ্টি ঝাপসা। বাংলা দেশের অত্যাচারের পর থেকেই সে এমনি এই ছোট নদীটির পারে হাঁটছে। ঠিকানা নেই। গন্তব্য জানা নেই ওর। কোথায় যাবে তাও জানে না। শুধু কিছুদূর হেঁটে জিরিয়ে নেয় কোন নির্জন ছায়ায়। এম্নি হাঁটছে আজ ৪ মাস। ২৫ মার্চের পর থেকেই, যখন থেকে শস্য শ্যামলা বাংলার ওপর বাজ পাখীদের ছোঁ মারার খেলার পৈশাচিক খেলা চলেছে। এই ভালো, এই নদী। নির্জন পথ। এখানে শুধু এর একটি ধারাই আছে চলে যাওয়া' এক মুখো। মাঝে মধ্যে ওর প্রতিচ্ছায়া দেখে এই জলে। কিন্তু জল নিশ্চুপ। সে বাচালতা করে না ইলাকে নিয়ে। কোথা থেকে এসেছো—কেন এসেছো—মানবতা—রাষ্ট্রসংঘ—পাশবিকতা কিছুই না। বরং নীরবে একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে যায় চোখে মনে। অনুভূতি শীতল রাখে। কোন ভাবেই উত্তেজিত করে না। ইলাকে বিড়ম্বনা দেয় না। ইলার আজ কেউ নেই। কিছু নেই। ওঁর সাবজজ স্বামী দু'বছরের শিশুকন্যা মৌমণি,. ছেলে পারিজাত কেউ নেই। সবাইকে মেঘনার কুলে কুলে রেখে এশে ও। ওরা অই কুলে কুলে মাটিতেই রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে আছে। মৃত্যুই ওদের শান্তি দিয়েছে। একমাত্র ইলাই বেঁচে আছে এই চার মাস অব্দি। এখনো সে এম্নি মেঘনার শাখা নদীর তীর বেয়ে পথ হেঁটে চলেছে। ওর হয়তা Aim এ নদী যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানেই ও চলে যাবে যতদিন না এ দেহ নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ও আজ বিউটি কুইন ইলা রায় নয়। আজ ও একা। নিঃস্ব রিক্ত ভিখিরী পথিক। পথই যায় একমাত্র আশ্রয়। এম্নি পথে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য একটি ঝোপের পাশে বসলো ইলা। চোখে পড়ে একটি ছেঁড়া খবরের কাগজ যাতে কে যেন একজন লিখেছেন বিশ্ববিবেক সম্বন্ধে.........

......আমি আজো অমলিন
তুমি অন্যপথগামী/বন্ধুর যাত্রী
আমার স্বপ্ন তন্দ্রার পৃথিবী
তোমার পছন্দ নয়

তুমি জন্মেছিলে
আমার নীতি থেকেই।
(অস্পষ্ট...............)
বিষণ্ণ রণক্ষেত্রে আমি একা চিরকাল
জীবনভর আমি একা চিরদিন
তুমি সাথে নেই
কণ্ঠে তোমার বিপরীত শব্দ
হা—ভয়—ভীতি
লিপ্সা ধূমকেতুর আবির্ভাব দেখে
পূব দিগন্ত কেঁপে ওঠে বার বার
আহা রক্তের লাঞ্ছনা।
(চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে ইলার)
মেঘনার লাল লাল ঢেউ
সে কোন গোলাপের স্তবক নয়
আমার সমস্ত পানসী দেহে
আছড়ে পড়া
খুনীর ঔদ্ধত্য দেখো
তোমার সমস্ত শক্তি জল্লাদের
দু'হাতে ছড়ায় মুঠো মুঠো আরো
বারুদ আগুন
অথচ কি আশ্চর্য
তুমি আমি একই সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিলাম......................!

আর পড়তে পারে না ইলা। বড় ক্লান্ত মনে হয় এই মুহূর্তে!

আবার হাঁটতে থাকে ইলা। এম্নি হাঁটায় সন্ধ্যা হয়। রাত আসে। ভোর হয়। সূর্য্য ওঠে। মেঘ ভাসে আসে আকাশে। কখনো ২/১ টা বাজপাখী মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। ২/১ টা মর্টারের শব্দ অদূরে শোনা যায়। এম্নি হাঁটতে হাঁটতে একদিন সীমান্তবর্ত্তী কোন এক গ্রামে পৌঁছায়। তখন অনেক রাত। এক জায়গায় বড়বড় আলোর মশাল জ্বলছে দেখে ইলা একবার থমকে দাঁড়ায়।

একটু পরেই কানে ভেসে আসে—
১ম কণ্ঠে আওয়াজ ... ...
২য় কণ্ঠের আওয়াজ ... ...
......আসামীরা বিচার করে/বিচারকের দণ্ড হয়......জেলে থাকে সন্ত সন্যাসী/লোকালয়ে থাকে খুনীচোর—ডাক্তারী করে Compounder/ Compounder হয় ডাক্তার—
Peon Chair এ বসে/Officer বসে টুলে—
Tea boy চা খায়/খদ্দের চা বানায়—
শিক্ষক পরীক্ষা দেয়/ছাত্র পরীক্ষা নেয়—
পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলা ভাঙ্গে—
Wagon breaker শান্তি রক্ষা করে—
প্রেমিকা প্রেমিক হয়/প্রেমিক নপুংসক—
শ্রোতা বক্তা হয়/বক্তা হয় শ্রোতা—
গায়ক মাইক হয়/মাইক গান করে—
বৃদ্ধ প্রেম করে/যুবক বানপ্রস্থে যায়—
Black মার্কেট আছে—
Black examination আছে—
মা দুধ খায়/বেবী সে দুধ বানায়—
দোলা চড়ে সাত বেহারা/দম্পতি বয় সে দোলা—
বাবা থাকে রান্না ঘরে/মা ক্লাবে পার্টি করে—!
ইলা শোনে এই সব তর্জার গান। *একি মানুষ হাত দিয়ে হাঁটছে কেন!* এই গ্রীষ্মে ও এত ঠাণ্ডা কেন?
*বসন্তের কোকিল কোথায়?...আর ভাবতে পারে না ইলা! তবু সে ভাবে আর ভাবে! আসামীরা বিচার করে বিচারকের প্রাণদণ্ড হয়। ওর স্বামী নাম করা বিচারক ভবানী রায় আজ আর নেই। আসামীদের নির্মম হাতে বিচারকের দণ্ড হয়েছে। ওফ্ কি মর্মান্তিক সেই দণ্ড। অই সব হিংস্র পশুদের ভোজালীর আঘাতে আঘাতে নিঃশেষিত হয়েছেন ভবানী, পারিজাত আর বুকের সোনা লক্ষ লক্ষ মৌমণিরা। ইলা আবার শুনতে চেষ্টা করে সেই তর্জার অনুরণন—আসামীরা বিচার করে/সেই বিচারে বিচারক মরে... এক সময় তর্জাওয়ালা সুর করে বলে—এই হচ্ছে

একালের গান!

আবার হাঁটতে শুরু করে ইলা। ওর মনে হয় কি কোরে আজ অব্দি এই চার মাস না খেতে পেয়ে বেঁচে আছে! সে তাতে বিস্ময় বোধ করে না। পথ ওর আশ্রয়।

কিন্তু যা ভাবতে ইলার এই মুহূর্তে আশ্চর্য্য লাগছে তা হল এখনো সে কোন গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছিত হয়নি কেন? ইলা ভাবে তাহলে কি পৃথিবীতে এখনো এমন কোন এলাকা আছে যা নিরাপদ নিশ্চিন্ত? কিন্তু এখানেও তো সেই সূর্য্যের তাপ, সুষমা আছে চন্দ্রের। আকাশের ব্যাপকতা আছে। বাতাসের প্রাণময় উল্লাস, রোদ্দুরের সেই সজীব হাসি মেঘের সেই শ্রাবণ আষাঢ়ের খেলা আছে।

কালের গান ওরা শিরা উপশিরায় বইতে থাকে। ইলা হাঁটছে। সেই ছোট নদীটির কূলে কূলে। নাম না জানা, পাখী ডাকা সবুজ প্রান্তরে কোথায় তা কে জানে কতদূরে? হয়তো কোন পারিজাত সন্ধানে মানস সরোবরে কিংবা সুবিচারক ভবানী সন্ধানে কৈলাসে—হিমালয়ে।

সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ। থমথমে প্রকৃতি। সারা দেশ। শ্যামাপ্রসাদজী অন্ততঃ তাই ভাবেন। তাই এত প্রেস রিপোর্টার থেকে জনতা সবাই অপেক্ষা করছে মিটিং শুরু হবার।

সাধারণতঃ নামকরা কোন নেতার সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। এটা স্বাভাবিক। কারণ ইমেজ। তাঁর এবং হয়তো বা পদের বা পার্টির।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদজী তেমন কোন নেতা নন। তবু এখনকার লোক সমাবেশ দেখে কেউ বলবেনা যে কোন বড় নেতার মিটিং এ নয়।

মিটিং যেখানে হচ্ছে তার পাশেই জনপথ রাজপথ। আপিস থেকে ফেরার পথে কয়েকজন ছা পোষা কেরানীর একটি দল রোজই রাজা উজীর মারতে মারতে পথটা অতিক্রম করে যায়। কিন্তু ক্লান্তি অবসাদ এতই বেশী যে কারুর মিটিং attend করবার মতো ধৈর্য্য ওদের থাকেনা।

মাসের প্রথম হপ্তা বা ১০/১২ দিন কোন রকমে ডাল মোরলায় বা ডিমে চলতে পারে। তার পর সেই একবেলা আটা অণ্যবেলা মসুর। যার অন্য নাম Poor man's beef, স্ত্রী-পুত্র পরিবার? তাদের কথাতো না ভেবে পারা যায় না। আর ভাবলেই ঘুম আসেনা। নার্ভ-এর ওপর অসম্ভব চাপ আসে। আসে অসম্ভব ক্লান্তি। তাই রাজাউজীর মেরে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

কি দাদা—আজ মিটিংটা কাদের?

কারুর নয়।

সে কি মশাই?

ঠিকই বলছেন উনি। পাশের একজন সমর্থন জানালেন।

তাহলে? আপনি কি সত্যি জানেন না?

প্রশ্নকর্ত্তা চৌচির কেরানীবাবু স্বীকার করলেন যে তিনি সত্যি জানেন না।

মিটিংটা শ্যামাপ্রসাদজীর।

যাদের গায়ে জলন্ত অঙ্গারের ফোস্কার দাগ অহরহ দগদগে সেই কেরানীবাবুরা একসংগেই বলে উঠলেন—তাই বলুন, না হলে এত লোক............?

তাৎক্ষনিক উত্তর খেদ সহ—আচ্ছা ভবেশ হবে না কেন? তুমি দ্যাখোনা

তায়া কিং কং বলো আর কিম্ নিষ্ট বলো সবারই এক রা। আমি লঙ্কার—সুতরাং আমার নাম কি বলো ত?

নির্দিষ্ট সময়ে মাইকে ঘোষিত হল মিটিং শুরু হচ্ছে। আকাশ আরো লাল হলো। এই বৃষ্টি নামলো নামলো। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদজীর বক্তৃতা শুরুর আগে যে 'সম্বোধন সম্ভাষণ' তার কোন উল্লেখ নেই। তার যেন মনে হলো ধরণী সর্বংসহা সেই ধরিত্রী প্রকৃতিও যেন আমাদের আজ গিলে খেতে উদ্যত।

এত মস্ত রোষ কেন?

সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

কতক্ষণ—আর কত?

দিনকে দিন এ সব কী হচ্ছে?

ধনী ধনীরাম!

দরিদ্র দরিদ্রাম্!!.........

ঠিক এখান থেকেই শ্যামাপ্রসাদ তার বক্তৃতা শুরু করলেন। কিং কং কিম্ নিষ্ট, কিঃ পাই, লিম্ লি, নিঃসঙ্গ ও অন্যান্য দলের বন্ধুরা আপনাদের যারা খোঁড়া অন্ধ রোগা পটকা খুনী ভক্ত যেথার সাকরেদ আছে ওঁদের আমায় দিন। আপনারা দেশে শান্তি এবং স্বস্তি ফিরিয়ে আনুন।

না না কোন কথা নয়। বিশ্বাস করুন আমি সংগঠন চাই আর চাই তীব্র সংগ্রাম। সেজন্যই আমি এঁদের চাই। এদের ভেতর থেকেই যীশুকে চাই। দুর্দশার শেষ হোক। আজকের শ্লোগান হোক চোরের মধ্যে যীশুকে খুঁজুন। ধর্মকে ধারণ করুন।

সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, যীশুকে খুঁজুন ধর্মকে ধারণ করুন।

অঝোরে শুরু হল বর্ষণধারা। সেই বারিসিক্ত পরিবেশে কেরানী বাবুটি রুগ্ন এক টাকার নেতিয়ে পড়া নোটটা ট্যাঁকে বেঁধে বললেন গুরুর মতন—বুঝলি ভবেশ দারুণ বলছেন But I am sure যে সব খাই খিড়িয়ানির ভক্ত।. আমি লঙ্কার—আমার নাম কি তা তো জানা নেই।

জনতার clap এবং বর্ষণের শব্দে যে কোরাসের সৃষ্টি হল তাতেই ভুগতে থাকলো অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। মেঘমুক্ত আকাশে তারা উঠবে আবার!

তপন তপন

তপন একটি জলন্ত অগ্নিপিণ্ড। প্রচণ্ড দাহ। বিস্ফোরণ।

সমস্ত কাঠামোটি কেঁপে ওঠে তপনের। তপনের দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে অসংখ্য তপন। এদের সবই তপনের সেবাপরিচর্য্যায় ব্যস্ত-সমস্ত। হরিজন, ধীবর, ক্ষৌরকার, রজক, মালী, তাঁতী, মুচি, মেথর, কামার, কুমোর, স্বর্ণকার, চাষী, মজুর, শ্রমিক সবাই।

অবাক হয় তপন। কী আশ্চর্য্য এরা আমার জন্য বাগান করে। আমার চারপাশ আবর্জনা মুক্ত করে। ফসল ফলায়। শীতে কাঁপে। গরমে পুড়ে কাল হয়ে যায়। তবু মুখ ফুটে কোন কথা বলে না। বোধ হয় বলতে পারে না। কিছু চায় না। এত অল্পে খুশী থাকতে পারে ওরা? এদেরোত আমার মত সব চাওয়ার আছে। পাওয়ার আছে। দেওয়ার আছে। শোনার বলার সব আছে। চাহিদা হয়তো নেই? তাতো নয়? চাইবার বলার শোনার কোন ক্ষমতাই ওদের আর নেই এখন হয় তো!……না না এ হয় না। হওয়া উচিত নয় আর। আমি নিজে যাবো এদের কাছে। দেখবো শুনবো। কথা বলবো। হাসবো। কাঁদবো। বুঝতে চেষ্টা করব এদের সব!

তপন বেরোয় পরিক্রমায়। হরিজন পল্লী সেই অন্ধকারে ঢাকা। স্যাঁত স্যাঁতে। আবর্জনাময়। গন্ধময়। এদের চোখের নাগালের সমস্ত দিক-দিগন্ত আকাশে-বাতাসে যেন কি'সর হাহাকার ধ্বনি রিনি রিনি করে 'সর্বক্ষণ। রজকের পরিধেয় বস্ত্র নেই। ছিন্ন। মলিন ছোট্ট এক টুকরো কৌপিন ওর পরিধানে মালীর নিজের কোন বাগান নেই। সে ফুল খুঁজে বেড়ায় নামহীন বনে জঙ্গলে। কুমোরের হাতের তলাকার তরল মাটি হাত গড়িয়ে পড়ে যায়। কিছুতেই কিছু হয় না আজকাল। চাষী উপবাসী। আধপেটা জীবন চালাতে হয় তাকে প্রায় সারা বছর। মল-মূত্রের বালতি মাথায় মেথর রমণী। এপথে ওপথে। যে পথে মানুষ হাঁটে না। অস্বীকৃত পথ। অশৌচে ভরা পথ। অপবিত্র। কী আশ্চর্য সামাজিক স্বীকৃতি। অথচ আমার মা দু'বেলা আমার ভাই-বোনদের মলমূত্র দু'হাতে রোজ পরিষ্কার করেন। সার্ব্বজনীন বৃহৎ সামাজিক অর্থে হয়তো আমার মা এই রমণী নয়। অর্থের জন্য পেশা হিসেবে বৃত্তি গ্রহণ করে মলমূত্র মাথায় আজ এই রমণীর সামাজিক পরিচিতি অন্যরকম। কিন্তু এতো সব মায়েরই হতে পারতো এ পেশা

যদি ওরা গ্রহণ করতো? তাহলে তফাৎটা কোথায়? আচারে-ব্যবহারে? সে তো একটা সময় এবং সুযোগের প্রশ্ন। নাথিং এল্স। আমার মায়ের পেটে ভাত ছিল। পরনে কাপড় ছিল। চোখে ঘুম ছিল। তাই মাথায় বুদ্ধি ছিল। বুকে ছিল স্নেহ-মমতা। আমার মা পড়বার সুযোগ যথেষ্ট পেয়েছিল। আমার মায়ের টাকা ছিল। আমার মা পেশা হিসেবে মল মূত্রের বালতি মাথায় করে বেড়ায় নি। তাই হয় তো এত সামাজিক স্বীকৃতির তারতম্য ঘটেছে। কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত নয়। ঈশ্বরের বিধানে এ কথা লেখা নেই যে পারমানেণ্টলি এই একটি ক্লাসই চিরকাল এ মাথায় নিয়ে চোরা গলি পথে নাম না জানা বাইলেনে আসা যাওয়া করবে? গ্লানিতে ভেঙ্গে পড়ে তপন। ওর দু'চোখ বেয়ে আসে ২৬টি জলের ধারা:

মা বাবা তোমাদের কতকাল আর কষ্ট দেবো
হারে হারে বজ্জাতি ও আমি
সৃষ্টির ভ্রূণে যেদিন প্রথম ধাক্কা মেরেছিলো
পৃথিবী
সেদিন থেকে আজো তুমি রয়ে গেলে
মল-মূত্রের কোল্ড ষ্টোর্সে।
আমি বড় হয়েছি দেখতে দেখতে বেড়ে গেলাম
কুতুবমিনারের মতো
বেড়ে গেলো আমার বয়স ও পৌরুষ
কয়েকশো হাজার অযুত বই অভিজ্ঞতা
চাকচিক্য শিষ্টাচার শিখলাম
কুর্নিশ পেলাম
অনেক অনেক অনেক
তবু তোমার মুক্তি দিতে পারিনি কোটি কোটি
স্বভাবের মাতাল দোষে
দুশ্চরিত্র আমি তপন
আজো মল মূত্র ভরা বালতি করপোরেশানের গাড়ীতে
লাশ হয়ে ফ্লাশব্যাকে ধাপার মাঠে যাও ২৭০ কোটি বছর
পাব্লিক স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসকরা মরে গেছে

নীতংশের মৃত্যুর অনেক আগেই।
সভ্যতার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ে
T. V. র Camera Men রা
অপেক্ষমান নিউইয়র্কে বেইরুটে মোজাম্বিকে বা
লণ্ডনের দৃশ্যমান ট্রাফালগার স্কোয়ারে...
মা পৃথিবীর মতো তুমিও আইবুড়ো রয়ে গেলে
মলমূত্রের কোল্ড ষ্টোরসে তোমায় আর কতদিন রাখি?

তাঁতীর কলে সুতো নেই। মজুরের কুঁড়ে ঘরে যক্ষার দ্রুত আসা-যাওয়া। কেন এমন হল? কেন এমন হয়? পর পর কয়েকটা বিকট শব্দের পর শব্দে শব্দে তপনের সমগ্র কাঠামোটা বার বার কেঁপে ওঠে। সে পাহাড়ে পর্বতে গুহায় জঙ্গলে জনপদে ঘুরে বেড়ায়। নগর বন্দর গ্রাম গঞ্জ মানুষের সৃষ্ট এই সভ্যতা দু'চোখ খুলে খুলে দেখে। কল-কারখানায় ঢুকে এদিক ওদিক বিস্ময়ে তাকায়। আদালতে বিদ্যালয়ে মন্দিরে ধর্মশালায় বসত বাড়ীতে মহল্লায় ছোটাছুটি করে। আধুনিক পৃথিবীর নাট বল্টুগুলি ধরে ধরে দেখে। পরিক্রমার পর পরিক্রমা। আরো অনেক পথ যাওয়া দরকার। অনেক কিছু দেখাশোনা বোঝার দরকার। কিন্তু তপন আর পারে না ওর পরিক্রমার শক্তি যেন নিঃশেষিত। ক্লান্ত পায়ে অবিচল তপন প্রবেশ করে সম্রাট তপনের সিংহচিহ্নিত সুরম্য প্রাসাদে।

সম্রাট তপন তপনের অধীশ্বর। সে এখানে সেনাপতি মন্ত্রী আমলা বেষ্টিত বহুকাল। বিলাস ব্যসন প্রমোদ বাক্যালাপে নিমজ্জিত। আকণ্ঠ পান করেছে রঙীন পৃথিবীর সমস্ত সুধা। দেখছে বিচিত্র প্যানোরামা অথচ ঘামে রক্তে ক্লেদে দুঃখে শীতে বর্ষায় সমগ্র তপন পরিচারক দাসদাসী ভক্ত সেবক সবাই আজ কেমন বিপন্ন বিব্রত চৌচির! সুখের আর খেয়ালের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে তপন। অক্ষম অপদার্থ অবিবেচক অকেজো সম্রাট। না, না এ হওয়া উচিত নয়। সমস্ত তপন সাম্রাজ্যের ভিত যে টলমল হয়ে যাচ্ছে। প্রজারা কাঁদছে। হাহাকারে আর্তনাদে প্রশাসন অচল হয়ে পড়ছে। বরফে জমে যাচ্ছে সব। অষুধ নেই, পথ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই। আবাদের আর কিছুই নেই নেই নেই। ৯০ জনের অমনি ঘর্মাক্ত কলেবর আর ১০ জনের ইলেকট্রিসিটি টেলিভিশান

ফ্রীজ বোম্বিং জাম্বোজেট·········ওফ্ হতভাগ্য ফরচুন টাওয়ার আমার! ডিনামাইটের বিস্ফোরণ। চমকে ওঠে তপন। থানডার বিস্ফোরণ। চমকে ওঠে তপন! ফাইটার মিরেজ স্যাট মিগ বম্বিং বম্বিং বম্বিং। চমকে চমকে চমকে এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে তপন। সম্রাট তপনকে হুকুম করে—তোমার সেনাপতি মন্ত্রী সচিব আর আমলাদের নিয়ে সোজা চলে যাও ঐ জীর্ণ শীর্ণ কুঁড়ে ঘরটার দিকে।

যাও—সময় থাকতে ওখানে। আশ্রয় নাও। নইলে ঐটুকুনও খোয়াতে হবে।

কে তুমি? সম্রাটের গলা ভারী হয়ে আসে আতঙ্কে।

আমি তপন।

কার ছায়া তোমার পাশে?

আমি তপন।

ও তপন তপন! কি চাও তোমরা? তোমরা জানো আমি কে?

হ্যাঁ জানি। তুমিও তপন, সম্রাট।

তাহলে কুর্নিশ কর আমাকে তোমরা!

না, না, আর কুর্নিশ নয়। সালাম নয়। এবার আদেশ। শুধু আদেশ। দু'চোখ লাল জবার মতো তপন ও তপনের।

আদেশ? হা-হা-হা! আমি সম্রাট! আমাকে আদেশ? বিকট হাসিতে উল্লাসে উন্মাদনায় উগ্রতায় উন্মাদ হয়ে ওঠে সম্রাট।

যাও। যাও। যাও। শীঘ্রই যাও। নইলে····· নইলে······নইলে কি? কথা শেষ করার আগেই সম্রাটের চারপাশে তপন তপন জোড়া জোড়া হাত। কণ্ঠরোধ হয়ে এলো সম্রাট তপনের।

সম্রাট বলে, কোথায় যাবো বলো? পথের হদিশ দাও। যাচ্ছি।

ঐ আবর্জনাময় গন্ধময় অনাবাদী অন্ধকারে। শুধু একা নয়। তোমার সেনাপতি মন্ত্রী আমলাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমরা তপন তপন তোমার সম্রাটের সম্রাট!

সম্ভ্রম জানিয়ে সম্রাট তপন বলে সম্রাট। সম্রাটের সম্রাট! কুর্নিশ করে সম্রাট তপন, সেনাপতি মন্ত্রী সচিব আর আমলারা। তারপর একে একে বেড়িয়ে যায় রাজনিবাস ছেড়ে।

গঙ্গা যমুনা ভলগা টেমস তাইগ্রিস নায়গ্রা আজারবাইজানের কুলে

কূলে দাঁড়িয়ে তপন তপন দেখে দু'কূল প্লাবিত করে অন্ধকার বস্তি থেকে আবর্জ্জনায় ঢাকা মহল্লা থেকে বেড়িয়ে সাগর মরু প্রান্তর আকাশ নদী আরো দুস্তর বাধা অতিক্রম করে ২৫০ তলা উঁচু নিউ রিপাব্লিক ষ্টেট বিল্ডিং এর চূড়ায় এসে দাঁড়ায় মিছিলের পর মিছিল।

: রেড স্পট্ !

: মানে ?

: সাইরেন !

: কি বলছিস যা তা সুমি ?

: সত্যি লায়লা……… !

: কি সত্যি ?

: ইয়ে……সূর্য্য দেব……মানে……

: সে তো তপ্ত গগনে !

: তাই তো বলছি !

: কি বাজে বকছিস ?

: আগুন……লাল—ট্রাফিক্ জ্যাম্ ট্র্যাশ ট্র্যাশ……

: বুঝেছি। আনা যানা ওঠ্না বেইট্না মানা হ্যায় !

: Correct, সবিতাদি। বলতো এখন কি করি ? শেষে কিনা এই সিনেমা হলে……

: ম্যাটিনিতে এলে ভরদুপুরে এই হয়। ভাগ্যিস বক্সে ছিলাম। নইলে তো কেলেঙ্কারীর কসুর থাকতো না !

অগত্যা কী আর করা যায় ? দু'দু' খানা রুমাল ফুটানিকা ডিব্বার পেটের ভেতর থেকে এনে aid হিসাবে Manage করার সিদ্ধান্ত হল !

বুঝতে দেরী হয় না একটি সিনেমা হলের রিজার্ভড বক্সএ কয়েকজন নারী দর্শক। এবং তাঁদের মধ্যেই কোন লাল নিয়ে গোলমাল কিংবা অসোয়াস্তি !

: ভাই আর যে বাঁধ মানছে না লায়লা !

: ইস্ সব ভিজে যায় সিট্ পর্যন্ত…… ?

কি যে তোদের Regularity ! বলেই বিরক্তি প্রকাশ করে শুভ্রা।

……যেখানে সেখানে তুবড়ি ফাটিয়ে left right করা, অসংলগ্ন কথাবার্তা—সভা সমিতিতে গেলেই পেচ্ছাপের urge—এ সবই তো নার্ভ Break down এর লক্ষণ !

শুভ্রার আল্তো শাসনে চির খাওয়াঁর লায়লা !

: এটাতো স্বীকার করবে শুভ্রাদি যে এটা Natural catastropy। এর ওপর কারুর হাত নেই ?

: আছে বৈকি ?

: কি রকম ?

: আগে জীন্ পড। তবে বুঝবি।

: ওরে বাবা জেনেটিক্সের কথা বলছ তুমি!

: Matter of খোরানা Codes ? সে তো এক ভয়ানক চাপ্টার শুভ্রাদি!

: হঁ্যা। ঐ ভয়ানক চাপ্টার না পড়লে এবং Codes জানা না থাকলে তোদের tension controlled হবে না, কোনোদিনো।

......সী বীচের এমন ঝলকানো Sun bath এর ম্যাগাজিন্, সেক্সোলজির ওপর এত হান্টার মারা advancement এসব তো হতে বাধ্য যত্রতত্র!

: তুমি বলতে চাইছ, এগুলো হরমোনিক ব্যাপার। সেহেতু এ রম্টা হবেই—সবিতার জিজ্ঞাসা।

: শুভ্রা সহজভাবেই বলে যায়—আসল কথা কি জানিস সবিতা, আমরা Natural course ছেড়ে high wayতে পৌঁছুতে চাই বোধহয়। যা যা হোক এখন বুঝলি তো, Natural catastropyগুলি কেন আসে ?

বিরক্ত হয় লায়লারা সব। অদ্ভুত এই শুভ্রাদি। জ্ঞান ক্যান দেবার chance পেলেই হল! সবিতা বলে, তোমার সংগে যথাসময়ে বিস্তারিত আমাদের debate এর ইচ্ছা রইলো কিন্তু শুভ্রাদি।

: আগে তো M.Aটা Complete কর। তারপর এসব মনোসংকলন নিয়ে কথা হবে।

অতঃপর ব্যাপারটা ম্যানেজ করা গেল Vanity থেকে তোলা দু'দু'খানা প্রিয় রুমালে।

দুই

ফাইন্যাল বেল পড়ে গেছে। তবু দরোজা বন্ধ। সোহরাব ছেলে শিবাজীকে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে। 2nd Box এর Reservation পেয়েছে। 1st Box এর ভেতর দিয়েই যায় প্যাসেজ। সুতরাং দাঁড়াতেই হচ্ছিল।

ছেলে এবং স্বামী আসছে না দেখে অসীমা এসে দরজা খুলতে চায়।

লায়লা : কেউ আছে বুঝি বাইরে ?

শুভ্রা অস্বস্তি প্রকাশ করে।

: নিশ্চয়ই আছেন লায়লা। নইলে উনি আসবেন কেন? এটুকুও বোঝ না। আহত হয় লায়লা। সবিতা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সিচুয়েশনটা তৎপরতার সংগে ম্যানেজ করে নেয়—

: দিদিভাই......অসীমাকে বলে—এই হচ্ছে ব্যাপারটা। আর দু' মিনিট wait করুন kindly.

ওদিকে খটাখট দরজার কড়ায় শব্দ দিচ্ছে সোহরাব। হাতে শিবাজী, বলছে মা দা-বো—মামনি কই ?

লায়লা : আপানার লোককে আসতে বলুন, ভাই।

: লোক আবার কি ? উনি আমার স্বামী। ডাক্তার। বেশ অহংকার মশলা ছিটিয়ে দেয় অসীমা।

: যেমনটি ছিল তেমনিটি পাশকেল। এবার মুখ ঝামটা দেয় শুভ্রা। —ছিঃ।

সবিতা সুন্দর স্তরে নিয়ে আসে মুহূর্ত্তটাকে। সহজ করে।

: একটু help করুন দিদিভাই। কৃতজ্ঞ থাকবে।

সোহরাব ঢুকলে অসীমা বলে whole ব্যাপারটা। এখনো খুব Bleeding হচ্ছে। থামছে না। একটা কিছু Medicos দরকার।

দুটো Box এ মোট ৮ জন দর্শক। মাঝে সামান্য প্লাষ্টিক দেওয়ালের ব্যবধান। একমাত্র male member সোহরাব। সুতরাং ছুটতে হল প্রতিবেশীর জন্য। তার আবার ডাক্তার।

পাশেই pharmacy। একটা Medicine নিয়ে ফিরে আসে।

তিন

সিনেমা শেষ হলে কৃতজ্ঞতা জানাতে wait করে সবিতারা। গ্লোব এর gate এ। অসীমা পাশে। হাতে শিবাজী। আর পাশে বছর ১০/১২র দুটো মেয়ে অসীমাদের। সুতরাং নমস্কার জানাতেই অসীমা বলে—আমি মেয়েদের নিয়ে গাড়ীতে যাচ্ছি।

শুভ্রা স্মিত হাস্যে বিদায় জানায় অসীমাকে।

: ভাগ্যিস আপনি ছিলেন।

: আপনি না থাকলে যে কী হত ?

: Tablet টা Magic এর মতো অবিকল।

: আসুন না একদিন আমাদের University Campus এ।

: No.13 এ আমরা থাকি। আন্লাকী থারটিন। ভুলবেন না যেন।

: আচ্ছা চলি। শুভেচ্ছার সংগে। সোহরাব কিছু বলার সুযোগই পেল না। হাসি আর কিছু রেশ ছড়িয়ে ওরা চলে গেল। এক ঝলক লাভাস্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে সোহরাব।

উদোম বুকে ওদের নোঙ্‌র করা দু'টো ইলেকট্রিক্ পাম্পকিন্। লিপ্সা ব্রা। লা-স্লিভলেশ্। কটিতে কোন প্রকারে কামড়ে আছে শিহরিত দোপাট্টা। শিফন্ কিংবা কাঞ্জিভরম্। নিতম্বগুলির ছন্দ Devil. অনেকটা ফোকার প্লেন রাতের আকাশে ওঠার পর যে রকম লাল আলো পিক্ পিক্ করে। শাইনী। টোল খাচ্ছে। যার কোন শাই নেই। চোখ দু'টো—কেঁপে ওঠে সোহরাবের।

গাড়ীতে উঠেই ষ্টিয়ারিং ধরে সে। মনি পুতুলে চোখের বুক কাঁপানো সাগর সাগর। রবাব সারেঙ্গীর আলাপের মতো দু'কলি কবিতা রচনা করে সোহরাব ঃ

আমি সোহরাব
সমুদ্রের শাণিত তলোয়ার
তুমি কার ?.........

গাড়ী ষ্টার্ট নিতেই অসীমা জিজ্ঞাসা করে আমায় কিছু বললে ?......

হাওয়া বদল

ঘনমেঘে এবং কুয়াশায় আচ্ছন্ন আকাশ। অমাবস্যা। শনিবার চোর চুরি করছে। খুনী খুন। পুলিশ duty করছে না। কেরানী ঘুষ। ওরা ঝগড়া কোরছে। ভিয়েৎনামে লেবাননে বোমা পড়ছে। ব্যবসায়ী ভেজাল দিচ্ছে। এত সততা সত্ত্বেও ভারতের দুর্ণাম রটছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে। আমার নিজস্ব জায়গা, আরেক জনার নামে নীলামে উঠছে। বিচারক ঠিক বিচার কোরতে পাচ্ছেন না। জুরির জারি জুরিতে ফাঁসির আসামী খালাস পেয়ে যাচ্ছে। পাতাল ফুঁড়ে ড্রাগন, আকাশ ফেটে ফেটে বিদ্যুৎ। আর আমার বুক ফেটে রক্ত রক্ত রক্ত। পৃথিবীর যাবতীয় খুন খারাবী ইতরামি বাঁদরামী শরীর শরীর খেলা চলছে। এই মুহূর্ত্তে আমার কিছুই ভাল্লাগছে না।

প্রসাদবাবু তখন দরিদ্রনারায়ণের কিছু বস্ত্র বিতরণ করছিলেন। ঠিক সেই সময় বাড়ীর ভেতর থেকে পাঁচ পাঁচবার উলুধ্বনি আর শাঁখ বেজে উঠলো।প্রসাদবাবুর নবজাত শিশু শিবাজী ভূমিষ্ঠ হল।

ঘোর অমাবস্যা। তায় শনিবার। এবং দুনিয়াময় একটা খেচরের রাজত্ব। জগা খিচুড়ি শান্তি সুখ নেই। শান্তি নেই কারুর। কাজেই গণৎকার মশাইয়ের গণনায় ছেলে যে হালে কালে একটি বিরাট দস্যু রত্নাকর হবে এতে কারুর এতটুকু সন্দেহ রইলো না আর।

......স্বাতী নক্ষত্র। তুলারাশি। তাই "র" এর ওপর রত্নাকর নাম। আশা দস্যু রত্নাকর যদি কখনো বাল্মিকী হয়। প্রসাদবাবুর এত নিরাশায় ও যেন একটু ক্ষীণ আশার সলতে।

......লগ্ন বৃষ। ত্রিকোণ পঞ্চমে দেবগুরু। তুঙ্গ বুধ। মিত্ররাহু সহ। আচার্য্য শুক্রদেব লগ্নাধিপতি এবং পঞ্চমে। ভাগ্যাধিপতি অষ্টমপতি নবমপতি শনি দ্বাদশে মেষোবক্রী।

কেটে গেছে। সম সপ্তমে চন্দ্রকে দেখছেন। রাহু কেতু কেন্দ্রে।

......তবু ছেলে দস্যু হবে?

......ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও তো এই লগ্ন। এই রাশি এমনি ছক ছিলো প্রায়। হয়তো ভগোত্তম নবাংশ লগ্নে শুক্র বুধ পড়েনি বটে কিন্তু এখানে

নবাংশে তো কর্কটের শনি মকরের সপ্তম চন্দ্রকে দেখছেন। শনি রাজ-যোগ কারক। অনন্ত বলীয়ান। তবু যেন দস্যু হবে? ……প্রসাদ-বাবুর অনেক ভাবনা। ঘুম হয় না। দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। গৃহিণীকে কেমন কেমন চোখে দেখছেন ইদানীম্।

: তুমি না বলেছিলে মা ত্রিপুরেশ্বরী স্বপ্নে ত্রিপুরাসুন্দরকে তোমার গর্ভে এনে দিচ্ছেন?

: হুঁ। তাইতো দেখেছিলাম গো।

: উল্টোটা দ্যাখোনি তো?

: কেমন?

: এই ধরো যেমন—"র ন্দ সু রা পু ত্রি" গোছের কিছু?

: মানে?

: মানে ঐ রাক্ষস খোক্কস গোছের কিছু আর কি?

: ওগো না। তুমি বিশ্বাস করো। মায়ের স্বপ্ন দেখার পরই তো খোকা পেটে এলো।

: আট মাস অব্দি একটু শুচি-শুদ্ধ ছিলে তো।

: ওগো তুমি একি বলছো? তুমি বাড়ী ছিলে না। আমি দিন-রাত শিবাংশ বিবেকানন্দকে কত ডেকেছি। কত ভেবেছি।……

: সুরমা বলছিলাম ঐ জন্যই বোধ হয় পাগলা শিব এসে থাকবে।, …… তাও না হয় ভালো ছিলো। কিন্তু একটা দস্যু কালো বাঘ এলো কী করে? আমার অনুপস্থিতিই কি এর জন্য দায়ী?

দু'টো কান লাল হয়ে ওঠে সুরমার। ধমকের সুরে তিনি বলেন: রাখো তোমার রসিকতা। এই হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও কি মাথা খারাপ হলো?……যে তুমি সূর্য্য প্রণাম না করে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করো না। তোমার মুখে একথা—মনে এ ভাবনা এলো কোথা থেকে?……লজ্জা পেলেন প্রসাদবাবু। ……সবই কালের হাওয়া হবে হয়তো। হচ্ছেও। রাম রহিম হচ্ছে তো রহিম রাম। হরি-হারী হচ্ছে। হারি হেন্‌রী হচ্ছে। প্রমোদ প্রমোদিণী। শৈলবালা শৈলেন্দ্র। Sex বদলাচ্ছে। Colour বদলাচ্ছে। ধর্ম বদলাচ্ছে। অধর্ম ছাড়া। ঋতুতো বদলাচ্ছেই—শীতে গরম, হেমন্তে প্রচণ্ড বৃষ্টি। রং বদলাচ্ছে……না হলে অমন সাধ্বী স্ত্রী সুরমাকে কেন প্রসাদবাবু এমন

কথা বলছেন ? আসলে এ যুগটাই বাত্তিকের। এবং বাটিকের যুগ। হাওয়া বদলের। প্লাস্টিক খেলনা আনো—ছেলে বলবে ফাইন—ফাইন। ওম্নি টুাইষ্ট দেবে। কিন্তু খাঁটি কাঠের কিছু আনো—মুখটা বাংলা পাঁচের মতো করে সন্ধ্যে বেলা চেঁ চেঁ শুরু করবে। অবিরাম বর্ষণের ধারা এর পর। কার বাপের সাধ্যি যে থামায় ?......গুম হয়ে থাকেন প্রসাদ।

: ওগো তোমার কী মাথা খারাপ হলো ?

: কিন্তু সুরমা—জ্যোতিষী যে অমন বললেন .....?

: ছাড়ো বললেই কি ছাড়া যায় ? এযে বাপ ঠাকুর্দার আমলের জিনিষ—আমাদের রক্তে মিশে গেছে সুরমা।

.........!

আচ্ছা তোমার কি মনে কিছুই পড়ছে না ? আমরা মায়ের বাড়ী থেকে এলাম। সেদিন ছিল পঞ্চমী তিথি। শুভ দিন ক্ষণ সময় পবিত্র শুচি শুভ্র দেহমন নিয়ে তবে না আমরা স্বর্গের বাগানে বীজ বপন করেছিলাম......। তুমি দেখে নিয়ো শিবাজী আমার কালে মারাঠাবীর ছত্রপতি হবেই।......দৃঢ় প্রত্যয় সুরমার।

এম্নি সময়ে সামনের সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন জ্যোতিষী মশাই। প্রসাদবাবু ডাকলেন।

সুরমা বললেন—ডেকোনা। দু'চোখে আমি ও'লোকটাকে দেখতে পারি না।

তবু প্রসাদবাবু ডাকেন।

: আচ্ছা পণ্ডিত মশাই—আরেকটু ভাল করে দেখুন দিকিনি timeটা। ছেলেটা কি সত্যি রসাতলে যাবে ?......

: যাবে না আবার......? সমস্ত পৃথিবীটাই যখন রসাতলে যাচ্ছে তখন ও যাবে না ?......ও যাবে। আমি যাবো। আপনি যাবেন। সবাই যাবে।—জ্যোতিষীর ক্ষেপা উত্তর।

প্রসাদবাবু পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে দ্যান্।

—দেখুন না একটু timeটা ?

১০০ ভাগ মনঃসংযোগে দেখলে জ্যোতিষী মশাই : হুঁ একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে বটে !

সামনের দিকটায় ঝুঁকে পড়েন প্রসাদবাবু।

.... মাহেন্দ্রক্ষণ/ঠিক মেষলগ্ন পার হয়ে বৃষলগ্নের এত দণ্ডে এত পল বিপলে...…ওঃ—মধ্যাহ্নে জন্ম গ্রহণ।

কি হলো তাহলে পণ্ডিত মশাই?

শুভ! শুভ! শুভ! মায়ের কৃপা সবই!

প্রসাদবাবুর আবারো ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—ঠিকতো পণ্ডিত মশাই—এ্যা ঠিকতো? দস্যু রত্না তাহলে বাল্মিকী হবে?

—বলেই আরো পাঁচটা টাকা বার করে দ্যান্।

জ্যোতিষী—হবেনা আবার। আপনি তো তখন বস্ত্র বিতরণে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করছিলেন। কর্মের ফলতো আছেই। এই পৃথিবীর চন্দ্র নিপাত হতে পারে—এই ছায়াপথের সূর্য্যও ধ্বংস হতে পারে—কিন্তু সত্যরূপী যে কর্ম তার তো ক্ষয় হয় না।

প্রসাদ—হয় না বলছেন?

সুরমা—তাহলে যে সেদিন অমন বলেছিলেন?

একলক্ষ্যে তাকিয়ে জ্যোতিষী—মাথার ঠিক ছিল না মা। আর থাকেই বা কী কোরে বলুন তো মাঠাকুরুণ? আপনার ছেলের জন্ম মুহূর্ত্তে পৃথিবীময় যে ম্লেচ্ছ কাণ্ডকারখানা হচ্ছিল তাতে কী কারুর মাথা ঠিক থাকতে পারে?

কাজে কাজেই কালকুলেশন্ তো বেঠিক হবেই।

সুরমা—এখন ঠিক থাকবে তো?

জ্যোতিষী—হ্যাঁ আর এক লহমা দেখে নিলেন সুরমাকে। তবে গ্রহ সূচক নঃ কারক। চেষ্টা থাকলেই এ ছেলের রত্নাকর নামটা সার্থক হবে। এবং সে বাল্মিকীও হবে।

প্রসাদ—হবে? হবে পণ্ডিত মশাই?

জ্যোতিষী—হ্যাঁ হবে। গুরুর কৃপাহি কেবলম্।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন প্রসাদবাবু। শিবাজী কোলে সুরমা ততক্ষণ মারাঠী ছড়াগানে চুমুতে চুমুতে ছেলের কপোল চিবুকে আশীষ আল্পনার আবীর রাখছিলেন।

আমায় ঘুম পাড়াবেন ডাক্তারবাবু ?

বুঝেছি অজ্ঞান করে আমার সমস্ত স্মৃতি থেকেই দীপুকে নিয়ে যেতে চান আপনারা। আমার ভূতত্ত্ববিদ স্বামীর অনেক টাকা। বুদ্ধিও তাই প্রচণ্ড। দীপু তো ফ্রান্সেই ফ্রাই হচ্ছিল। তবু ভূতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানীর সইলোনা কেন ?

আমার অনুরোধ ডাক্তারবাবু সমস্ত স্মৃতি থেকে দীপুকে বিলুপ্ত করবার আগে আমার এ কাহিনীর কিছুটা আপনাকে শুনতেই হবে। নইলে পারবেন না আমাকে ঐ E C.T. দিতে। আপনার কথা শুনবোনা আমি। এখন আমার শরীরে অনেক হর্স পাওয়ার।

আপনি শুনবেন সব ? বাঁচালেন। নিশ্চয়ই আমি আপনার ঐ শক্ থেরাপি নেবো। আপনি আমি দু'জনেই বাঁচলাম।

...হাজত ঘরের গুমোট ঘন অন্ধকারে বছরের পর বছর কেটে গেলো। নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছে আর চেনা বলে মনে হয়না। আয়নায় হয়তো প্রতিফলিত হবো অন্য নামে। উঃ, অন্ধকার, বন্ধু আমার, কি বৈচিত্র্য নিয়েই না আমার চারপাশ ঘিরে আছো!

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমি নাজি ক্যাম্পের সঠিক চিত্র এঁকে দিতে পারি। নাৎসীদের হিংস্র আঙুলগুলি, হানাদারদের হাত আর ত্রিদিববাবুদের হাতের সঙ্গে হুবহু মিল ঘটিয়ে পিকাশোর মতো বিশ্বজোড়া খ্যাতি আনতে পারি। আমাকে শুধু একবার সাংবাদিক ভূপেন্দ্র দত্ত ভৌমিকের সাথে দেখা করতে দিন।

দিন যায় রাত আসে। ভাবি এতটা বছর অসহ্য ৩৬৫ দিনের পিঠে পর পর ৩০টা কাছাকাছি ৩৬৫ টা দিন বারবার কি করে সূর্য্যের আলো ছাড়া দীপু ছাড়া এই হাজত ঘরে কাটলো ? আহ্ আর্তি আমার! তোমার কোন যোগাযোগ ছাড়া এই ধুলো অন্ধকার বাতাসহীনতা আমার নাম ও রক্ত একে একে জল হয়েছে।

ত্রিদিববাবুরা আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে আগুনে পুড়েছে। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত চামড়া। মহামতি নীৎশের এক উক্তিতে চর্মরোগের ভাবনা আর থাকছে না আমার। ভূপেন্দ্রবাবু বিশ্বাস করুন ফুসফুস ফেটে রক্ত গেছে।

রক্ত লাল। কিন্তু সে রক্ত আমি এই অন্ধকারে দেখতে পাই না। আমি দীর্ঘদিন নির্বাসিত এই আলোহীন অন্ধকারে। আপনি কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাকুন।

ডক্টর আপনি চিকিৎসক, আপনার কাছে কিছুই লুকোনো উচিত নয়। যা মা বাবা স্বামী নিকটতম বন্ধুকেও বলা যায় না সে কথা আপনাদের নির্দ্বিধায় বলে যেতে হয়। লোকে তাই বলে। আমাদের চোখে আপনারা দ্বিতীয় ভগবান। কিন্তু আপনারা কি সে সম্মান রাখছেন? অথচ সমস্ত দেশে সমস্ত কালে আপনাদের ভগবানের সঙ্গেই আমরা মান্যি গণ্যি করে। আশ্চর্য্য আপনারা বিজ্ঞানের তীব্রগতির সামনে এসে ধীরে ধীরে সে শ্রদ্ধা মানবিকতা ভালবাসা বিশ্বাস একে একে বিসর্জন দিতে শুরু করলেন। কেন? এর কি এতই দরকার ছিলো? এখনো দেশের আশি ভাগ লোক যেভাবে দিন যাপন করে আপনাদের তো তাদের মতো কাটাতে হয় না? তবু কেন এমন হল?

হয়তো বলবেন সে উপার্জন নেই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। প্রাচীন মূল্যবোধে কেউ এখন দেখে না। সে রাম নেই। ওদেশে ওঁরা যা রুজি করেন সেই তুলনায় আপনারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও পান না। এত চাহিদা— সুতরাং আদর্শ কি ঠিক রাখা চলে?

যাক, যে জন্যে এশ্চি তা না বলে কত কি বলে ফেললাম আপনাকে। কিছু মনে কোরবেন না। হাজার হলেও আমি আপনার Patient তো? আপনার কথা আমি শুনবো। ই, সি, টি নেবো। আপনি ৩২ টাকাই ভিজিট পাবেন। সুতরাং আমার History শুনবেন না? Case history ছাড়াতো আপনাদের ট্রিটমেন্ট failure—তাই না? এছাড়া ডাক্তারবাবুদের ধৈর্য্য না থাকলে চলবে কেন? এনাটমির ডিসেকশানে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন Sensory এবং Motor nerves গুলো। এই Sensory system টাকে আপনাদের বশে না রাখলে যে প্রফেশনাল defame হবে।

আপনাকে দেখে বড্ড মায়া হয় ডাক্তারবাবু। ভাবছেন কি কুক্ষণেই না এই Patient টি এসেছিলো। ৩২ ভিজিট দেবেতো ১২৮ এর কথাই শুনিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি আপনার রাগ হচ্ছে। তবু আমার কথা sympathyর সঙ্গে আপনার শোনা উচিত। যা হয় করবেন। ইলেকট্রো কনভালসিভ্ থেরাপী কিংবা অন্য কিছু। সে আমার ভূতত্ত্ববিদ স্বামীকেই

বলবেন যা বলবার। যার নাকে খুঁৎ। মাথায় চুল নেই। রং কালো। পুরু ঠোঁট। সুদর্শন জ্ঞানী বলে সার্টিফিকেট সহ আমার বাবা তাঁর বন্ধু ত্রিদিব সেন এবং আমি যাকে বিয়ে দিয়েছিলাম সেই বিজ্ঞানী স্বামী আমার। বাবার বন্ধু ত্রিদিব সেন একদিন আমাকে বয়সে অনেক ছোট হলেও বন্ধু হিসেবে জানতেন। আমার রূপ ছিলো। আমার ভরা যৌবনের পাশে বসে থাকতে তাঁর ভাল লাগতো। অন্তত স্ত্রী পুত্র কন্যাদের যতক্ষণ আমার কাছে থাকতেন নিশ্চয়ই ভুলে যেতেন। আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন তিনি। সেই ত্রিদিববাবু একদিন বিরূপ হলেন দীপু এসে আমায় অধিকার করেছিলো বলে।

দীপুকে জানেন? দীপক পাল। প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার রমেশবাবুর পৌত্র। রূপে গুণে যার সমান কম মেলে। সেই দীপু যার indoor outdoor games এ প্রচুর খ্যাতি ছিলো। প্রচুর আড্ডা মারতে পারতো। এতো প্রাণপ্রাচুর্য্য যে মনে হোত একটি চিরদিনের মুনিয়া। একটি জ্বলন্ত তুবড়ী। একটি ধূপকাটি। চারদিক আলোকিত কোরবে। গন্ধ ছড়াবে। কাউকে আহত কোরবেনা। হাসি মুখ। সহজ করে নিজে মুহুর্ত্তেই সব কিছু।

কফি হাউসের তাজা প্রাণ দীপু। ওর Presence of mind যে কোন ছেলের ঈর্ষার বস্তু ছিলো। যে I. A. S. এ বসে অনায়াসে প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছিলো। যার সাহসী বুকে এবং বাহুতে সর্বক্ষণ আমার লেপ্টে থাকতে খুব ভাল লাগতো। সেই দীপু আমার। কতগুলো ফাঁকা আদর্শের বালিয়াড়ীতে দাঁড়িয়ে আমি বাবা ত্রিদিববাবু এত কচকচ শব্দ ও বুদ্বুদ তুলেছিলাম যে দীপুর সফেন সমুদ্রে আর আমার ঠাঁই হলোনা।

বিখ্যাত সাহিত্যিক কিরণ মিত্তির মশাই আমার ভালবাসার দাম দিতে গিয়ে অনেক ভাল কথার ফুলঝুড়ি এনেছেন যা শোনার মতো। অনেক বিচার বিশ্লেষণ ও যা নিয়ে গবেষণা করা যায়। তিনি যা করেছেন বস্তুতঃ নিরপেক্ষ এবং নিঃস্বার্থ ভাবেই করেছেন আমার মঙ্গলের জন্যই। অন্ততঃ বাবা এবং ত্রিদিববাবুর তাই ধারণা। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কল্যাণের জন্য আমাকে ঘিরে যে সমাজ সে সমাজের মঙ্গল করতে গিয়ে কেন দীপুর ইন্দ্রপতন হল?

আমি ফিলজফির এম,এ। অনেক আদর্শ বিচারকে তার আমি

এক যথার্থ বলে ভেবেছিলাম। আমার কাছে কেন যে কোন বিবেচক হৃদয়ের কাছে যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল আজ তা কাঁটার মতো বিঁধছে কেন?

আমি শান্তি পাইনি। লেখক কিরণ মিত্তির মশাই পাচ্ছেন কি? অমি একতমা হতে চেয়েছিলাম—পেরেছি কি? আমাকে আমি বিদূষী বলে ভেবেছিলাম। আমার জ্ঞানী উচ্চপদস্থ শিক্ষাবিদ ভূতত্ত্ব নিয়ে ২৪ ঘন্টা যার যায়, যার জন্য আমার মৃতা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম আমি যেন রূপকথার সরোবরে ডুব দিয়ে স্বামীর নতুনরূপে জন্মগ্রহণ করি। নতুন জন্মগ্রহণ কি আমার হয়েছে ডাক্তারবাবু?

এ কি অকৃতজ্ঞতা নয়?

কেন আজ দীপু প্যারিসে লা-ট্রাফালগারে ফরাসী ব্যালে Dancer লিলিয়ানের সাথে অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছে? সেকি আমার বাবা আমি ত্রিদিববাবু এবং নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ সমাজ হিতৈষী লেখক কিরণ মিত্তিরের জন্য নয়?

বেচারী কিরণ মিত্তির।

তিনি ভেবেছিলেন দীপুকে গাছের চূড়ায় তুলে একটা ভাঙ্গা মগডালে হাঁটাবেন। এবং সে মগডাল ভেঙ্গে দীপুর হাত-পা গুঁড়ো হবে। তারপর থেকে সে হাসপাতালে পঙ্গু হয়ে শুয়ে থাকবে। যদিও সে এখন লিলিয়ানের সঙ্গে সুরার স্রোতে তৃণখণ্ডের মত ভাসছে—অর্থাৎ পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে শুয়ে। কেউ তো আর এটাকে দুর্ঘটনা ছাড়া ঘটনা বলতে পারবে না। ডাক্তারবাবু?

এবং তা করতে গিয়ে তিনি নানা বর্ণনার চিত্র এঁকেছেন। ইমেজারীর আশ্রয় নিয়েছেন। গল্প বলেছেন। জীবনের চারপাশের অনেক কথা বলেছেন যা বিশ্বাসযোগ্য। অবিশ্বাসের কোন সুতো দৃশ্যতঃ তিনি দৃশ্যমান রাখেন নি। কিন্তু সেই অদৃশ্য সুতোগুলো যে আজ আমার স্বপ্নে জাগরণে ফনী মনসার মতো মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

মিত্তির মশাই শুনেছি দীপুরা একঅঙ্গে মরণ। অপঅঙ্গে নরম। তাই আমি মুহূর্তের জন্য হলেও ভেবেছিলাম কেন দীপু রাম শ্যাম নয়? কেন দীপু—বা-কা-বৈ হলনা?

তারপর সব ভুলে গিয়েছিলাম। দীপুর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম।

ওকে বিয়ে কোরব সব ঠিকও ছিলো। কিন্তু যখন দীপু আমায় পালিয়ে বিয়ে কোরতে বললো তখন আমার প্রেটি আদর্শ ও বয়স বললো দীপু তুমি একি বলছো ?

পরিবেশ বাবা ত্রিদিববাবু এবং লেখক বললেন পালাবে কেন কল্যাণী ? কোলকাতায় কি দীপুর অভাব আছে ? দীপু ২ দীপু ৩ দীপু ৪ সবসময়ে মিলবে।

আমি বললাম—ভাবলামও তাই। পালিয়ে যাবো ? সে তো কাপুরুষের কাজ। দুর্বলের। আমি তো দুর্বল নই !

দীপুকে বললাম।

দীপু বললো ১ কে হয়তো আর পাবে না। কারণ দীপু ২,৩,৪,৫,৬ সব সময় সৃষ্টির কোলকাতায় হ্যারিসন চৌরঙ্গী এলগিন রোড হরদম cross করছে।

আমি ভাবছিলাম।

ঠিক তক্ষুনি কিরণ মিত্তির মশাই বাবার স্ট্রোক্ ঘটালেন। ত্রিদিববাবু ট্র্যাপ নিয়ে টোপ ফেললেন। এবার তিনি যযাতির জরা ছাড়তে এসেছেন মনে হল না। এখন তিনি আমার Sympathetic অভিভাবক। আমার মায়ের মৃত্যুটা এভাবে এ সময়ে তিনি না ঘটালেও তো পারতেন ? আচ্ছা ডাক্তারবাবু বলুন তো কেন মাকে appendicitis অপারেশানে মরতে হল ? কোলকাতার মতো A-class সিটিতে তাও আবার ব্রিলিয়েন্ট সার্জেনদের বাঘা হতো ? একি বিশ্বাস করা যায় ?

এই বোধ হয় কপাল ! নইলে দীপুর মতো এমন ভালো ছেলে সোনার ছেলেও এত গোলমেলে ত্রিদিববাবুর ভাষায় Bitch হয়ে উঠলো ?

কিরণ মিত্তির মশাই বললেন কল্যাণী যা হবার তা হবেই। যা হবার তাই তো হয়েছে ডাক্তারবাবু ?

বাবা ত্রিদিববাবু লেখক এবং আমি যা চেয়েছিলাম সবাই তাইতো হয়েছে। নইলে আমিও এমন পাকা মেয়ে হঠাৎ কাঁচা বা অতিরিক্ত পেকে গেলাম ? ফিলজফির এম,এ আমি ?

মিত্তির মশাই কেন এতটা ভাল চেয়েছিলেন আমায় ?

: আমি যা হতে পারলাম না ৫ বছরেও।

: দীপু ট্রাফালগারে শ্যাম্পেনের ড্রেনে ভাসমান।

সে বাবা হতে পারিনি আজও।

ডাঃ বাবু বিরক্ত হবেন না প্লীজ। আমার স্বামীর অনেক টাকা। আপনি Whole 24 hours এর পুরো visit চাই পাবেন। ঘণ্টায় ৩২ করে। আমার কথাগুলো শুনুন দয়া করে।

বাবার কাছে শুনেছিলাম দীপুরা না রাম না শ্যাম। ত্রিদিববাবু বলেছিলেন দীপুরা বা-কা বৌ-এর কোনটাই নয়।

জিজ্ঞাসা করি কেন? সবতো ওদের আছে যা যা থাকা দরকার। নয় কেন?

না আর টাইম নেবোনা ডাক্তারবাবু আপনার। ডাক্তারবাবু এবার আপনার E.C.T. দিন। মিশে যাই অনন্তকালের স্রোতে যেখানে দীপু নেই, কল্যাণী নেই। বাবা ত্রিদিববাবু লেখক কিরণ মিত্তিররা আছেন। কিছুই নেই অথচ ছিলো এবং থাকবে চিরকাল।

"..................................!"

বাবা বলো। ত্রিদিববাবু বলুন?

ওঁরা উত্তর দেন নি।

কিন্তু যাদব পণ্ডিতমশাই বললেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে। আমরা সবাই অমৃ:তর সন্তান।

সেকি গড়পড়তা না? সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার দিকটা কিছুটা বলুন না। পণ্ডিত মশাই।

মা এই যে তুমি কল্যাণী মুখার্জী সেন কি মিত্তির যে কি আমরা কি তা জানি? কেউ কি তা জানে? কোথা থেকে কে এলো কারা এশ্চে তার সঠিক কিছু বলা মুস্কিল। কর্ম হিসাবে সমাজের সুবিধের জন্য একদা শ্রেণী ভাগ করা হয়েছিলো।

তাহলে দীপু? দীপু কেন?...

মা This is man-made. এ আমাদের রক্তের অভিশপ্ত দাগ।

আধুনিক এ বিজ্ঞানের যুগেও কি তা চলবে পণ্ডিত মশাই? আমরা যে মডার্ন—?

ও শুধু মুখে মুখে। আর গল্প উপন্যাসে কল্যাণী। সুবিধে মতন পা ফেলা।

পণ্ডিতমশাই আমার মামাতো ভাই, রবীন বাঁড়ুজ্যের বাজারে একটা মুদির দোকান আছে। ওকে তাহলে রবীন মুদি বলা যায়?

তাতো যায়ইরে বাবা। মা কল্যাণী তোমার এ চরম দুঃখের সান্ত্বনা হিসেবে আমি এটা বলতে পারি এবং বিশ্বাস করি যে, এ একটা আলোর প্রশ্ন মাত্র। যে আগে পেয়েছে আলোকিত হয়েছে। কুলীন হবার সুযোগ পেয়েছে। একদিন যে জমিদারবাবুর চাকর ছিলো কালে তাকেই বনেদী কুলীন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই যে তুমি কল্যাণী যে আসলে কি তা কে জানে? সামাজিক স্বীকৃতিকে মূলধন করেই না বলা হচ্ছে এ আর ও।

পদবীগত এ সমাজের মেরুদণ্ডটা ভাঙ্গে না কেন পণ্ডিতমশাই?

কল্যাণী তোমার হাহাকারেই আমি আঁচ করতে পারছি, ভাঙ্গার দিন আসন্ন।

শুনেছি এ মহানগরীতে আমলাদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রক্ষিতাদের এমন অনেক পরিচয় আছে যারা দিব্যি কুলীন বলে চালিয়ে যাচ্ছে।

মা ইলেকট্রিসিটি যে আগে পেয়েছে তার ঝলসানো মুখের রোশনাই যে আগেই বেরুবে মা।

তাহলে এত কৌলীন্য সত্বেও দীপুরা কেন রামা শ্যামা হতে পারলোনা?

কল্যাণী এ পদবী সর্বস্ব সমাজে দলিল দস্তাবেজ তো পদবী ছাড়া আর কিছুই নেই যে সঠিক তোমার উত্তর দিতে পারবো। মনে হয় এ যেন দেবতা আর দৈত্যদের চিরকালের সংঘর্ষ।

পণ্ডিতমশাই এ পৃথিবীর যত রাজপথ-জনপথ সে তো দৈত্যরাই গড়েছে। তবু কেন দেবতাদের এত রোষ?

সুবিধেবাদীরা চিরকালই দেবতা হয়ে থাকতে জানে কল্যাণী। দৈত্যরা ধার্মিক পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান ফাঁকি জানে না। তাই ওরা দেবতা হতে পারে না।

অপূর্ব। পণ্ডিতমশাই অপূর্ব। এ তো বড়ো অদ্ভুত খেলা!!

ঋষি পরাশর কি বলছেন শোন: ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাণীর ঔরসজাত যে সন্তানগুলি ভূমিষ্ঠ হল তাদের বড়টি কুম্ভকার, মেজটি ক্ষৌরকার এবং

কনিষ্ঠটি কায়স্থ। এ হল পৌরাণিক ইতিহাস। আর আধুনিককালের পরিহাসের আশ্চর্য্য শ্রেণী বিভক্ত ইতিহাসের কথা তো জানাই।

ডাক্তারবাবু আপনি বলুন তো, একই মায়ের গর্ভজাত তিনটি সন্তান তিন ভাগে ভাগ হল কেমন করে? কি আপনার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গছে না? বিজ্ঞানের ছাত্র এবং আধুনিক আপনি। ভাঙ্গারই তো কথা। এ যে জটিল শাস্ত্রের কথা। আমি কি এ সব ভাবতাম না জানতাম? আমার কি এ সব দরকার ছিলো?

কিন্তু বাবা আমার এম. এ. পাশ আমি ত্রিদিববাবু লেখক কিরণবাবু দীপুকে মেরুদণ্ডহীন করেছি। হত্যা করেছি মুখোশ পড়ে। কেমন করে এ হত্যা করলাম?

কেন এ হত্যা সাধিত হল?

দীপুর এত গুণের কথা জেনেও কেন তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল না?

যাদব পণ্ডিতমশাই বলছেন, আমরা সকলেই আসলে ব্রাহ্মণ সন্তান। কারণ আমরা কোন না কোন ঋষির সন্তান।

কাশ্যপ-মুনির ঘরোয়ানা কাশ্যপ। ভরদ্বাজ ঋষির ভরদ্বাজ। সব সন্তানই ঈশ্বরের সন্তান। যীশু বুদ্ধ মহম্মদের সন্তান।

কিন্তু তাতে কি গবেষণার কাজ শেষ হয়ে যাবে ডাক্তারবাবু? গবেষকরা কি এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন? তাঁদের যে অনেক হরপ্পার কাজ এখনো বাকি।

দীপু, তুমি যা চেয়েছিলে এ যুগে তা সচল জেনেও, কোনারকের ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্য দেখেও আমার মর্ডান আমি কলকাতার কল্যাণী মুখার্জী আদর্শবাদী সাধ্বী সেজে জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপহারটি যা তোমার একান্তই পাওনা ছিলো তা আমি তোমায় দিই নি। বিশ্বাস করো এ আমার পরাজয় ও গ্লানি এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্বলতা।

অভিভাবকদের প্রতি সাম্প্রতিককালের যুবক-যুবতীরা যে অশ্রদ্ধা অবমনা করছেন বলে যে বিশ্বাস তার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে গিয়ে কিরণ মিত্তির তোমায় খুন করেছে আমাকে এ ভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে।

আমরা দু'জনা করুণ স্বর্গরচনা। দীপু কিরণ মিত্তির মশাই তোমাতে আমাকে সুপথে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুপথে কি আমরা চলতে

পারলাম ? আমি মা হতে পারলাম না, তুমি বাবা হতে পারলে না দীপু। ও দীপু আমার, প্রিয় আমার।

আমি জানি ডাক্তারবাবু, আপনার চোখের, আকাশে, ঈশান-মেঘের রীডিং-ই বলে দিচ্ছে একটি সমাজকে বাঁচাতে গেলে ওরকম একটা দুটো জোড়া খুন হয়।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে তো স্বয়ং ভগবান ধর্মরক্ষা করার জন্য সহস্র সহস্র প্রাণ হনন করেছিলেন তাতেও কি প্রকৃত সত্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা হতে পেরেছে বলে আপনার মনে হয় ডাক্তারবাবু ?

যাদব পণ্ডিতমশাই বলেছেন, এর দরকার হয়তো বা ছিলো এবং আছে। বিশ্ব-কবি রবি ত বলেছেন বটে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ তৃণেরও মূল্য আছে এ সংসারে।

মণীষীদের মতে এ সবই মূল্যবান। আমরা কি তৃণের মূল্যেও বিশ্ব-কবিকে একবার স্মরণ করি—না ৩৩ কোটি দেবতার পাশে ৩৩ কোটি এবং আর ১ যোগ দিয়েই উপ-সংসারে উপনীত হই ?

আমি জানি তবু কিরণ মিত্তির মশাই, ত্রিদিববাবু, বাবা, আমি কল্যাণী মুখার্জী আজ না হয় কাল এবং ডাক্তারবাবু আপনি এর জন্য শুধু দর্শনের ইলেকট্রিক হান্টার দিয়ে চাব্‌কেই যাবেন অফুরন্ত কাল।

4-2-0 প্লীস্।

ডায়াল ঘোরাতেই দেখা হল।

ইয়েস্, আমি A. T. S. বলছি।

মানে ?

মানে তপন সেন, আগরতলা।

ও, হো আচ্ছা। T. S না হয় তপন সেনকে বোঝা গেলো কিন্তু A-টায় ?

A মানে আগরতলা। সুতরাং পুরো নামটা দাঁড়াচ্ছে গিয়ে আগরতলা তপন সেন ওরফে A. T. S.।

—মাইরী boss, তুই গুরু-লোক।

—না, না। এ নতুন কিছু নয় সুশান্ত।

—এ্যা ?

—হ্যাঁ। তাছাড়া আজকাল এই সোসাইটিতে Maximum লোক তো টিটেনাসে সাফার করছে, তাই আমি Massive dose-এ A. T. S. দিতে চাই।

—আচ্ছা, তা না হয় দিও। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো ত ? শুনলাম, সকাল থেকেই ডাকাডাকি কোরছ ? ক্রীং ক্রীং শব্দে ঘরের চার দেওয়াল সরব হয়ে উঠছে বারবার। তুমি অঁাতেল লোক।...

...হ্যাঁ, ছোট ভাইয়ের মুখেই শুনলাম। আমি বেশ কিছুক্ষণ বাইরে ছিলাম। তুমি তো জানো এম্নি হারিয়ে যাই আজকাল। কোথায় কে জানে ? ...যা বলছিলাম ডেকেছিলে কেন ?

: অঘটন ঘটেছে—

: সে তো হামেশাই ঘটছে।

: না, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না সু, এটা একটা প্রেস্টিজের প্রশ্ন এবং সে সঙ্গে ব্ল্যাক্ মেইলিংও।

: ও-সবের Complex থাকলে তুই মরবি তপন। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ওই বস্তুটিকে ঝেটিয়ে বিদায় করো। জানো ত এই সব হিং ফিং

সবই ইদানীং আফিং। আজকাল পরশু তরশুর শরীরে এখন কোন ফোস্কা ফেলতে সক্ষম নয় এরা। কাজেই বুঁদ হয়ে থাকো।

ঃ ওফ্ ডিয়ার তুমি বিশ্বাস করো Matter-টা খুবই সেরীয়াস্। একবার শোনই না।

...গতকাল আমার দেওয়া কয়েকটা M/C গেছলো fitness-এর। ঐ যে তোমাদের নিউ রিক্রুটের।

হ্যাঁ, কি হয়েছে?

তোমাদের রাণী-না-কে, Candidates-দের বলেছে যে, ওতে হবে না।

কেন তোমার Designation এবং ইত্যাদি কি ছিল না?

নিশ্চয় ছিলো।

তা'হলে?

ঐ রাণী-না-কে, বলেছে যে, আমাদের institution কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। স্রেফ্ প্রাইভেট। সরকারী চাই।

সে কি হে? তুমি ঘোষিত আধিকারিক—১ বলে কথা।

তাইতো ভাবছি। ব্যাপরটা একটু তলিয়ে দেখা যায় না?

দ্যাখো, আমার মনে হয় তোমার সেই Candidate কোন জায়গায় ভুল করে গেছে। বা সারকুলারে অন্য কিছু আছে।

তা নয়। আমি ডিটেলস্ দেখেই দিয়েছি।

ওরম্ তো হবার কথা নয়?

তোমাদের সেই রা-ণী-কের উদ্ধত উক্তিগুলো এ রকম—ঐ Particular শর্মার কাছ ছেকেই আনতে হবে। নয়তো অফার ভেস্তে যাবে।

আচ্ছা, আমি দেখছি। পরে তোমায় জানাচ্ছি। একটু জিরোও কেমন? বাই-ই...!

জিরিয়েই তো আছি। অহরহ। চরৈবেতির সময় জিরোতে মানা জেনেও। শুয়ে থাকা পাপ। আমি ঘুমোলে সবাই ঘুমোয়। জাগলেই সবাই জাগ্রত, সুতরাং জাগো। মোহন জাগতেই তো চাই। কিন্তু জেগেও যে জিরোতে হয় প্রীতম্? এমন এক-একটা সময় আসে যখন আর জাগতে ইচ্ছে করে না। মন চায় গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই। যদি একটু

শান্তি পাই। শান্তিটা মনের ব্যাপার। এই মনকে যে বাগে আনতে পারি না। এখানেই মুস্কিল।

লিখে শান্তি নেই, মনের মতো হল না বলে।

কথা বলে সুখ নেই, সেই মানুষ পাওয়া গেল না বলে।

খেয়ে সোয়াস্তি নেই তেমন standard diet কোথায় ?

তেমন সিগ্রেট টেনে আনন্দ কই ? অবিরাম Cancer-এর কর্কট-মর্কট শব্দ।

স্বস্তি নেই। অথচ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছি এইটুকু স্বস্তির জন্য। এত দুঃখ কষ্ট শ্রম—এম্নি জেগে থাকা। মহাজনদের সেই মতো চেষ্টা করে যাচ্ছি সহনশীলতা বাড়াতে। আমার চাইতেও যারা আরো বেশী কষ্টে আছে তাদের সঙ্গে তুলনা করে কিছুট শান্তি পেতে। Voracious appetite যাতে না হয়, demand যাতে না বাড়ে সর্বক্ষণ চেষ্টা করছি। অনুশীলন করছি।

অনুশীলনের মতো বড়ো কিছু নেই। Luck হল Reward যা কাজের ফল হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু fate ? এ হল ভবিতব্য। এখানে তোমার কোন হাত নেই। unknown destiny, বাগানে গাছ পুঁতেছ, সার দিয়েছ, যত্ন-আত্তি সবই করেছো। সমস্ত জীবন ধরে নানা টেকনিকে ট্রেক্টার চালাচ্ছো, চেষ্টার অন্ত নেই বাট্ নো ফ্রুট্! এরই নাম ফেইট্!

ফোনের Call-এ সম্বিৎ ফেরে তপনের।

—তপন ব্যাপারটা সত্যি একটু অন্য রকম।

—What ?

—What-ফোয়াট কি আর ? ঐ যা হয়-হচ্ছে-হবে। ঐ রা-ণী-কে Plus শর্মার সেই Pact, অর্থাৎ আধুনিক চলাচল। পঞ্চাশ, পঞ্চাশ।

—[কাম্বোডিয়া আর ইন্দোচীনে শান্তি ফিরলো কই ?]

—Well I shall report against them.

—[পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরেছে তাহলে ?]

Phone-এর সুহৃদ মোহন-শোলায় হাসি হাসে।

: কি হাসলে যে ?

: হাসবো না ?

: কেনো ?

: তপন এটুকু বোঝ যে report-এ report-এ তুমি পৈতৃক Brain-টা খারাপ করতে পারো ওতে কারুর কিছু এসে যাবে না।

: সে কি বলছো তুমি ?

: ঠিকই বলছি বন্ধু।

: তাই বলে প্রতিবাদ কোর্ব না ?

: প্রতিবাদ ? ওতো হালফিলের একটা aristocrati mania ব্যাপার!

: উফ্ ।

: তাছাড়া report এর কোন প্রমাণ তো তোমার হাতে নেই। অবশ্য হাতে থাকলেও তুমি কিছু কোরতে পারতে না তপন্।

: কেন—সেই Candidateগুলো।

: পাগল হয়েছো ? ওরা আরো সেয়ানা বন্ধু। ঠিক সময়টি এলে দেখবে তড়িঘড়ি ঢুকে পড়েছে ঐ-ঐ সব বিবরে। মাথা খুঁড়লেও তুমি প্রমাণের সাক্ষী হিসেবে খাড়া করাতে পারবে না কোন দিন।

: তাই বুঝি ?

: তাহলে তো এসব ব্যাপার স্যাপার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত। দীর্ঘ রজত জয়ন্তী অব্দি অপেক্ষা কোরতে হোতনা। ফ্রেণ্ড, তুমি হতে পারো পীর কিন্তু তোমার তুমি আপাতত আবদ্ধ হয়ে আছো এক দুর্গে।

: হয়তো থাকবোও। আরো অনেক অনেক দীর্ঘ সময়।

: ঠিক তাই আঁতেল।

: ও, মোহন তন্দ্র শরিফ আমার।

'Our caravel is moving fast'. হে সত্ত পুরুষ দুয়ার খোল, তোমার Hell অথবা Heaven এর। '.........এই ছিল তপনের টেলি-ফোনের Last fruitful talk!

যেখানে সময় ও মানুষ

(উপন্যাস)

সাহিত্যার্জুন ৺সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যীশু খুঁজে বেড়াচ্ছি কতকাল················

—তাপস

যেখানে সময় ও মানুষ

পল মানসের The saliva of a dragon বইটি উৎসর্গিত হয়েছে এই ভাবে : My reporter's life VS my bastered father. তার কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের দিনগুলি বনাম সাংবাদিকতা ; এর প্রভাব এবং বাবা সম্বন্ধে এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করেছে মানস নিপুণভাবে।

একটি মফঃস্বল শহরের মিউনিসিপ্যাল areaর একটি রেস্তোঁরার পাশে অনেকগুলি ছেঁড়া খবরের কাগজ সারি সারি পেতে খদ্দেরদের বলছে জীর্ণ শীর্ণ পাগল মতো বৃদ্ধ। My reporter's life VS my bastered father! শতছিন্ন বস্ত্র। উসখু খুসকু চুল। দুটো উন্নত চোয়াল। কোটরে ঢোকা চোখগুলো। শরীরের এখানে ওখানে ঘা। মাছি ভন্‌ভন্ করছে চারপাশে। ১৯৯৯ সালের কতকগুলো কিশোর যুবক প্রশ্ন করছে এটা ওটা। নেহাৎ কৌতূহল বলে কিনা কে জানে।

হ্যালো old man কি খবর ?

আমি সাংবাদিক—প্রবীণ সাংবাদিক, এই রাজ্যের প্রথম খবরের কাগজের প্রাণপুরুষ। সতীশ সর্দার বলেই জানতো লোকে এক দিন।

আর ?

বিজ্ঞ বিদ্রূপভরা হাসিতে সর্দারের মুখ কয়েকবার চিলকে উঠল।

তাতো বটেই। দেখেই বুঝতে পাচ্ছি গুণীলোক। ইতিহাস পুরুষ। সবার হাসি। প্রবীণ সাংবাদিকের চোখে জল। অসহনীয় এ বিদ্রূপ।

পলু মানস লিখিত এই বইটির মলাটটি অদ্ভুত। একটি প্রচ্ছদ যাতে সতীশ সর্দারের বিকৃত একটি ছবি। আর মানসের ১০টি ক্রুদ্ধ হাতের আঙ্গুল।

মানস Times পত্রিকার উঠ্‌তি তরুণ সম্পাদক। সমস্ত দেশ জুড়ে যার সংবাদ জীবনে অখণ্ড প্রতিপত্তি সম্মান।

মানস তাঁর শৈশবের কথা বলতে গিয়ে লিখেছে : আমার বাবাই এই রাজ্যের প্রথম গণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতপক্ষে গণ জাগরণের হোতা। অসংখ্য স্তাবক, পাশে ছাপাখানার অজস্র শব্দ। নিরবচ্ছিন্ন আসা যাওয়া। সংলগ্ন কথাবার্তা। এর ভেতরেই কি অসংলগ্ন বীজগুলো

লুকিয়েছিল ? রিং। ফোন্। গঠিত কণ্ঠস্বর। অবশেষে একদিন বহু বিবর্তনের ভাঙ্গাচোরা পথ দিয়ে সতীশ সর্দার হয়ে উঠলো পাইওনীয়ার। দেশ প্রেমিক। গণ চেতনার পথিকৃৎ। এক নষ্ট পৃথিবীর একনায়ক। এরই মধ্যে আমি। আমার সত্তা ভবিষ্যৎ। তাকি উজ্জ্বল ছিল ? আবৃত্তি করি। Debate এ অংশ নিই। পুরস্কার আনি। লিখি। উজ্জ্বল বৈ কি ? কিন্তু বাবার এত যশ এবং কোলাহলের ভিতর তলিয়ে যায় নিঃশব্দে। কোন অস্তিত্বই আমার টের পাওয়া যেত না আর।

দিদি স্কুলে যায়। রান্না সেরে মা চলে যেত পড়াতে। আমি স্যাক কাঁধে রাস্তায় নামি। বোধ হয় তখন থেকেই আমার নিশ্চিত আগামী স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ তৈরী হচ্ছিল......... । কিন্তু তা যে এমনতর পরিণতিতে নেমে আসবে ভাবিনি। ভাবনার বয়সও তখন আমার হয়নি। মনে হয়েছিল আমার আমি একদিন হীরার দ্যুতিতে জ্বল জ্বল করবে। শুধু আমার কেন অনেকেরই। প্রতিবেশীদের বন্ধুদের। আত্মীয় পরিজনদের। নামজাদা সাংবাদিক আমার বাবা। জনগণের প্রতিনিধি। দেশপ্রেমিক। ত্যাগী। নামীদামী। আরো অনেক রত্নের মালা তখন সতীশ সর্দারের গলায়। তা কী সর্বত্যাগীর না সর্বভোগীর ?

.আমাদের বাড়ীর সামনে ছিল E প্যাটার্ণ একটা বাগান। এর বুকের দুই ভাঁজে বুকজুড়ে ছিল ডালিয়া পমার। একটা কৃত্রিম ঝিল ও কিছু নার্সিসাস। বারান্দায় ঝুলন্ত অর্কিড। এই E প্রতীকটা আমার বাবা বলতেন বিরাট করে England থেকে নেওয়া।

কিন্তু এখন আমি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করছি এটা "Evening" থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। এই E মাড়িয়েই বড় বড় নেতারা আমাদের বাড়ীতে ঢুকতেন। বৈঠক হয়। সভা চলে। ডিস্‌টেম্পার করা দেওয়ালের ঘরে ফটোগ্রাফাররা ফটো তোলে। সংবাদপত্রের শিরোণামে তা এই ওই সেই বলে প্রতিফলিত হয়।

অনেক স্বপ্ন উঁকি দিত আমার মনে। বাবার আদর্শ চরিত্র, গনগনে দেশপ্রেম, ভক্তি নাকি বিদ্রোহ ?

আমাদের অফিস রুমে, বাবার বেডরুমে মহাপুরুষদের বিরাট বিরাট প্রতিকৃতির তলায় দাঁড়িয়ে অনেক দিন একা একা ভাবতাম। কি যে ভাবতাম তা বলা মুস্কিল এখন। স্মৃতি স্বপ্ন এমনই বিদঘুটে যে এখন আসে

তো তখন চলে যায়। টেলিফোনের রিং এর মতো। আসা যাওয়া। যাওয়া আসা। ওরা যাযাবর। কোন জায়গায় দুদণ্ড বসে না। এই character সর্বত্রই হয়তো। অবাক হতাম। আমার শিশু মনে তখন যে এক বিরাটের স্বপ্ন সম্ভার। রাসেল, এজরা পাউণ্ড, গোর্কী, কোলরিজ রামকৃষ্ণ, নেতাজী, রামমোহন বিবেকানন্দ। এঁরা আমায় মুগ্ধ করতো বেশী। কিন্তু কিছুই হল না। বন্যায় যেমন একদিন সর্বস্ব যায় আমারো গেলো।

সদ্য কলেজে ঢুকেছি। দেখলাম Examination Hall এ Lecture class এ সর্বত্র জুলুমবাজী। Groupism, হল্লা। পরীক্ষা বন্ধ। এরি মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয়। ছেলেরা শাঁসালো শালা hall এ ঢুকবিতো মাথা যাবে। বেসামাল অবস্থা দেখেও হলে ঢুকলাম। বুদ্ধিমানের কাজ করিনি মোটেই। ধস্তাধস্তি। মার খেলাম। দিলামও। হাসপাতালে কাটালাম কিছু দিন। Examination hall এ বই দেখে লেখা হচ্ছে। আমি তা করিনি। তাই পগারা পার পেল। আমি ভাল ছাত্র হয়েও মার খেলুম। দিন যায়। কেউ বলে এ দলে এসো। কেউ অন্য দলে। নিরপেক্ষ থাকতে চাইলুম। ওরা বললে নিরপেক্ষ বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব সার্ত্রে সাহেবেরো কল্পনার বাইরে। সুতরাং এটা চলবে না। পত্র পত্রিকায় কবিতা লিখি। গল্প লিখি। সংবাদ লিখি। এ কারো পছন্দ নয়। আমি সিগ্রেট খাই না। এও বন্ধুদের পছন্দ নয় কারুর। মনে পড়ে ডাক্তারদা হাত দেখে বলেছিলেন, তোমাকে দিয়ে ভাল সাহিত্য হবে। দর্শন ও সাহিত্যের ভাল ছাত্র হতে পারবে। কি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বলে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করচ। যার যা। আমার বাবার কিন্তু ইচ্ছে তা নয়। তাঁর ইচ্ছে বিজ্ঞান। ডাক্তার হই। বিজ্ঞানী হই। কোনটাই হয় নি। সাহিত্য আর জার্নালিজম আমার life এ এসে দাঁড়াল পর পর।

দুই অধ্যায়

সপ্তমী পূজোর সন্ধ্যায় ছায়া ছায়া অন্ধকার ঘেরা একটি বেওয়ারিশ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো একখানা রিক্সা। সমরেশ ফিরছিল ছাত্র পড়িয়ে।

: এ কি।

সতীশবাবু সমরেশকে দেখে রিক্সার গতি দ্রুত করার নির্দেশেই বোধ

হয় জ্যাম্ খাওয়া চাকাগুলি দ্রুত চলার চেষ্টায় ক্যাঁক্ করে কটাশ শব্দে থেমে গ্যালো। সমরেশের সাইকেল dash করলো রিকশোর সাথে। মুখোমুখি হতেই জিভ কেটে মাথায় কাপড় টেনে লাফ দিয়ে নেমে পালালো মহিলাটি। নাম উর্বশী। যিনি এই স্বপ্নের অন্যতমা। ঘৃণ্য অথবা পুণ্যবতী। বন্ধ্যা অথবা ফলবতী। অমানিশা কিংবা পৌর্ণমী। সে যাক।

কোথায় যাচ্ছিলেন এই পথে—ক্রুদ্ধ প্রশ্ন।

তুমি।

হ্যাঁ, আমি। জবাব দিন আগে আমার কথার। ঠোঁট দুটো কাঁপে সমরেশের।

তোমার কি জবাব দেবো এর?—সতীশবাবুর উত্তরে উপেক্ষা কটুসুর।

আমায় কী জবাব দেবে মানে? বেশ্যাবাজীর আর জায়গা পাওনা। সমরেশের গলা ভদ্রতার সমস্ত স্তর ভেদ করে তখন অন্য এক সীমান্তে পেঁৗছে যায়।

সতীশবাবুর গলা ভারী। লজ্জায় অবনত চোখ। দু'একজন লোক ততক্ষণ এসে পাশে জড় হয়েছে। বুদ্ধিমান সতীশবাবু ধূর্ততালে নিম্নখাতে সুর এনে বলেন—'চল এখন সমরেশ।

চল মানে? কোথায় যাচ্ছিলে ঐ বজ্জাত মেয়ে ছেলেটাকে নিয়ে বলো?

আর কোন বাক্য বিনিময় সতীশবাবুর মতো লোকদের এখানে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হওয়ার কথা নয়। সমরেশকে টেনে জমে যাওয়া লোকগুলির দৃষ্টির বা ঔৎসুক্যের বাইরে যেতে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

মিনিট কয়েক—হাঁটা পথ অতিক্রান্ত।

... ... ।

এবার বলো—কোথায় যাচ্ছিলে।

সমরেশ, সীমা ছাড়িয়োনা।

সীমা? সীমা অর্থ কি? অনেক সহ্য করেছি। আর না। তুমি ভেবেছ যা খুশী তাই করে বেড়াবে? ডুডুও আবার টামাকুও।—ইতর লোফার। যা মুখে এলো তাই বললো সমরেশ।

ক্রুদ্ধ সতীশ চুপচাপ। স্বাভাবিক কারণেই। দুর্জনের ছল কলইতো—

অলংকার। বলা যেতে পারে তাৎক্ষণিক সামাল দেওয়া মাল। হাঁটতে থাকেন সতীশ।

ঢুকছেন কোথায়? সমরেশের গলায় ভীষণ আদেশের আবেগ আজ। উত্তর দেবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সতীশকে বলতে হল—বিজয়ের চেম্বারে।

বিজয়বাবু হচ্ছেন প্রখ্যাত নষ্ট কবরেজ? প্রখ্যাত, নষ্ট এতসব বিশেষণ চেনামহলের দেওয়া। কারণ বিজয় মুখোসের অন্তরালে এক রহস্যময় প্রবাহে থাকেন। ওকে বোঝা মুস্কিল। এহেন বিজয়ের চেম্বারে মানে শো-মহলে ঢুকছেন সতীশ।

তাই সমরেশের শ্লেষ—কেন, সালসা খেতে? এসব খেয়েটেয়েই তো—নিজের মেয়ের বয়সী তরুণীটির মজা লুটছ?

সতীশ দেখলেন বন্ধু বিজয়ের চেম্বার বা শো-মহলে যারা বসে আছে তারা প্রায়ই সমরেশের বন্ধু পর্য্যায়ের। শিক্ষক, তরুণ, প্রগতিবাদী যুবক। সতীশেরা তাই এখানে কখনো শেলটার নেন না। একটু এগিয়ে এ শহরের অন্যতম আরেক নষ্ট কবরেজ বিশ্ববন্ধুবাবুর সালসারিস্টের শো-মহলে গিয়ে ঢোকেন। সংগে সংগে সমরেশও।

... ... ।

বল এবার কী বলতে চাও? কত বড় গুণ্ডা তুমি; তোমাকে আমি পাঞ্চ্ করে নিতে চাই। বী রেডি, ইউ বীচ্।—সতীশের অন্যমূর্ত্তি এখন। কারণ এই মাত্র প্লাবনে ভেসে যাওয়া জল থেকে কূলে উঠেছে। এইসব তীরভূমি ওর লীলাকেন্দ্র। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় সতীশ সর্দারের পৃথিবী। দিন রাত্রি এবং বর্ত্তমান জীবন। যা বিগত একযুগ ধরে চলেছে। সুতরাং সতীশ এখন হাইলী সেলাসী।

সমরেশের রক্তের টগবগ শব্দগুলি এখনো সমান দ্রুত। সে বলে,ও এখন বুঝি হাঁফানীওয়ালা ঐ ফুসফুসে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়েছে।

ইউ রাইনোসেরাস। —পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে তেড়ে ওঠেন সতীশ।

যা-যা—যা-যা।

সমরেশের ঔদ্ধত্য এবং তীব্র শ্লেষে বিশ্ববন্ধু বাবুর শো-মহল এক সময় উত্তপ্ত হয়। বুঝতে বিশ্ববন্ধু বাবুর দেরী হয় না কেন এবং কী ঘটেছে বা কোথায়? তবুও তিনি ছানাবড়া চোখে প্রশ্ন রাখেন—কী

ব্যাপার সতীশ। জামাইর কী মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে?

ইতি অবসরে বিশ্ববন্ধু বাবুর শো-মহলে এই শহরের বিখ্যাত সব ব্যক্তিরা এসে পৌঁছান। যাঁদের নির্দেশে এই রাজ্যের ভাগ্য ওঠা নামা করে স্পিগ্‌মোমেনো মিটারের পারদের মতো। যতটুকু Push ঠিক ততটুকুই। Release ও ঠিক ওমি। সূর্য্য ডোবে। ওঠে। অন্ধকার আসে যায়। রোদ গেলে ছায়া। বিকেলের ময়দানে পার্কে কম্যুসিটি হলে চা গর-রম চাই চানাচুর-র ভাজা—গরম ভাজির মতো। তেলে ভাজা বক্তৃতা হয়। দেশ, দশ, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। রাজা উজির, ল অ্যাণ্ড অর্ডার। রেভেন্যু ইকনমি। ফাইনান্স, কালচার, মিশন। ইতি উতি। হাঁটি হাঁটি পা পা করে। বস্তুতঃ এঁরা দিবারাত্রির খুনী। আমরা এঁদের দিমিত্রি বাবু। বাণীকান্ত, রামেন্দ্র, ত্রিপুরাসুন্দর, রহমান, খুরশীদ আহমেদ আর নীলকান্ত জামাতিয়া বলে আপাততঃ মনে রাখবো। এঁরা সতীশ সাঁকরেদ। সর্ব্ব সময়ের বিশেষ ধান্দাবাজীর ইয়ার। কাজেই সতীশের এখন দশ দশটি elephant power. যে হাড়গুলি সর্ব্বক্ষণ বুক নামক খাঁচার আড়ালে লিক্ লিক্ করে, শকুনির মতো নাক্ নোক্ চোখ নিয়ে সেই ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সতীশ সর্দার এবার ফুলিয়ে ডানা ঝাপটায়: বাণী, দিমি, রহমান, নীলকান্ত তোমরা এর একটা বিহিত করবে কি না?

সপ্তরথীর মিলিত একটি জিজ্ঞাসা এবং মেকী বিস্ময়—কি ব্যাপার বলো ত সতীশদা?

বিশ্ববন্ধুর এখানে না এলে আমি আজ খুন হতাম। সুরসুরি কাটলে যা হয় দিবারাত্রির খুনীরা সব একটু নড়ে চড়ে বসে,—সেকি? সেকি?

বিশ্বজোড়া কণ্ঠ নিয়েই বিশ্ববন্ধুর উত্তর—এ সত্যি। সমরেশের ধৈর্য্য যেন আর থাকছে না। —কি সত্যি? সপ্তরথীর প্রশ্ন—তোমার শ্বশুর যা বললো?

—আমার শ্বশুর বলবেন না। বলুন, সমাজসেবী উর্দি পরা শঠ মেয়েবাজ ঐ সতীশ সর্দার।

স্তম্ভিত দিবারাত্রির খুনীরা সব।

সতীশের উষ্মায় ঝোড়ো হাওয়ার মাতাল ঢেউ।

……কোতোয়ালী, কোতোয়ালী, কোতোয়ালী? এক্ষুণি। ইয়েস্।

O. C.-কে। আমরা। আক্রান্ত। একটি। একটি গুণ্ডাগোষ্ঠের। ছোকরা।.........

মস্তিষ্ক বিকৃতি নয়তো? আপনাদের আড্ডায়—বৈঠকে। আজ্ঞে—এমন বুকের পাটা—আজ্ঞে কার যে টুঁ শব্দটি করবে?

হাঁ, হাঁ ঘটনাটা সত্যি। এই তো কথা বলছে।

হাঁ। হাঁ।

আমি বা বলছি।

আমি রা।

আমি ত্রি। আমি খূ। আমি নী।

সপ্তরথী?—ব্যাপারটা যে গুরুতর সন্দেহ নেই।

আমি এক্ষুণি Mental specialist Dr. Sen-কে নিয়ে আসছি।

সমরেশ জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত অবস্থায় বক্তৃতার মতো বলে যেমন ও ছাত্র ছাত্রীদের লেকচার ক্লাশে পড়ায়। মাইকে খেলার মাঠে রিলে করে। ষ্টে: পার্ট বলে সর্বাধিনায়কের মতো।

আপনারা ভদ্র। সমাজের মধ্যমণি। এই রাজ্যের উত্থান পতনের নায়ক। আপনাদের বিবেকের কাছে আমার শেষবারের আবেদন—আপনারা একটি পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান। ঐ ষাট বছরের বিকৃত বিকৃত কামনায় তাড়িত ঘৃণ্য ঐ ধূর্ত্ত লোকটিকে একটি মুক্ত-পথের নিশানা দিন। ওকে ফিরতে সাহায্য করুন।

আশ্চর্য্য সতীশের কোন উষ্মা নেই। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে বললে—আমায় পথ থেকে সরাতে পারলে আমার বাড়ী গাড়ী অর্থ কারখানা মালিকানা তোমার—আমার নাবালক ছেলেকে পথে বসাবে। আমায় সর্বস্ব নেবে। কিন্তু আমি যে সক্ষম?

মুহূর্ত্তেই সমরেশের ষ্টেজের ডায়ালগ, লেকচার ক্লাশ সর্ব্বাধিনায়কের মতো ভাবভঙ্গী সবই রিভলবিং stage এর মতো টলটল করে ঘুরতে ঘুরতে যেন ঘোলো হয়ে যেতে থাকলো। টাল খেতে খেতে সে বলে—না। না। এ মিথ্যে কথা। তোমার অর্থ পয়সা সম্পত্তি আমি কিছুই চাইনি। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে সমরেশের। উদ্ধত হয়ে সে প্রস্রাবের ভঙ্গী করে বলে আমি পেচ্ছাব করি তোমার ঐসবে।

আগুনের মতো লাল হয়ে উঠে সপ্তর্ষি মণ্ডল। সেখানে আছে দিবা-

রাত্রির খুনীরা সব। ওরা প্রলাপ বকতে থাকে। ইংরিজী, বাংরিজি ভুল-বাজি সংবাজি এবং রং বাজিতেই বার বার টেলিফোনের লাইন পেতে চেষ্টা করে। —হ্যালো কোতোয়ালী হারী আপ্। আঃ। ওয়াই সো লেট? ....ইয়েট বেটার লেইট দ্যাম্ নেভার।

' ... ... '

ওসি'র বিস্মিত জিজ্ঞাসা সতীশ সর্দ্দারকে—কি স্যার আপনার জামাতা সমরেশ বাবু না?

না, না। দারোগা তুমি ওকে চেনো না। একটা ষণ্ডা ছাড়া কিছুই নয়। আমায় হত্যা করতে চায়। আমার সমস্ত আত্মসাৎ করতে চায়।

সমরেশ ভীত নয়। ওর অন্তরে সতীশের অভিযোগ বা নালিশের কোন বিন্দুমাত্র লিপ্সাও ছিল না। তাই সে ও সির উপস্থিতি উপেক্ষা করে আবার আবেদন করে—আমার অসৌজন্যের জন্য যদি ক্ষমা চাইতে হয় তা আমি চাইবো। কিন্তু কথা দিন আপনারা একটি পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবেন। এঁকে নরক থেকে তুলে আনুন। মেণ্টাল স্পেশালিষ্ট্‌কে সমরেশ অনুরোধ জানায় ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করুন আমার দেহ মনে বিকৃতির কোন চিহ্ন নেই। যদি সম্ভব হয় তো এই Perverted বৃদ্ধকে—sexual pleasure এর জন্য যে মেয়ের বয়সী একটি প্রমত্ত বেশ্যাকে নিয়ে ঘোরে। জলের মতো টাকা খরচ করে। আর এসব সালসারিষ্ট মকরধ্বজ পাচন খেয়ে সব সময়ে উত্থিত লিঙ্গ নিয়ে প্রতিরাতে নিজের ঘর ছেড়ে বেপাড়ায় পড়ে থাকে। —মঞ্চের ম্যাক্সিমাম ক্লাইমেক্সে হাঁটে সমরেশ।

—যে লোক দিনের বেলায় মাঠে মন্দিরে দরিদ্র নারণদের নামে গেরুয়া পরে; প্রেস কনফারেন্সে জকির মতো জার্ক দেয় আর রাতে এসব বিভীষিকার তাণ্ডবে সমাজকে পঙ্গু করে শিষ্টাচারের বুনিয়াদ নষ্ট করে ভণ্ড ঐ সন্তকে একবার চিকিৎসা করুন ডাক্তারবাবু। দেশ বাঁচবে। দশ বাঁচবে কিনা জানি না। কিন্তু দুর্গা প্রতিমার মতো আমার শ্বাশুরীমা বাঁচলেও বাঁচতে পারেন কটা দিন। যিনি আজীবন শিক্ষকতা করে Bank Balance ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে—দিন দিন স্বামীভক্তি সেবা শ্রদ্ধা ভালবাসায় যাঁর ইহকাল পরকাল ছিল—এ লোকটার কাছ থেকে উনি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই পাননি। আমার সেই মাকে আপনারা

বাঁচান। আমি জোড় হাত করছি।

ননস্টপ বলে চলেছে সমরেশ। সা রে গা থেকে নি সা পর্যন্ত। আরোহণ অবরোহণে এতটুকু তালের মাত্রায় ছন্দপতন নেই।

বিশ্বাস করুন ওদের সম্পত্তি প্রতিপত্তির ওপর আমার কোন লোভ নেই। সরল জীবন আমার। বিড়ম্বিত বার বার। ছোট বেলায় নিজের মাকে হারিয়েছি। দেখেছি চরিত্রহীন মাতাল বাবাকে। ওফ্ জনম দুঃখিনী স্বর্গাদপি গরীয়সী মা আমার। মাগো তোমার ওপর সেই নৃশংস অত্যাচারের দৃশ্য আজো যে মা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

— টলতে থাকে সমরেশ।

—ঘর ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে সেই বাবাকে ছেড়ে এলাম এখানে। অনিচ্ছা-সত্বেও এনার রোগা পটকা মেয়েকে বিয়ে করতে হল। তারপর গত এক যুগ ধরে দেখে আসছি এই ব্যভিচারের বাজপাখী। আমার শ্বাশুরী মায়ের নীরব কখনো সরব কান্না। শৈশবে কৈশোরে বাবার এই সব এবং যৌবনে শ্বাশুরের এই ঘটনা উপ ঘটনা...... বলুন, বলুন সপ্তর্ষির নক্ষত্ররা, দারোগাবাবু, ডাক্তারবাবু আপনারা বলুন...বলুন আপনারা... ?—

ক্লান্ত সমরেশ আর পারে না। জীবনের মতো সব চাইতে দীর্ঘ ডায়ালগ্ বলে সে টাল মাটাল হয়।

ক্ষণিক বিরতির পর ড্রপ সিন্ পড়বার সময় দর্শকরা উপস্থিত ভদ্রমহো-দয়দের কাছ থেকে শুনতে পেলেন—এতো আজকাল ঘরে ঘরেই আছে। এ ছেলেটা বড্ড বেশী ইমোশানেল।

দর্শকরা কিন্তু বুঝেছে সমরেশ কি ? হ্যাভেমতাই না শাইলক।

মুন্না তুই strict হ। তুই আমার পাশে না দাঁড়ালে আমি কিছুই করতে পাচ্ছিনা।

কি করতে চান।

আমি চাই এখন লাঠি। শঠদের ঐ ডাণ্ডা ছাড়া ঠাণ্ডা করা যাবে না, বুঝলি।

দেখুন, External change outside pressureএ হলেও internal change আসছে কি করে জামাইবাবু ?

মুন্না তুইও যদি আমায় দর্শন এবং সাহিত্যের কথা শোনাস এই ভয়ানক ক্রুদ্ধ মুহূর্তে তা হলে যে সব বানচাল হয়ে যাবে মুন্না।

জামাইবু' যে লোক জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় কি ?

খুব রাগ হয় সমরেশের। বুঝেছি বনলতা সেন আর লেডী ম্যাক্‌বেথ্ পড়ে তোর বারোটা বেজেছে। ঐ সব গেরুয়া কথা বললে আশ্রমে গিয়ে থাকগে যা। আমি কার জন্য, কেন, কিসের জন্য করছি ? এই বাড়ীর সম্পত্তি, মালিকানা কারখানা ঐ ধুমসী ডাইনীটার নামে যখন লিখে দেবে তখন বুঝবি। এ ছাড়াও মর্য্যাদা এ বাড়ীর নাম সুনাম—যাক্! মুন্নাকে জাগাতে চেষ্টা করে সমরেশ।

দাদাবু' যে লোক শিক্ষিত যাঁর বুদ্ধিজীবি বলে খ্যাতি আছে, গণ-চেতনার নামে যার চোখে জল এত শ্রম তাঁর এই ইন্দ্রপতন·········না, না আমি চাই উনি নিজেই ফিরে আসুন। By force কিছু হবে না।

দুম করে একটা চড় বসায় সমরেশ মুন্নার গালে।

—ষ্টুপিড! কার জন্য এ সব বলছি ? তুই আমায় জীবনের way সম্বন্ধে জ্ঞান গাম্য দিস ? কেঁদে ফেলে সমরেশ।

মুন্নাকে বুকে জড়িয়ে আবার বলে : Be bold মুন্না। বুকে সাহস নে। 'চ' আমরা দু'জনে ঐ বৃদ্ধকে নরক থেকে মুক্ত করি। নইলে সে পঁচে গলে লাস হবে। দরকার হলে Physically assualt করেই আনতে হবে। ভয় দেখাবো। অন্তরীণ রাখবো। Torture করতে হবে। তুই শুধু আমার পাশে থাক মুন্না। তুই না থাকলে যে আমি এগোতে পাচ্ছি না ভাই। আমাকে ঐ দুষ্টচক্র জেলে দেবে। বলবে সম্পত্তি বেহাত করার জন্য আমি এ সব করছি। তুই একটু বুঝের ব মুন্না। একটু শক্ত হ। এই পাপকে প্রশ্রয় দিস না আর। এতে মা তো গেছেনই তুইও পুড়ে যাবি। সর্বস্ব যাবে। তাই তোর একটু শক্ত হওয়া দরকার।

মা দৃঢ় হোন আপনি। মনঃস্থির করুন। আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে বছরের পর বছর এই পাপাচার চালিয়ে যাচ্ছে স্বামী নামধারী ঐ লোকটা। পাঁচ-সাত বছর আগে থেকে যদি আমার কথা শুনতেন আজ এ পর্য্যায়ে দাঁড়াতো না। বেতনের সম্পূর্ণ টাকা আপনি আপনার নামে

Separate SB/AC-তে deposit করুন। Post office-এর savings থেকে আর কিছু তুলবেন না। ঐ লোকটার চর্বি আর বাড়তে দেবেন না। আঘাত দিন। আঘাতের পর আঘাত। চরম আঘাত। হ্যাঁ, তার জন্যও তৈরী থাকতে হবে আপনাকে।

সমরেশ আজ ৩২ বছর ধরে এই সংসারের ঘানি টানছি। চোখে ঠুলি পড়েছি। কলুর বলদ সেজেছি। সর্বস্ব দিয়েছি। খুইয়েছি সব। কিছু বলি নি তবু। ত্রিসন্ধ্যা এ সংসারের মঙ্গল কামনায় ঠাকুর ঘরে, তুলসী তলায় এবং কঠোর পরিশ্রমে প্রাণপাত করে চলেছি। এতটুকু অনিয়ম যাতে না হয় সেই চেষ্টাই তো এতকাল করেছি বাবা। কিন্তু আজ এ কি হল? ঠাকুর কি তবে মুখ তুলে চাইবেন না?

তখন যদি শক্ত হাতে একটু হালটা ধরতেন আজ এ'দশা হত না। ঐ সব ত্রিসন্ধ্যায় কী কী সব করেন—কেন করেন? অত অতি নিষ্ঠাইতো আপনাকে ডুবিয়েছে। আপনি প্রার্থনা করেছেন, মঙ্গল কামনা করেছেন। আর ঐ লোকটা যা খুশী তাই করেছে। দেশের নামে ভণ্ডামি। দেশের নামে ষণ্ডামি। ধর্মের নামে ভাঁড়ামি। ভড়ং গুণ্ডাবাজি.........।

সমরেশ? আদ্যাশক্তিরূপিণী সুরমা বললেন—তুমি জান না কাকে কি বলছো? আমি যখন শ্রদ্ধা এখনও হারাই নি তখন তুমি......?

শাশুড়ী মাকেও ছাড়ে না সমরেশের বিদ্রূপ। মা আপনার এই শাক্ত চেতনা যদি একটু আগে জাগতো?......

জানো বাবা? চকিতে সেই রুদ্রমূর্তি নিভে গেল। শোননি কি মহাভারতের সেই বনপর্বের কথা—যেখানে মুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে কলিযুগের আচার আচরণ সম্পর্কে বলেছিলেন? নইলে মেয়ের বয়সী? ....সমরেশ!

বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? ঋষি মারকণ্ডেয় যা বলেছিলে দ্বাপরে—তা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে আমাদের সমাজের ছবির সঙ্গে।......এ হবেই সমরেশ।

অবাক হয় না সমরেশ। মনের কোণে কোন স্বাভাবিক প্রশ্নও উঁকি দেয় না।—এ আমি কাকে জাগাতে চাইছি—কোথায় বলছি—কিসে বলছি ? সমরেশ জানে সুরমা চৌচির। সমস্ত অনুভূতির বাইরে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ধৈর্য্য ধরতে হয় সমরেশকে।

*　　*　　*　　*　　*

: ডাক্তারদা এখন আমি কি করি বলুন তো ?

: সমরেশ তুমি হাল ছাড়বে না। এতটা যখন এগিয়েছ—তোমার নিঃস্বার্থ কাজ ভয় কি ?

: কিন্তু কি ভাবে ? কাকে নিয়ে ? কোন ভরসায় বুঝে উঠতে পারি না।

: সমরেশ, চোট পাবে। কারণ তোমার পায়ে আঙুল আছে। ঢিলটি মেরেছো পাটকেলটা খাবে না ?

: আমি তো ঢিল মারি নি ?

: এও এক ধরণের ঢিল ছোঁড়া বইকি ? মুন্না ছেলে-মানুষ। সুরমা দেবী দুর্বলপ্রাণা। তোমার বুকভরা সাহস নিয়ে ওদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। ওরা অসহায় না হলে কি আর অমন বলে ? আবার সংযত, শান্ত হতে বলে ?

: তাহলে আমার Next ?

: আগের property-গুলো সুরমাদেবী বা মুন্নার নামে লিখিয়ে নাও। দ্বিতীয়, তৃতীয় যা হবে পরে এসো। ভাবা যাবে'খন।

: 'Court-এর help নিলে কেমন হয় ?

: বড় জোর ভরণপোষণের কিছু বরাদ্দ মাসিক সুরমা দেবী বা মুন্নার জুটতে পারে। এর বেশী নয়।

: কেন আইনে তো আছে—দুটো বিয়ে চলে না। এক স্ত্রী থাকতে আরেকবার বিয়ে……

: সমরেশ ও সব যতদূর জানি তোমার আমার জন্যই আছে। সালসারিষ্ট খাওয়া মহাজনদের জন্য নয়। থাকলেও তা কার্যকরী হয় না।

: এটা কি আইন হলো ?

: হাঁ, আইনের উপর একশ' বার শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। এ আইনের

অপর একটি বিধান। যার সভ্য নাম বে-আইন। কোন কারচুপি নেই এতে।

: সব শালাই চোর ডাক্তারদা। সব শালাই ঐ.........ঐ। বাঞ্চোতদের এক খোয়ার। এক খোয়ার। ডাক্তারদা সত্যি বলতে কি আমার নিজের উপরই আর কোন আস্থা রাখতে পারছি না।

: সমরেশ এমনি করেই সব মূল্যবোধ হারাতে থাকে। জীবন, যৌবন, ধন, মান...... ।

চার অধ্যায়

দ্যাখো জামাই আমরা এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। ভাবছি। এমন কি মেয়েটাকে নিয়ে মিটিংও করেছি। জানলে— আমরা বলি কি এ আর এমন কি? বহু বিবাহ প্রথা তো আর আজকের নয়? তোমার M. A-তে History ছিল জানোই সব। তাছাড়া এ হামেশাই হচ্ছে। একে মেনে নাও। মেয়েটারও এক কথা—মনে-প্রাণে সে সতীশবাবুকে চায় যখন।

দি-বা-রা-ত্রি-র-খু-নী-র মিলিত সিদ্ধান্তের জবাবে সমরেশ কিছুই বলবে না ভেবেছিলো। কিন্তু ওর অন্তর ওকে প্রতিবাদের টেলি ম্যাসেজ জানায় আবারো। নিরুত্তর থাকতে পারলে না সমরেশ।—একটা বাজে মেয়েছেলেকে নিয়ে আপনারা মিটিং করতে পারলেন?

: তোমার শ্বশুর ইয়ে করে আর তুমি বলছ—ওকে বাজে মেয়েছেলে?

: বেশ্যা—রেণ্ডি এবং ইত্যাদি বলি নি। শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগে না ঐ শব্দগুলি।

: তোমার রুচি আছে তো! সে যাক্—হয় উর্বশীকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে হবে নয়তো যেমন চলছে তেমনি চলবে।

: ভগবান মঙ্গলময় যে বিচারের তুলাদণ্ড এবং তার সব বাটখারা-গুলো আপনাদের মতো ঋষিদের হাতে তুলে দেন নি এখনো।

: এই আমাদের Final decision.

চোখের তিরিক্কি আর তেরেকাটা ছেনিগুলো সমরেশের কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—সত্যি তো এমন Modern decision-এর তুলনা হয় কি ? সতীশ সর্দারের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতে পাচ্ছো মাস মাস। যতক্ষণ ওর শ্বাস থাকবে ততক্ষণ তোমাদের আশ তো থাকবেই।

: We say শাট্-আপ্‌। ইউ গেট আউট।

: অত বাংরিজি আওড়িও না — সতীশ সর্দার থাকলে তোমাদের পথ রাজপথ হয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে তোমাদের দৈনিক সালসার খরচও চলে। যেমন ঐ রম্ভার জন্য কিলো কিলো মাছ মাংস আর গা-ভরা গয়না।

: বিশ্ববন্ধু, বিজয়, দরোয়ান দিয়ে একে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। অসহ্য এই সব উক্তি। এর উপযুক্ত জবাব তুমি পাবে ছোকরা ; সময়ে।

: নেতৃবৃন্দ—তোমাদের ছুরি এবং পিস্তলের চেহারাগুলি আমার অচেনা নয়। আর তোমাদের Assistant-গুলি মানে Ghost-রা যাদের দিয়ে তোমরা ইলেকশন জেতো, সমরেশদের রক্ত চাও, ওদেরও আমি চিনি-জানি। ওদের নিয়েই আমার ইউনিয়ন। হিম্মত থাকে তো টোকা দিয়ে দেখো।

যেন এক টুকরো ইস্পাতের হল্কা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু ড্রাগনের লালা ঝরতে থাকে অবিরাম। এই লালার বিষাক্ত সংক্রমণে দেশময় epidemic disease-এর সৃষ্টি হয়। তাতে আক্রান্ত হয় সমরেশ—সমরেশদের মতো সহস্র নাগরিক। ফলে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু অনিবার্য্য হয়ে উঠে। যেমন—যে সত্য বলিবে বা সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে তার আয়ু ২৪ ঘন্টা—এই দেওয়াল লিখনের মতো।

একটি রেস্তঁরায় বসে সমরেশ ও মুন্না। দু' গ্লাস জল সামনে। মুন্নার গ্লাসের ভেতর একটি উড়ন্ত মাছি পড়ে। উড়বার আশায় সে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। মুন্না হাত বাড়িয়ে গ্লাসের জলটা ফেলে দিতে চায়। সমরেশ বাধা দেয়। এই যে মাছিটা দেখছিস সে আর কখনো উঠতে পারবে না। এম্নি ছট্‌ফট্ করে এক সময় দেহের সমস্ত ফুয়েল চলে যাবে। তারপর ঐ মৃত মাছিটা Tea-boy-এর ফেলা জলে নর্দমায় কফিনে শুয়ে থাকবে। মিউনিসিপালিটির ধাঙ্গররা ড্রেইন পরিষ্কার করবে যখন অজস্র নোংরার

সাথে সে-ও একাকার হয়ে যাবে।

আবিষ্ট সমরেশ বলতে বলতে এবার মাথার উপর ছাদটা দেখিয়ে বলে—ঐ দ্যাখ মুন্না একটি শুয়ো পোকার চারপাশে মাকড়সাটা কেমন জাল বুনেছে? মিনিট দুইয়ের ভেতর দেখতে দেখতেই শুয়ো পোকাটার সমস্ত দেহটা ছেয়ে গেলো মাকড়সার বোনাজালে। মুন্না দেখলিতো—কেমন বুঝলি—এ সৃষ্টির রহস্য? মুন্না ভাবতে পারে না জামাইবাবু কেন এত হেঁয়ালী হয়ে উঠেছে?

—জানলি মুন্না আর কোনদিন এই শুয়োপোকাটা সুন্দর প্রজাপতি হয়ে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। তোরও এমনটি হবে মুন্না।

মুন্নার কেমন যেন শীত শীত করে। সময় থাকতে চেষ্টা কর। আমার সংগে আয় মুন্না। তুই আর মা front এ থাক। আর যা করবার আমি করব। করমচা, মংলা ফেলু শেখ ঐ সপ্তর্ষিদের সমস্ত টাউটরাইতো আমার হাতে। আমি ওদের ইউনিয়নের সভাপতি। সুতরাং ছুরি, পিস্তল কোনটাই ভয় নেই আমাদের।

মুন্না বলে—মা তুমি পাথর হও মা। নইলে সতীশ সর্দারের সর্দারী আর কেউ রুখতে পারবে না মা।

মুন্না, শত হলেও তোর বাবা উনি। তাঁর সম্পর্কে তোর এই—এত অধঃপতন? ছিঃ ছিঃ। —একটু উত্তেজিত হয়েই আবার সুরমা দেবী নেতিয়ে পড়েন। নরম হয়ে যান। সুরমা দেবীর স্পন্জের স্বভাব। স্বভাবতই সমরেশকে বিব্রত করে। এই আস্কারা এবং এর সুযোগ নিয়েই তো দিনে দিনে ঐ ব্যাধ কালকেতুটা বেড়েছে।

—ছিঃ বাবা ও রকম বলতে নেই। উনি তোমার জন্মদাতা। এই আলোর পৃথিবী উনিই তোমাকে দেখিয়েছেন।

সুরমার এইসব উক্তি আর সহ্য করতে পারে না সমরেশ। সুরমার ছায়া মুন্নাতেও। তবু মুন্নাকে বলতে হয়—তাইতো ঐ গুণ্ডামি ইতরামি বেড়েছে। মা তোমার পায়ে পড়ি। ওরকম আদর্শের বীজ বপন করে আমার সমগ্র রক্তের অখণ্ড সত্ত্বাকে তোমরা কত বিকৃত করছ। ভক্তির নামে এসব পাপ কখনো ধর্ম সমাজ সইতে পারে না। মা তুমি শিক্ষিকা। ছাত্রছাত্রীদের ভক্তিশ্রদ্ধা যজবে নিশ্চয়ই। আমাকে তো বটেই। কিন্তু

প্রতিবাদ করতে শেখাওনা কেন অসত্য অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে ?

আমি বড়ো অসহায়। দুর্বল। আর ওভাবে আমায় আঘাত করিসনা মুন্না। আমি আর বাঁচবো না।

বুঝেছি। মারীচ শুধু সোনার হরিণ সেজে বাবার সামনে লাফাচ্ছেনা। তোমার সামনেও। কিন্তু তুমি বুঝতে চাওনা কেন যে একই লেজের আগুনে হনুমান এই লঙ্কাপুরী ছারখার করবেই করবে।

মুন্না এই কি তোর জীবন দর্শন ? তুই না সাহিত্য করিস ? সাহিত্য কি ধ্বংসের পথটা দেখায়রে ?

না মা। সত্যকে প্রতিষ্ঠাই সাহিত্যের প্রকৃত ধর্ম। তাই অনিবার্য্য প্রয়োজনেই ধ্বংসের দরকার হয়। ধ্বংসের কথা বলতে হয়।

বুঝেছি। তুই আর সমরেশ মিলে আমায় পাগল করবি। তোর বাবাকে তো করেইছিস।

পাশের ঘর থেকে এতক্ষণ সমরেশ সব শুনছিল। সুরমা দেবী এই মাত্র তরী ডোবালেন বলে—তাই ছুটে এসে বলতে হল—'মা এ আপনি কি বলছেন ?

ঠিকই বলেছি সমরেশ। আঘাত দিয়ে দিয়ে তুমি ওঁকে পাগল করেছো একি সত্য নয় ?

কাকে পাগল বলছেন আপনি ?

কেন তুমি কি জানোনা যে উনি পাগলের মতো প্রলাপ বকছেন বেশ কিছুদিন ধরে ? পাগল হতে আর দেরী কোথায় বলতে পারো ?

........................!

সমরেশ এই—সেই—সময় যে সময়ে আঘাতের পর আঘাত দরকার। তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত করা দরকার ঐ সর্দ্দারকে। আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই তোমার। ....

..........................!

বাবা বাবা তুমি কেন অমন করছ ? কী হয়েছে তোমার ? বল না কী কষ্ট হচ্ছে ? কোথায় কষ্ট ? —বাবা তুমি তো জানো তোমার আদর্শ রুচির দীর্ঘ রজ্জু ধরেই আমার ভাবীকাল রচিত হচ্ছে ? মর্য্যদা নাম সম্ভ্রম সব গেল—তুমি ভ্রষ্ঠ হলে অভিশাপে ডুবে থাকলে আমি

কোথায় যাবো ? কি কোরব ? বলো বাবা বলো ? উত্তর দাও। নয়তো এই নাও পিস্তল। আমার বুকের অলিন্দগুলো ঝাঁঝড়া করে দাও। তারপর আমার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে তুমি তোমার বৈজয়ন্তী উড়িয়ো। কেউ বাধা দেবেনা। কিছু বলবেনা। বাবা—বাবা।

সতীশের বুকে বিলাপ করতে থাকে 3rd year degree Course এর Arts এর best ছাত্র মুন্না। ভাবীকালের পল্ মানস।

সুরমাকে ঠিক এই সময় পাঠাতে পারলে কাজ হত। কিন্তু এত বুঝিয়েত সমরেশ সুরমাদেবীকে ঐ ঘরে পুত্রের পর স্ত্রীর কোন বক্তব্য রাখতে পারলোনা। শেষে ও নিজেই ঢুকলো।

—আপনার পায়ে পড়ি। আমি ক্ষমা চাইছি। আমার সমস্ত কঠোর অশালীন আচরণের জন্য। কথা দিন আপনি কলুষ মুক্ত হবেন। সূর্য্যউজ্জ্বল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে মুন্নাকে বুকে নিয়ে বলুন—সে অন্ততঃ মাথা উচুঁ করে একদিন দাঁড়াবার পথ করে নিতে পারবে। আমি এবং সুরভি অনেক দূরে সরে যাবো। দরকার হলে মাও যাবেন। আপনি সু-চেতনায় ফিরে আসুন। আমাদের মুক্তি দিন। এই শহরে ঘাটে মাঠে পথে আমরা আর মাথা নীচু করে হাঁটতে পাচ্ছি না। বাসাভাড়া চাইলে মালিক মুখের ওপর না করে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখছে। Teacher's Room এ আমি এবং মা একা একা মাথায় হাত দিয়ে বাসী সংবাদ পত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। অনতিদূরে ফিস ফিস করে সহকর্মীরা। বাসে রিকশোয় অলিগলিতে আজ একটা বিষাক্ত ড্রাগনের নিঃশ্বাস। আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। বেঁচে থেকেও আমরা মৃতপ্রায়। আপনি একবার ভাবুন আমাদের কথা।

Get out, Get out I say get out. Who are you ? Why are you killing me in this way ? .... সুরমা মুন্না আমায় বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেললো এই গুণ্ডা। আমি আর বাঁচবোনা।

সীন্ ক্রিয়েট্ করে চেতনা হারাবার ভাণ করে ধূর্ত্ত এবং লোভী যযাতি সতীশ সর্দার।

—ওগো আমার একি সর্বনাশ হলো গো? তোমরা কে কোথায় আছো বাঁচাও। সমরেশ ওঁকে খুন করেছে। ওঁকে বাঁচতে দেবেনা আর।

কারখানার Manager কানাইবাবু ছুটে আসে। ডাক্তারবাবু এসে বললেন It's a case of severe mental shock. প্রেসক্রিপশান্ দিয়ে গেলাম। পরে একবার এসে দেখে যাবো।

মুন্নাও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়। ভাবলো বুঝি সমরেশই এর জন্য দায়ী। যা একটু আগেই সুরমাদেবী ভেবে নিয়েছে। সমরেশ জানে এ ছল। লোকটার ছলনার অভাব নেই। ডাক্তারবাবুও যা বলে গেলেন তাও বানোয়াট। কারণ ঐ ডাক্তার সতীশেরই পেটোয়া লোক। সমরেশ সজীব। এখনো অব্দি কর্ত্তব্যে অটল। লক্ষ্যে অস্থির নয়।

: আমি কেন দূরে সরে যাবো?

: তুমি একটা সোনার সংসার ছারখার করছ তাই।

: আপনাদের প্রচুর পয়সা। বাড়ী গাড়ী। তাই ওটা সোনার সংসার। কিন্তু ওসব না থাকলেও আমাদেরটা পেতলের বলে মনে করছেন কেন?

: তুমি কি পেলে রাজী হতে পারো?

: আমাকে তুমি বলার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?

: তোমার ব্যবহার, চালচলন, স্বভাব।

: তাহলে তুমি জেনে রাখো সমরেশ, আমিও তোমাকে 'তুমি' বলার যোগ্যতা ১২ বছর আগে থেকেই অর্জন করে আসছি।

: তাই নাকি? খুন চাপে সমরেশের মাথায়। তা হলে তো ফুল চন্দন দূর্বা মালায় তোমায় বরণ করে নিতে হয়।

: তাই নিতে হবে। আজ না হয় কাল।

: কারণ?

: সে তো অনেক কথা। মহাতির জরাব্যাধির জন্য আমি আমার সর্বস্ব খুইয়েছি।

: তার বিনিময়ে তো তুমি অর্থ গয়না আর পেয়েছো প্রাত্যহিক জীবনের অফুরন্ত চাহিদা সম্ভার।

: সমরেশ তুমি জানো সামান্য ঝি হিসেবে আমি জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে দেখলাম প্রতিনিয়তই এই সব রাঘব বোয়াল থেকে কই চুনোপুঁটি পর্যন্ত সবাই কেউ আমার শ্রমের মর্যাদা দেয় নি। আমার দেহের মূল্যই ছিল তাদের কাছে বেশী।

: ....আর সে জন্যই তুমি এতদূর এগিয়ে এশ্চো—তাই না?

: আগেই বলেছি শ্রমের মর্যাদা আমি পেতে চেয়েছিলাম—পাই নি। দেহের মর্যাদাও আমি জানি এ সমাজে অসহায় আমি রাখতে পারবো না। তোমরা জ্ঞানী-গুণীরা হয়তো গার্গী মৈত্রেয়ী অনেক কিছু বলবে। কিন্তু সে সব আমাদের মতো উর্বশীদের সইবে কেন বলো? বিশ্বাস কর সমরেশ, বাঁচার জন্যই—আমার স্বীকৃতির জন্যই চেয়েছি স্ত্রীর মর্যাদা। তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো এ জীর্ণ যযাতিকে কেন আমি এত ব্যবধানেও গ্রহণ করলাম।

কি প্রশ্ন করো? চুপ করে রইলে যে?

বরফের মতো জমে গেলো সমরেশ।

—করলাম এ'জন্য যে রাম-শ্যামা আমার অর্গল দিয়ে রাখতে পারবে না। আমার বাঁশের বেড়ায় ক্ষণভঙ্গুর অন্তরাল এক মুহূর্তেই ঝড় জল গরুতে ভেঙ্গে দেবে। তাই—হাঁ তাই—এই ইঁটের শক্ত ভিত নিলাম। না হয় বলতে পারো সমরেশ কি আছে ঐ বৃদ্ধ যযাতির?···

···রূপ?—না। ঐ পদার্থের কোন অস্তিত্বই নেই।

···যৌবন শক্তি?—না। সালসারিষ্ট দিয়েও আর ওকে জাগানো যায় না সমরেশ।

···অনুভূতি?—না। নেই। বিশ্বাস করো তাও নেই।

···তবে কি আছে? আছে। একটা খামখেয়াল বিকৃতি। নোংরা মনের কিছু লালা। লিপ্সা।

হিমঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেন সমরেশ বললো—

: তুমি দেখছি শুধু ডাইনী নও। বাক্‌চতুরীও। নইলে লোকে তোমাদের রে' বলে কেন?

: সমরেশ তুমি জানো আমি যা বলেছি এর একতিলও মিথ্যে নয়। তবু তুমি আমায় এত অপবাদ দিচ্ছ কেন?

: তোমার স্বর্ণ চরিত্রের মাধুর্য দেখছি বলে। আচ্ছা আগে আরো দু' দু'বার তুমি স্বামী বদল করলে কেন ?

: তাদেরও এমনি এক একটা ইতিহাস।

: ইতিহাস ?......ইতিহাস বস্তুটা সম্বন্ধে কি ধারণা তোমার ?

—বুকে মৃদু ব্যথা অনুভব করে উর্বশী।

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম কোন একদিন। পথে লুট হলো আমার সব। অনেক দূরে নির্বাসিত হলাম আমি।—না। আর কিছু বলবো না। সমরেশ বলো এসব বলে কি হবে? কে শুনবে? তুমিই বলো একি কারুর শোনা উচিত ?

: তাহলে তুমি যাবে না ?

: না। ওকেও ছাড়বো না।—চোখের কোলে উর্বশীর এক ঝলক আগুন।

: উর্বশী তুমি নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই তৈরী করছো। তোমার কি প্রাণের মায়াও নেই ?

: প্রাণ ?—সে তো একটা বায়বীয় বস্তু। তার আবার ভয়। এখন আছে তো তখন নেই। ওকে ভয় খেয়ে কি হবে সমরেশ ?

: রম্ভা তোমার পরিত্রাণ নেই। মংলা ফেলু এরা কেউ তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না। আমি তোমায় দশ হাজার দিচ্ছি তুমি অন্যত্র চলে যাও। এখনো সময় আছে।

ঘুঙুর তালের হাসি হাসে এবার উর্বশী—

—দশ হাজারে পেট ভরলে যেতাম। আমার নাম তো রম্ভা নয়। উর্বশী।

সমরেশ বুঝলো গুণ্ডার ভয় টাকার লোভ দেখিয়ে কিছুতেই—কব্জা করা যাবে না একে। সমরেশ ইচ্ছে করলে কুলটা কিংবা আরো যা-তা বলতে পারতো। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনে পড়লো ও শিক্ষক। ওর বিবেচনায় বলে এরা কুলটা হয়ে—উর্বশী হয়ে জন্মায় নি ; এদের সতীশেরা কুলটা বানিয়েছে।

তাই কিছুটা নিস্তেজ, সমরেশ বলে—আমি শিক্ষক। তোমায় মেট্রিক পাশ করিয়ে দিয়ে তোমার জীবনের একটা লাইন তৈরী করে দেবো। তুমি রাজী হও।

: এই ত্রিরিশে সে আর সম্ভব নয় সমরেশ ?

: আচ্ছা ঐ ৬০ বছরের বুড়োটার প্রতি তোমার ঘেন্না হয় না ?

: ঘৃণা ?—না। ওসব অনেক আগেই গঙ্গা যমুনার জলে বিসর্জন দিয়েছি।

: ওঃ। সব তীর্থই শেষ তাহলে।

: এক রকম। এখন আমার শেষ তীর্থের অভীপ্সা।

: সে কি ?

: বড়লোক হওয়া। ধনী হওয়া। যাতে দরিদ্রের কোন অভিশাপ আর আমার মেয়ে উর্মিলাকে অন্ততঃ স্পর্শ করতে না পারে।

সে যেন তার মায়ের মতো ঝি হতে গিয়ে এমন বিপাকে না পড়ে। কোন সমরেশ কিংবা প্রগতিবান যুবক যেন ওকে উপদেশ উপরোধ না করতে পারে। তাই এ ব্যবস্থা—এত পাকা আয়োজন সমরেশ।

: এই তোমার শেষ কথা ?

: শেষ কথা বলে কোন কিছু নেই। তুমি টিচার। তুমি সবই জানো।

: তাহলে তুমি আমার কোন প্রস্তাবেই রাজী হচ্ছো না।

: প্রস্তাব যা দেওয়া তা তোমার শ্বশুরকে দাওগে সমরেশ।

—ক্লান্ত উর্বশী আর পারে না। দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলো এক যুগের সঞ্চিত-কলঙ্কিত একটি প্রস্রবণ। একটি অন্ধকার ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ একাকী থাকতে চাইলো ও।

উর্বশীকন্যা—উর্মি সমরেশ এবং উর্বশীর সমস্ত কথাই শুনছিল এতক্ষণ। ক্ষোভে উন্মত্ত উর্মি যেন ওর দাপটেই উর্বশী নামক জাহাজখানাকে এক্ষুনি চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে সক্ষম।

ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী উর্মি। বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী। স্পোর্টসে আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়ান মেয়ে বিভাগে। বিদ্যালয়ে সে ফ্রীতে পড়ে। জলপানি ও রাহা খরচ পায়। তবু বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রীরা অনেকেই ওর রক্ত সম্বন্ধে সন্দেহ করে। মুখরোচক নানাকিছু ছড়ায়। উর্মির বাবা কে ? উর্মিও ভাবে সে মাকে জিজ্ঞাসা করবে একদিন। বিদ্যালয়ে পাড়ায় সমাজে সে কাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। সমস্ত নীরবে সয়ে যাচ্ছিল এতদিন উর্মি। কিন্তু আজ আর পারলোনা।

—তুমি এসব কি আরম্ভ করেছো বলতে পারো ? অবাক হয় না উর্বশী। উর্মি এই মুহূর্তে ওকে আর মামনি বলেও ডাকেনি। গলায় ওর ক্রুদ্ধ প্রশ্ন। বিদ্রোহের ইংগিত।

—উর্মি, আমায় এখন একটু একলা থাকতে দাও।

—না। তুমি আর একলা থাকতে পারবে না। বলো ঐ লোকটার অতসব প্রশ্নের উত্তর কেন তুমি দিলে ?

—উর্মি ?

—আমি জানি তোমার সব ব্যথা যন্ত্রণার কথা। কোনদিন তো তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

—কেঁদে ফেলে উর্বশী। কেন বললি না উর্মি ? জানিস যদি তবে এই পাপিষ্ঠাকে কেন এতটুকু সাহায্য করলিনা ? যে আমি এতদিন ধরে একা এত টন টন যন্ত্রণার বোঝা বুকে নিয়ে জ্বলছি—তারতো কিছুটা লাঘব হত উর্মি ?

—তুমিও তো আমায় বলোনি কোনদিন ?

—তুই তো একবারো আমায় জিজ্ঞাসা করিস নি ?

উর্বশী ক্লান্ত অনেক ?

উর্মি বুঝতে পারে মায়ের বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দুঃখ পেয়ে পেয়ে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ওখানে। ফুসফুসে এখন নীলরক্ত জমাট বেঁধেছে। আর দুঃখ দিতে উর্মির মন চাইলোনা। ক্লান্ত উর্মিও। উর্বশী জাহাজটার গায়ে সে উদ্যত ফণাটাকে ধীরে মিশিয়ে দিলো। একসাগর জলের বুকে উর্বশী আর উর্মি যেন চিরকালের সান্ত্বনা—একে অন্যের।

কিছুই ভাবতে পারছে না সমরেশ ও মুন্না। উর্বশীকে বাগে আনা যাচ্ছেনা। আনা যাচ্ছে না সুরমা দেবীকেও। উর্বশী বলছে আমার দাবীর কোন হের ফের হবে না। তোমরা জেনে রাখো সমরেশ। সুরমাদেবী বলছেন, বাবা সমরেশ থাক। আর অত গোলমালে কাজ নেই। উর্বশী চলেই আসুক এ বাড়ীতে। শুধু ওর মেয়েটাকে যেন না আনে। বাড়ীতে মুন্না আছে তো।

ভীষণ বকুনি দেয় সমরেশ। আপনারা তো দেখেছি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। নইলে যে ছিল এক দিন এ বাড়ীর ঝি চাকরাণী তাকে গৃহিনীর মর্য্যাদা দিতে বলবেন কেন ?

বাবা সমরেশ—কোন কঙ্কাবতী সতীলক্ষ্মী কি কোন দিন এ বলতে পেরেছে ? তোমরা আমার যন্ত্রণার দিকটা কি একবারো ভেবে দেখবেনা যে যন্ত্রণায় গত ১২ বছর ধরে দগ্ধ হচ্ছি।

সে তো আপনারই শৈথিল্যে ?

সমরেশ শৈথিল্য বলো দুর্বলতা বলো যা হোক এখন আমি আর পারছিনে। অন্ততঃ ডোবার আগে ডুবন্ত মানুষ যেমন একটা ভাসমান তৃণখণ্ডকে ধরেও বাঁচতে প্রয়াসী হয় তাই চাইছি বাবা !

যেখানেই প্রতিকারের কথা ওঠে সেখানেই জ্ঞান আদর্শ টনটনে আর সুরমার তফাৎ বুঝতে পারে না সমরেশ। সমরেশ বোঝে ভালই। আসলেই সুরমা উর্বশী এক এক। ভিন্ন পরিবেশে এদের আলাদা পরিচিতি। বুঝেও সমরেশ শ্বাশুরীকে বাঁচাতে তৎপর হয়। উর্বশীকে নয়। কারণ সুরমাকন্যা সুরভিকে গ্রহণ করে সররেশ সামাজিক স্বার্থের শরিক হয়েছে। ওর দাড়িপাল্লা তাই সুরমার দিকেই। সে ভাবছে ঐ প্রতারক লোকটা যাকে ও শ্বশুর বলে সুরভির জন্মদাতা বলে একদিন জেনেছিল সেই হয়তো গত ১২ বছর ধরে স্লো-পয়জনিং করে সুরমাকে বিকল করে ফেলেছে। নইলে ওর সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? সুরভি একদিন বলেছিলো সমরেশকে তোমাকে যমের মুখে হয়তো ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু কখনো অন্য মেয়ের হাতে নয়। কিন্তু সেই সুরভির মা কেন এমন বলছে ?

বলতে পারিস মুন্না কেন ? নিজের অজ্ঞাতেই সমরেশ মুন্নাকে প্রশ্ন করে। কিন্তু সমরেশ দেখলো মুন্না কখন যেন ওর পাশ থেকে উঠে চলে গিয়েছে।

জানেন ডাক্তারদা এদের বংশের রক্তটাই খারাপ। বাপ ছিল অতি নিম্ন শ্রেণীর। বোষ্টুমি নিয়ে থাকতো। খর্ব্বকায়। গাঁজার ছিলিমে সময় কাটাতো। এই সতীশ সর্দ্দারের ইতিহাস সেই ছোটবেলা থেকেই—মেয়েবাজির। এরা সাত ভাই। সবাই একাধিক মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে জড়িত। সুতরাং এটা এদের heridity বলেই ধরা যায়। তথাপি এদের পরিবারের সুরমাদেবীরা স্বামীর কল্যাণ কামনায় ব্রত করে। তুলসীতলায় ধূপদীপ জ্বালায়। ঠাকুর ঘরে আরতি করে। এদের পরিণতির কথা ভাবতে তাই অবাক হই না। নিজের স্বার্থটাকে বড়

করে দেখেছি বলেই না উর্বশীর দোষারোপ করছি। বেচারীর কী দোষ দেবো বলুন তো? নিজেদের লজ্জা ঢাকতে ওর চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করার তালে আছি। খুব বাজে লাগে। সুরমাদেবীর মেয়েকে বিয়ে করেছি সেহেতু সব সয়ে যেতে হচ্ছে।

সমরেশ কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করতেই হবে। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। তবু আমরা হই। কারণ আমরা এত গভীরে যেতে চাই না।

আচ্ছা ধর্ম টর্ম বলে কি আর কিছু আছে?

তোমার আমার হতাশার জন্য কি ধর্মকর্ম ঠিক থাকবেনা সমরেশ?

এগুলি কি পূর্বজন্মের কোন কর্মের জন্য হয়?

জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করলে এ সম্ভব।

বিশ্বাস করি কী করে? সুরমা দেবী এত দান ধ্যানে সতীলক্ষ্মী। তাঁর এই অবস্থা কেন?

হয়তো মুক্তির সিঁড়ি খুজে পেতে তাঁকে এইসব আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে এগোতে হচ্ছে।.........

এখানেও এক ধরণের জ্ঞান ট্যান্ লুকোচুরি খেলছে। তাই আবার হতাশা নামে সমরেশের।

তাহলে এখন আমি কী করি?

সম্পত্তি মুন্নার নামে নাও। বৃদ্ধকে দূরে কোথাও change এ পাঠাও

......সেখানেও তো উর্বশী যাবে।

.........যায়তো যাক্। দোষের সিংহভাগটা যখন তোমাদের তখন মেনে নেওয়াই ভাল।

সমরেশ গুম হয়ে ভাবে। সত্যি কি উর্বশীর এত ঘৃণা তিরস্কার প্রাপ্য? চিরকাল ওরা লুটের সামগ্রী হয়েছে। আর সতীশরা লুটের ঢাল তরোয়াল হাতে নিয়ে লুণ্ঠন করেছে। এ আরব্য সওদার শেষ কবে কে জানে? কি আশ্চর্য সুরমারা ঠাকুরঘরের মন্ত্রেতন্ত্রে চোখের জল ফেলে যান। কিন্তু প্রতিকারের মন্ত্রেতন্ত্রে রুদ্রানীর রূপ নিয়ে বাইরে আসতে সাহস পান না। লজ্জা ভয় লোক এরপর দীর্ঘ শোক।

নাহ্,—সমরেশ আর ভাববে না এদের নিয়ে। আজ মংলা ফেলুদের সভাপতি না থাকলে এতদিন ওর ধর এই শহরের কোন্ প্রান্তে যে কোন

সময়ে পড়ে থাকতে পারতো। তারপর চাকা ঘুরতো—ঘুরতো। সুরভিও একসময়ে এম্নি উর্বশী হয়ে যেত। যযাতিরা জরার জ্বালা নেভাতে সওদায় বেরোত। সুরভির আর কোন সৌরভ সমরেশকে নিয়ে থাকতো না।

রামকৃষ্ণায় নমঃ

শ্রীচরণকমলেষু,

দিদি, সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করিয়া আপনার নিকট লিখিতেছি। সমাচার এই যে সুরভির বাবার মাথা খারাপ হইয়াছে। দিবারাত্র যন্ত্রণা পাইতেছি। গত বার বৎসর ধরিয়া এই যাতনা ভোগ করিতেছি। কিন্তু মুখ খুলিয়া কাহাকেও বলিতে পারি নাই। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াছে। নাতি-নাতনী হইয়াছে। শেষ জীবনে কষ্ট পাইব ভাবি নাই।

আপনার দেবর একটি রাজকীয় ফাঁদে পড়িয়াছে। মেয়েটি সুরভির বয়সী হইবে। তাহাকে লইয়া টাকা পয়সা সব নষ্ট করিতেছে। মেয়েটির কুঁড়েঘরে এখন দালান কোঠা উঠিয়াছে। সমরেশ আমায় আগে হইতে সাবধান করিয়াছিল। কিন্তু আমি অশান্তি হইবে ভাবিয়া কিছুই বলি নাই। সামাজিক প্রতিপত্তি এবং সমস্ত ভাবিয়া চুপ করিয়া-ছিলাম। ঠাকুরের কাছে ত্রি-সন্ধ্যা আকুল নিবেদন প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি।

কিন্তু অবস্থা এখন শীর্ষে পৌছাইয়াছে। উনি মেয়েটিকে বিবাহ করিতে চাহেন। বাড়ীতে আনিতে চাহেন। মেয়েটির পূর্বেও দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পনেরো বৎসরের একটি বালিকাও আছে। তবে তাহারা জাতিতে কুলীন। ব্রাহ্মণ। আমাদের চাইতে উঁচু বংশ। ভাবিতেছি কি করিব। কূল পাইতেছি না। ঐ মেয়েটি আগে আমাদের বাড়ীতে ঝি ছিল।

এদিকে শ্রীমান সমরেশ আদায় কাঁচকলায় ওঁর পিছনে লাগিয়াছে। বলিতেছে আপনার দেবর এবং ঐ মেয়েটিকে খুন করিবে। দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছি। আবার শুনিতেছি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া

মেয়েটিকে লইয়া এই রাজ্যের বাহিরে অন্যত্র বসবাস করিবেন। আমার মাথার ঠিক নাই। শীঘ্রই আসিয়া এর একটি বিহিত করিবেন।

শতকোটী প্রণাম রহিল। ইতি—

ভাগ্যহীনা
"সুরমা"

রামকৃষ্ণায় নম:

পূজনীয়া বড় বৌঠান,

আপনি আমার মাতার তুল্য। তাহার জন্য কিছুই আপনার নিকট আজ গোপন করিব না। খবর এইযে সুরভির বিবাহের পর হইতে সুরভি এবং সমরেশ দেখিতেছি আমার সমস্ত সম্পত্তি হাত করিয়া আমাকে পথে বসাইবার তালে রহিয়াছে। আমি কর্মযোগী। ইহা দেখিবার সময় কোথায়? নিজের মেয়ে জামাই বলে কথা। শেষে দেখিলাম সুরমাও এই চক্রান্তে আছে। মনে বড় ব্যথা পাইলাম। আপনি তো জানেন সুরমার না আছে রূপ না গুণ। ভীষণ স্বার্থপর। আত্মকেন্দ্রিক! আমার যত্ন সে কোনদিন নেয় নাই। সংসার জীবনে আমি ওর কার্য্য থেকে কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাই নাই।

মেয়ে সুরভিও সুরমার মতন। বাতিক গ্রস্থ। সন্দেহ পরায়ণ। সঙ্কীর্ণমনা। সমরেশের যন্ত্রনায় ও অস্থির। এদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া আমাদের পাশে একটি ভদ্রকুলীন পরিবারে দুইবেলা সাধারণ মাছ ভাত খাইবার ব্যবস্থা করি। টাকা ও কিছু দিই বটে। তবে আমার যত্নের বিনিময়ে তাহা কিছুই নয়।

ঘরে আমি শান্তি পাই নাই কোন দিন। দাম্পত্য জীবনেও। ইহা আপনাদের অজানা থাকিলেও আপনার অভিজ্ঞ চোখ দুইটিকে বোধ করি ফাঁকি দিতে পারে নাই। বলিতে আজ কোন সঙ্কোচ নাই যে স্ত্রী হিসেবে সুরমা আমাকে কিছুই দিতে পারে নাই। সুতরাং আমি ঐ বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। যে মেয়েটি গত ১২ বছর ধরে আমার সেবা যত্ন করিয়াছে তাহার নাম উর্বশী। আমি তাহার পরিচর্য্যায় বড়ই তৃপ্তিলাভ করিতেছি। তাই বাসনা করিয়াছি এই মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া তাহার

সেবাযত্নের মর্য্যাদা দিব। অবশ্য যদি আপনিও বড় দাদার অনুমতি পাই। আমি আশা করি আপনাদের অসম্মতি থাকিবে না। জাতিতেও তাহারা উচ্চ বংশ।

কল্যাণময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং সেই সংগে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক্ আপনার ও বড় দাদার সেবার জন্য পাঠাইলাম। আপনারা আসিয়া স্বচক্ষে দেখিলে সমস্ত কিছু বুঝিতে পারিবেন। সমরেশ সুরভি এবং সুরমার চক্রান্ত চরমে পেঁাছিয়াছে আমার জীবন নাশের চেষ্টাও তাহারা চালাইতেছে। তবে আমার আশ্রয়দাতাগণ বড়ই সহৃদয়। তাহাদের পরিবারের দুই বলিষ্ঠ পুরুষ বর্ত্তমানে আমার দেহরক্ষী হইয়া আমাকে রক্ষা করিতেছে। আশা করি সহসা আসিয়া এর একটা বিহিত করিবেন। এবং এই বিবাহের স্বপক্ষে আপনার মতামত দিবেন। প্রণাম রহিল। —ইতি

আপনার সেজ দেবর
সতীশ

পুনঃ লিখিতেছি যে আমি যে আপনাকে পত্র দিয়াছি ইহা যেন সুরমারা কেউ না জানিতে পারে।

সুরমার চিঠি পাওয়ার পর শুভংকরী দেবী মর্মাহত হয়েছিলেন। সতীশের চিঠি পাবার পর একটা সমস্যায় পড়িলেন।

বিদুষী শুভংকরী দেবী জানেন মহাপুরুষদের বাণীগুলি কি? —আচার্য্য স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন—'এরা সমাজের দুর্গম গিরিবর্ত্মে দারুন সঙ্কট। এই সঙ্কট মোচনের জন্যই বুদ্ধদেব নারী সম্পর্কে বলেছিলেন—প্রথম উপায় অদর্শন, দ্বিতীয় উপায় উপস্থাপন বা পূজা। অর্থাৎ নারী সম্পর্কে এগুবেনা।

এর পর যখন পাঁচ হাজারী চেক্ আসে তখন তিনি সতীশের বিশেষ দোষ এতে দেখিতে পাইলেন না।

সমস্ত বাণীগুলি দিব্যি ভুলিয়া বসিলেন.—'যে সমাজ ব্যভিচারে সমাদৃত সে সমাজ পশুর সমাজ।'

সত্যিই তো সুরমার এই অবহেলা দাম্পত্য জীবনে এত অশান্তি এবং সুরভি সমরেশের চক্রান্তের ফলেই তো সতীশ এমন করিয়াছে।

আর একটা বিবাহ করিয়া যদি বেচারা একটু শান্তি পাইতে চাহে তো ক্ষতি কি ?

সতীশ সমস্ত জীবন কলুর বলদের মতো ঘানি টানিয়াছে ! বিনিময়ে পাইয়াছে কি ? তাও সহ্য করা যাইত। কিন্তু সুরভি সমরেশ সতীশকে পথে বসাইবার চক্রান্ত করিয়াছে। বেচারার একটা অবলম্বন দরকার। বৃদ্ধ বয়সেই তো স্ত্রীকে মানুষের সব চাইতে বেশী দরকার। সুতরাং প্রস্তাব মানিয়া লওয়া যায়। তাছাড়া অধিক স্ত্রী তো দোষের ছিল না। আজো নেই। ইতিহাস এবং দর্শনের অধ্যাপিকা শুভঙ্করীদেবীর চোখে কোন ত্রুটি ধরা পড়িল না। মেয়েটি আবার কুলীন।

অদৃষ্ট বোধ হয় একেই বলে। নিয়তির বিলাপ না হলে শুভঙ্করীর এমনটা বিবেচনা প্রসূত বলে মনে হয় কেন? আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনিও প্রলাপকে আলাপ বলে মেনে নিলেন।

: বড় মা, সমস্তই তো শুনলেন। এবার ফাইনাল ডিসিশান নিয়ে একটা বিহিত করুন। বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে উদ্‌গ্রীব সমরেশ।

: বৌঠান সবই শুনেছেন। এবার একটা ডিসিশানে আসুন। যাতে আমি বাঁচতে পারি। সতীশ বাঁচতে চান।

: বড়দি—যা হয় একটা কিছু করুন।—সুরমা একান্তই নিষ্কৃতির প্রত্যাশী।

: বড় মা, আপনার জামাই সব রকম চেষ্টাই করেছে। এবার আপনার পালা—সুরভির আবেগ ভরা আবেদন।

সমরেশ, সুরমা, সতীশ, সুরভী সবাই মুক্তি চায়। "অথচ—প্রত্যেক জীব তার শৃঙ্খলকেই ভালবাসে। এই হল আমাদের স্বভাবের প্রথম প্রহেলিকা ও দুর্ভেদ্য গ্রন্থি।"

—এহেন দমবন্ধ অবস্থায় যেন একটু পরেই মারা যাবে এরা।

বড় মা জেনেছেন—মুন্না এ বাড়ী থেকে চলে গিয়েছে আগেই। উত্তর ভারতের কোথায় যেন সাংবাদিকতা করে।

নিঃশব্দ মুন্নার একটি bust ফটোগ্রাফ দেয়ালে এক দৃষ্টিতে বড়মার দিকে তাকিয়ে আছে। বড়মার চোখ সেই ফটোটাতেই নিবদ্ধ।

………! বড় মা অনেক কল্পনা এবং বাস্তবের সুন্দর ভবিষ্যৎ আমার ছিল বড়ো হবো। কিন্তু—কিন্তু কি হল ?…বাবার আদর্শ সংলাপ দৃশ্যচিত্র অত্যাচার অনাচার মায়ের করুণমুখ, ঠাকুর ঘর বিবর্ণ দেহ তাঁর সীমাহীন যন্ত্রণা কাতরতা একের পর এক ঢেউ আমায় অন্য সমুদ্রের তীরে গভীরে তাদের অতলান্তিক নীলে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকলো।…

গেলাম বাবার Drawing Room-এ। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, তিলক, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাই—সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, কেউ কিছু বললো না। গেলাম মায়ের ঠাকুর ঘরে—তুলসীতলায়। অপলক তাকিয়ে থাকলাম। অঝোরে কাঁদলাম। কেউ সাড়া দিল না। বাবার বুকে মাথা রেখে কেঁদেছি। মায়ের দুর্দ্দশাগ্রস্থ আঁচলে চোখ মুছলাম, তবু কেউ আমার কথা ভাবলো না। মা কাঁদেন নীরবে। বাবা আলেয়ার পেছনে। জামাইবাবুর সান্ত্বনা সাহস, বুদ্ধি, দিদির সহযোগিতা পেয়েও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। তাই একদিন অন্তরাল হলাম। কত মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় ঘুরলাম। অবশেষে সেন্ট্‌পল্‌স্‌ গীর্জার ফাদার Jones-এর কাছে আশ্রয় নিয়ে আমি পল মানস হলাম। কারণ আমার পল বিপলের মানসিকতা আমায় অনেক দূরের খ্রীশ্চিয়ান মানস ডাকছিলো।

এখন আমি Times-এর এডিটর। সম্প্রতি তোমাদের শহরেই আমার লেখা The Saliva of dragon বইটার একটি ডকুমেন্টারী ছবি মুক্তি পাবে। তারই উদ্বোধনের জন্য আমি আমন্ত্রিত। বড় মা, আমি যা পারলাম না তুমি তার কিছু যদি পারো করে যেও। আমার পতিপ্রাণা মায়ের ভবিষ্যৎ; বাবার বাউণ্ডুলে মুখোসের life-এর একটা শুভ অশুভ সমাপ্তি যা হোক করে দিয়ে যেও।…….

আমি যাই বড় মা। গভীর সমুদ্রের নীল আমায় ডাকছে। আমি গেলাম।

……………!'

মানসের হুটো চোখের অনেক গভীরে মণিপুতুলের ভেতর ঢুকে গিয়ে বড়মা শুভঙ্করীদেবী বললেন,—all sentimental fools.

উর্বশীও এখন অনুপস্থিত। তার উপস্থিতি এখানে সমরেশের একান্তই কাম্য ছিল। কিন্তু শুভঙ্করীদেবীর হিসাব কড়া। তিনি ওর আলাদা Statement নিয়েছেন। তিনি happy উর্বশীর ব্যবহারে। সত্যি তো ওর কোন দোষ ছিল না। সতীশ ওকে প্রলুব্ধ করেছে। বা সতীশের সেবায় ও নিজেকে ১২টি বছর engage করেছে। উর্বশী স্ত্রী।......

১। সুরমা কারখানার মালিকানাটা পাবে। এবং আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা করবে।

২। উর্বশীও প্রাপ্য মর্য্যাদা পাবে। সে সতীশের সঙ্গেই বিয়ের পর এ বাড়ীতে থাকবে। এ বাড়ী ওর থাকবে।

৩। তোমাদের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র নারায়ণদের সেবায় উৎসর্গীত হবে।

বড়মার রায় শুনে সমরেশ খুশী। সে চেয়েছিল এবং পরে ভেবেছিলো যেন উর্বশী বঞ্চিত না হয়। তবু সে না বলে পারলো না :

—বড়মা, আমারো একটা আবেদন আছে। সুরভিকে আপনারা ফেরৎ নিন।

—অবাক, শুভঙ্করী এবং সবাই।—সে কি সমরেশ? তুমি এ কি বলছ?

—ঠিকই বলছি বড়মা। আপনি ভালভাবেই জানেন যে, সুরভির রক্তেও ঐ বৃদ্ধের রক্ত বহমান। মা বাবার পাগলামি ছেলেমেয়েতে সংক্রামিত হয়-ই। দ্বিতীয়তঃ আমিও আর একটা বিয়ে করব। আর কোন উদাহরণের প্রয়োজন আছে কি?

—সুরভিও বলে—বড় মা আপনার ২য় প্রস্তাবটা সংশোধন না করলে সমরেশকে আমিই বলবো ওর পথ বেছে নিতে। ওর যুক্তি একতিলও মিথ্যে নয়। আজ এ প্রস্তাব মেনে নিলে আমার মেয়েদের ভবিষ্যৎ কোথায়?

ঠিক এম্নি টানা পোড়েন যখন চলছিল কারখানার ম্যানেজার এসে জানায় উর্বশী নিহত। সবাই এ খবরে বিচলিত বা হতভম্ব হওয়ার মুখেই

একটি পিস্তল গর্জে উঠলো। সংগে সংগে লুটিয়ে পড়ে সতীশের দেহ। যাকে নিয়ে এ কাহিনী। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে পল মানস।

শুভংকরী, সুরমা সুরভি ঘটনার পর আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠেই চীৎকার করে উঠলো। সুরমা জ্ঞান হারালেন।

ম্যানেজার থানায় ফোন করলো। সমরেশ মানসের ডান হাতের কবজীটা শক্ত হাতে ধরে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

এরপর এ রাজ্যের সংবাদ পত্রের শিরোণামে বড় হরফে প্রথম পৃষ্ঠায় কী ছাপা হলো বলুনতো? ওয়াকিবহাল মহলে এ'নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

সতীশবাবুর মৃত্যু?—না। তিনি তখনো মরেননি। পরে হাস-পাতালে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছিলেন। এবং আত্মহত্যার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করে জেলেই মারা যান।

—মানসের জেল? মৃত্যুদণ্ড? —না।

মানস বেকসুর খালাস পেয়েছিলো কারণ আদালতে সতীশবাবু নিজেই স্বীকারোক্তি করেছিলেন যে উর্বশীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি নিজেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এবং পিস্তলটা এ বাড়ীরই। কিন্তু সতীশবাবু বলেননি যে মানস যে দিন বাড়ী থেকে চলে যায় সেদিন এই পিস্তলটা নিয়ে গেছিলো ও। এবং মানসের গুলিতেই উনি আহত হয়েছিলেন।

—তাহলে উর্বশীর মৃত্যু?

—মানস মেরেছে?—না।

—কিংবা সমরেশ?—না।

—বা মংলা ফেলুর মত ভাড়াটে গুণ্ডারা? না।

শুভঙ্করী দেবীর বিচারে রায়টা উর্ব্বশীকে স্বীকৃতি দেবে একথা উর্বশী আগেই জেনেছিলেন। তবু শুভঙ্করী দেবীর রায়টা লুকিয়ে শুনে উর্ব্বশীর তাই খবরটা পৌঁছে দেওয়া মাত্রই বিষাক্ত ফলিডল লিক্যুইড খেয়ে উর্ব্বশী মারা যান।

আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল একটু অন্যরকম।

বাদ সাধলো মেয়ে ঊর্মি। উর্ব্বশীকে আর একটা সংসার ভাঙ্গতে দেবে না। প্রতিজ্ঞায় অবিচল ঊর্মি মায়ের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে উর্বশীকে মেরেছিলো। আদালতের জবানবন্দীতেও ঊর্মির এসব সত্য স্বীকৃত ছিল। তবু বেনিফিট্ অফ ডাউট্ হিসেবে গণ্য হল ঊর্মি। উর্ব্বশীর ভাই ও সাক্ষী দিয়েছে যে উর্ব্বশী ফলিডল খেয়ে মারা গেছে। Post mortem Report এ তাই ধরা পড়েছে। কিন্তু আসল সত্যটা জানতেন উর্ব্বশী। শুভঙ্করী দেবীর বিচারের রায়ের খবর শুনেই ঊর্মি বলেছিলো—'মা তুমী জয়ী কিন্তু তোমার এ জয়ের আনন্দ আমি স্থায়ী হতে দেবো না।'

উর্ব্বশী মোটেই বিচলিত হল না। তবু মেয়েকে বুঝি একটু কষ্টি পাথরে যাচাই করার ইচ্ছে জাগলো: 'হ্যাঁরে স্থায়ী হতে দিবিনা কেন? আমি কি খুব অন্যায় অপরাধ করেছিরে ঊর্মি?'

—'তুমি সর্বনাশী'।

হাসে উর্ব্বশী। —'যারা আমার সর্বস্ব নিলো, কোন অবলম্বন নিয়ে মাথা তুলতে দাঁড়াতে দিলোনা তাদের কতটুকু সর্বনাশ করতে পেরেছি বলতে পারিস?'

—যাই তুমি কর না কেন, অস্বীকার করতে পারো যে, তুমিই এসব ধ্বংসের বীজ ছড়িয়েছো!

ঊর্মির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উর্বশী। ঠিক সেই মুখ—সেই দার্শনিক চোখ দুটো; যেন বিকেলের স্বচ্ছ শান্ত ঝিলের এক অপরূপ প্রশান্তি। অথবা সেই মুখ, সেই দুটো দুর্বার চোখ; যেন মধ্য-গগনের তপ্ত তপন।

উর্বশীর দ্বিতীয় স্বামীর চারিত্রিক মাধুর্য্য ছিল শান্ত ঝিলের প্রশান্তির মতো। উর্বশীর ভ্রূণে হয় তো ঊর্মির বয়স কয়েকদিন। তখন থেকেই নিরুদ্দিষ্ট ওর বাবা। সেই থেকেই দুর্বাশার মতন এক তপ্ত তপন উর্বশীর সমস্ত অন্তরীণ জীবনটুকু যে জড়িয়ে ছিল সে হল কালীচরণ। তাই হয় তো ঊর্মির এই দ্বৈত-ছবি—এই শান্ত এই প্রখর।

হাসে উর্বশী। '...........।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল উর্বশী। যুদ্ধের দামামায় চারদিকে কাঁপছে সবাই। এখানে ওখানে মিলিটারীদের ছাউনী পড়েছে। একটা জিপ্ এসে উর্বশীকে চকিতে তুলে নিয়ে চলে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে বাঁচতে পারলো না। ওর জীবনের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠিত হোল। বাড়ী ফিরে এসেও বাড়ীতে জায়গা হলো না। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় দাদার বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ীতে। কৃষ্ণপ্রসাদরা কুলীন নয়। অনেকগুলি সকালে সূর্য্য উঠলো। আবার অস্ত গেলো। কৃষ্ণপ্রসাদকে বিয়ে করে উর্বশী একটা আশ্রয় এবং সে সঙ্গে বাঁচতে চাইলো। যার কৌলীন্যের মর্য্যাদা স্ব-কুলীনেরা দিল না সে কৌলীন্যের মূল্য উর্বশীর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই অলস মস্তিষ্কের খেয়াল বলেই মনে হল। উর্বশী কৃষ্ণপ্রসাদকে বিয়ে করে অচ্ছ্যুৎ হয়।

কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? পরিচয় হয় কৃষ্ণপ্রসাদের বন্ধু কালীচরণের সঙ্গে। কালীচরণের দামাল স্বভাব, বেপরোয়া ব্যবহার কৃষ্ণপ্রসাদকে গুম্ করে। আত্মহত্যা করে কৃষ্ণপ্রসাদ নিষ্কৃতি পায়। উর্বশী আশ্রয় হারায়। কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ীর সবাই কিন্তু উর্বশীকে ধরে রাখতে চাইলো। বিশেষ করে কৃষ্ণপ্রসাদ-অনুজ অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ উর্বশীকে বিয়ে করে। উর্মি জঠরে আসার পর কালীচরণের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে সেও নিরুদ্দিষ্ট হয়। কালীচরণ বিষময় করে তোলে উর্বশীর জীবন যৌবন।

তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলেই ম্লান হাসি হাসে উর্বশী। সে বলে—তা হোক, উর্মি আমার প্রথম আলোর ফসল। উর্ব্বশী জানতো আজ না হোক কাল উর্মির হাতে ওকে হয়তো মরতে হবে। সে জন্য মানসিক প্রস্তুতিও ছিল উর্ব্বশীর। আর বাঁচার ইচ্ছে ওর ছিল না যেদিন থেকে উর্মির চোখ দুটো খুলে গেছে। তবু সে অপেক্ষা করছিল শুভঙ্করীদেবীর রায়টার জন্য। হয়তো সে নিজেই আত্মহত্যা করত একদিন।

এক গ্লাস জল চাইলো উর্ব্বশী। উর্মি এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলো। সে জল মুখে দিতে ভীষণ জ্বালা ধরালো উর্ব্বশীর। সে বুঝতে পারলো। তবু খেলো। ঢলে পড়ার একটু আগে ঢুকলো ওর ভাই। শুভঙ্করীদেবীর বিচারের রায় নিয়ে। উর্ব্বশী লিখলো—"আমাকে বিসর্জন দিলাম—বিড়ম্বিতা উর্ব্বশী।"

—'দিদি কেল্লা ফতে। শুভঙ্করীদেবীর বিচার ভীষণ কড়া মাইরী। নিক্তির তুলোর মতো হাঁ।'

উর্ব্বশীর তখন আর সময় নেই। চোখ দুটো কেমন হয়ে আসছে। শুধু বলে যেতে পারলো—"হ্যাঁরে আমি গেলাম ; সে এই......ই-চি......।"

এই চিঠিখানাই উর্মিকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করেছিলো।

মানসের বইটা মুক্তি পেল, কিন্তু সে নিজে মুক্তি পেল না। কি একটা কালো সাপ সর্ব্বক্ষণ ওর আনাচে-কানাচে উৎপাত করে চলেছে। বোধ হয় সে তো এমনটিই চেয়েছিল।—সতীশের ধ্বংস, উর্ব্বশীর বিনাশ, সবই হয়েছে। সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে। স্নেহময়ী জননী উৎপীড়নের তিল তিল যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। তবু সে কেন মুক্তি পাচ্ছে না? সময় যায়। অধৈর্য্য হয়ে ওঠে মানস। বুঝিবা উচ্ছৃঙ্খলও কিছুটা। নিজের ক্রি আচরণের জন্য নিজের কাছেই কোন জবাব দিতে পারে না।

এখন আমি কি করবো? কার কাছে যাবো? জেঠাইমার কাছে? শুভঙ্করীদেবী তাঁর অঙ্কের হিসাব তো মিলিয়েই দিয়ে গেছেন—শুভঙ্করের ফাঁকি ছত্রিশ থেকে তিন-শ গেলে কত থাকে বাকী?

—সেই তেত্রিশ। জামাইবাবু দিদিকে নিয়ে চলে গেছে দূর আন্দামানে। স্ব-নির্ব্বাচিত নির্ব্বাসন। পোর্টব্লেয়ার কলেজের অধ্যাপক সমরেশ কি আর মুন্নাকে পরামর্শ দিতে আসবে?

—না, মুন্না। আমায় আর বিরক্ত করিস না। বেশ আছি। সাগরের মুক্ত হাওয়ায়/দিগন্ত প্রসারী আকাশের তলায় আমার ছেলে-মেয়েরা নতুন বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে শিখেছে। ওদের রক্তে এখন নতুন অক্সিজেন। সেই অক্সিজেন তোর দিদির রক্তেও আন্দোলিত হচ্ছে। মুন্না আমি জানি না—আমি কোথায়? হয়তো এই চেয়েছিলাম—এই পেয়েছি। ড্রামার দল একটা গড়েছি এখানেও, কোলকাতায় বাবার কোন খবর পাই না। দেশান্তরী হওয়ার জন্য বোধ হয় আমায় বর্জ্জন করতে চাইছেন। তোদের তিনপুরা রাজ্যেরও কোন খবর রাখি না। তুই times of India-র পলমানসও আমার স্মৃতিতে ক্রমশঃ বিলীন।

আমি সমুদ্র পাখীর কাকলিতে আচ্ছন্ন। আমায় আর ভাবিসনা। অমন করে ডাকিসনা। আমি নেই তোদের কাছে। এখানে সুরভি আছে আমি আছি আর আছে অনন্তকাল :—এই আকাশ, সাগর, এই অলকানন্দা স্রোতস্বিনী তপস্বিনী। ঘন তমিস্রার বুক চিরে ওঠা হিরণ বরণ সূর্য্যকে দেখছি আমরা। মুন্না যদি সম্ভব হয় সুস্মৃতিকে জাগ্রত রাখিস।

মা তুমি আরেকবার ভেবে দ্যাখো। এই সম্পত্তি ধন দৌলত কিছুইত আমি চাইনি। আজো চাই না, ফাদার জোন্‌স আমার জন্য অপেক্ষা কোরছেন। ওঁর পদ বিপদের সাথী আমি। আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই।

আমার কথা কি তুই একবারো ভাববি না? তুই থাকবি না, সুরভি নেই সমরেশ নেই এমন কি উর্বশীও নেই। আমি কাকে নিয়ে থাকবো বলতে পারিস্? রোহিণী যে লতা যে কাণ্ড যেমন দুর্ব্বল আমি ও যে ঠিক তাইরে মুন্না। একটা আশ্রয় ছাড়া সম্বলহীন জীবনের এই বোঝা কি করে বইবো বল?

তুমি ঠিকই বলেছো। তোমার বাঁচার মতো আশ্রয় নিশ্চয় আমিও চাই। এত বড় বাড়ী এত টাকা কলকারখানা কানাইবাবুরা শ্রমিকেরা সবাই আছে। আমি জানি তুমি তবু নিঃসঙ্গ ... ... মানস সরোবরে যাওয়ার সময় হিমালয়ের পথে তোমার মতোই এক রাজরাণীর সংগে আমার দেখা হয়েছিল। এই পৃথিবীতে তার সমস্ত কিছু ছিল, হাত বাড়াতেই বন্ধু ছিল। প্রিয়পরিজন ছিল। সব ছিল। কিন্তু তবু তিনি একান্তই নিঃস্ব ছিলেন। কেন জান? কারণ জেনেছিলাম তাঁর কোন সন্তান ছিল না। আমি জানি আমি এবং দিদি থাকতেও তুমি আজ তেমি নিঃস্ব। মা তুমি উর্মিকে নিয়েই থাকো।

মুন্না ... ...!

অবাক অবিচল বিস্মৃতির কয়েকটা রিল চকিতে ঢেউ এর মতো ধাক্কা

দিতে থাকলো সুরমাকে পরপর। সুরমা বলতে পারলেন মুন্না তুই সত্যি—মুন্না তুই সত্যি বলছিস ?

মা আমি জানি তোমার মন ভরেনি। দুধের সাধ অন্য কিছুতে মেটেনা। তবু সান্ত্বনা তুমি যদি উর্মিকে গ্রহণ করো অন্ততঃ তরলের যে ধর্ম তা তো ঠিক থাকছে।

মুন্না বিজ্ঞান কি সমস্ত ধর্মের কথা বলতে পেরেছে ? আমি যে তোকে গর্ভে ধারণ করলাম কোলে পিঠে মানুষ করলাম বিজ্ঞান কি আমার সেই সব কণা কণা স্মৃতিসুখ ফিরিয়ে দিতে পারবে ?

উর্মির কাছেও তো আমাদের অনেক ঋণ। অনেক দেনা, ও আজ অনাথা। ও তোমার কাছে থাকলে আমার বিশ্বাস বাবার ঋণ কিছুটা শোধ হবে... ... ··· ···! বিপ্লবী চেগুয়ে বলতেন শুধু কোনমতে বেঁচে থাকার তাগিদেই নিজেকে একটুকরো পণ্য ভাবতে হয় মানুষকে। এই ভাবনাটুকু বাদ দিয়ে যদি সে বাঁচতে পারে তবে সে হবে সম্পূর্ণ মানুষ।

যন্ত্রনায় আহত অনেক শোকে নীরব সুরমা কল্লোলিনী নর্মদার মতোই বললেন—তোর কল্যাণ হোক। তুই দীর্ঘজীবি হ !. আমার সর্বস্ব দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করছি। তোমার যাত্রাপথ আর বিলম্বিত কোরবনা বাবা। আমি উর্মিকে নিয়ে থাক্‌বো। এখন থেকে ওর সব ভার আমার। আমি ঋণ মুক্তির দিনগুলো একে একে গুণে যাবো।

তুমি আমায় বাঁচালে মা। অনেক পাওয়ায় আমার বুক ভরে উঠেছে। আমি তো জানি তুমি আমার সর্বংসহা ধরিত্রী, আলোয় প্রথমা।

—উর্মি আমার কথাটা তুমি আরেকটু ভেবে দ্যাখো। সুরমাদেবী সরলপ্রাণা মহিলা। তার এই উদার প্রস্তাব তুমি প্রত্যাখান কোরনা মা। আজ তিনি অসহায়। সুরভি সমরেশ নেই মানস নেই।

সুরমাদেবীর ম্যানেজার কানাইবাবুর সব কিছুই ঘৃণাভরে প্রত্যাখান হয়তো কোরতো উর্মি। কিন্তু সে জানে ওর মা উর্বশীর মর্মন্তুদ মৃত্যু। সে দৃশ্য সে দেখেছে। সেই দাহ সেই জ্বালা বুকে নিয়ে জ্বলতে হচ্ছে অষ্ট-প্রহর। সে জানে সতীশের বিনাশ। মানসের মতো ছেলের - জার

পুত্রের পথের ভিখিরী হওয়ার সংবাদ—সবই। তবু কে যেন ওকে বিচলিত করে। কি যেন ওকে ভাবায়। কানাইবাবুর "মা" ডাকে যে কপটতা আছে তাও ঊর্মি বোঝে। তবু সে যেন অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। সুরমাদেবীর সম্পত্তি নয়। বরং তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের এবং তাঁর স্নেহের অংশীদার হতে ঊর্মি হয়তো বা উদ্বেল। তবু কোথাও যেন কাঁটা বিঁধে আছে। সে যন্ত্রণায় কাতর ঊর্মি। অথচ কাউকে উপশমের জন্য বলাও যাচ্ছে না।

ঊর্মি বলে কানাইবাবুকে—আপনি তো জানেন আমি একা। কেউ আমার নেই। তাই আপনার এ প্রস্তাব আমি না গ্রহণ করতে পাচ্ছি—না প্রত্যাখ্যান।

—ঊর্মি আমি তোমায় বলছি এ প্রস্তাব প্রত্যাখানের নয়। ইহা মঙ্গলের। করুণাময় যাহা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাহা হয় মা।

কাকাবাবু আমি বলেছি—আমি একা। এ সংসারে আমার কেউ নেই। কিছু নেই। তবু তো এখনো বিবেক, বুদ্ধি, বিবেচনা আর সাহসের মতো বন্ধুরা আমার আছে। এদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আগে করে নি। তারপর আপনাকে কথা দেবো।

—আমি জানি তুমি বিচক্ষণ। তাই তোমাকে বললাম। তোমার বিবেক তোমাকে জাগ্রত করুক। তোমার কল্যাণ হোক।—কানাইবাবুর দুশ্চিন্তা ঘুচলো না।

সব শুনে সুরমাদেবী বুঝলেন ঊর্মি এম্নিতে আসবে না। কিন্তু ঊর্মি ঊর্মিমালার মতোই স্বচ্ছ এবং সাবলীল। মেয়েটা straight forward। সৎ এবং অনেক ভালো গুণাবলী আছে যার জন্য ওর ব্যক্তিত্ব ঊর্বশীর এত কলঙ্ক সত্বেও সবাই একটা স্নেহের চোখে দেখতে বাধ্য হয়। ঊর্মি অস্মিতা। কিন্তু হাজার হলেও সে মেয়ে তো। সুরমা দেবী তাই নিজেই যাবেন ঠিক করলেন। মুন্না ও রাজী। সেও সুরমার সংগে যাবে। খুব খুশী কানাইবাবু এখন। সতীশের মৃত্যুর পর থেকেই যদি চাকরীটা যায় এই দুশ্চিন্তায় ভুগছিলো বেচারী।

বিজ্ঞানের গবেষণাগারে মাহেন্দ্রক্ষণ অমৃতযোগ বারবেলা কালবেলা দিকশূল বলে কিছু নেই। কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতিটি পল বিপল এখনো বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে বোধহয় আসেনি। বিজ্ঞানের বাইরে এমন

বহু কিছু আছে যা আমাদের ভাবায়। সময়ের জঠরে তাই এই সব তিথি নক্ষত্ররা জন্ম নেয় এবং আমাদের আমল পায়। পণ্ডিত-মশাই এলেন। দিনক্ষণ তিথিবার ঠিক হোল। সুরমা দেবী কানাইবাবুকে বললেন— 'আপনি দেখবেন কানাইবাবু উর্মি আসবে।'

আসবেনা না আবার। ওর বাপ আসবে। বৌদিমণি আপনি হলেন গিয়ে স্বয়ং অন্নপূর্ণা। পাশার কোন গুটিই চালে বাদ পড়েনি কানাইবাবুর হাতে।

উর্মি ভাবতে পারেনি সুরমাদেবী স্বয়ং আসবেন। আরো বিস্ময়ের যে মানস ও সংগে এসেছে। ইতিমধ্যেই উর্মি ঠিক করেছিল সে যাবে। প্রথম সাক্ষাতেই সুরমা উর্মিকে বুকে টেনে চুমু খেলেন।

উর্মি বললো—আপনি কেন এলেন মা? আমি তো যাবই ঠিক করেছিলাম।

কানাইরাবুর চোখ দু'টো জলে ভরে উঠলো। বোধ হয় সেই জলে মৃত সতীশ এবং উর্বশী দু'জনেই পায়চারী করছিলেন অস্থিরভাবে অধীর আনন্দে। কানাইবাবু বললেন—বলেছিলাম না—বৌদিমণি 'উর্মি লক্ষ্মী মেয়ে'। না, কানাইবাবুর সংসারের আটটি পেটের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। এতটা দিন যা গেলো!

মুন্নাকে ডেকে উর্মি বললো— মানসদা তুমি বোসো। মানস একটা দেওয়াল প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে কি একটা দেখছিল এতক্ষণ। প্রতিকৃতিটি উর্মির আঁকা।—একটা জায়গায় কুমীর এবং হা-করা কুমীরের মুখে একটি নারী। পাশের পটভূমি রচনা করেছে কয়েকটি সবুজ পাহাড়। ওপরে মুক্ত আকাশ। মেঘের জন্য বার বার সূর্য্য ঢাকা পড়ছে।

: ওভাবে কী দেখছো দাদা? বোসো।

মানস উর্মির সাথে কোনদিন কথা বলেনি।

উর্মির দাদা ডাকে মানসের সমস্ত অনুভূতির রাজ্যে বোধ করি এই শতাব্দীর চরম বিস্ময় ঘটে গেলো। সুরমাদেবী ও কয়েকবার দেবতা আত্মা হিমালয়ের গোমুখী, গঙ্গোত্রীর মুখে যে দেবারতি সঙ্গীত মূর্চ্ছনায় পরম ব্রহ্মে লয় হয়ে যায়—সেরকমটা হয়ে উঠলেন।

স্বাগত জানিয়ে মানস আবৃত্তি কোরল—যে মেয়ে মরেছে কাল তিতাসের জলে—আমি ত'র শব দেখিনি। —সে বলেছে আমায় নিয়ে যাবে একদিন হিরণ্য পর্বতে—কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী তুমি অসম্ভব সত্য। তুমি ধ্রুব।

: এ তুমি কি বলছো মানস-দা ?

: পুরোদস্তুর জ্ঞান নিয়েই তোমায় বলছি ঊর্মি তুমি আলোয় প্রথমা।

: একটু ভাল করে না বললে কি বুঝবো বলো ত ?

: অর্থাৎ আমার বোন। আর মা সুরমাদেবীর আদরিণী কন্যা তুমি ঊর্মি।

সুরমাদেবী বুকে জড়িয়ে নিলেন মানস এবং ঊর্মিকে। চিবুকে কপালে চুমু দিলেন কয়েকবার।

—কানাইবাবু সময়টা দেখুন। বোধ হয় যাত্রার সময় হয়ে এলো। অতিমাত্রায় তৎপর কানাইবাবুর দৃষ্টিটা সেই মুহূর্তে হাত-ঘড়ির ডায়ালে মিনিট ও সেকেণ্ডের কাঁটায় দ্রুত হাঁটতে থাকলো।

পল মানস পরিণত। ওর পদক্ষেপ সুদৃঢ় এখন। রক্তে আন্দোলিত হয় গুয়েভারার মন্ত্র—

—'আমরা এমন মানুষ তৈরী কোরব যার মধ্যে উনিশ শতকের কিংবা অসৎ ক্ষয়িষ্ণু শতকের কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না। সেই মানুষ হবে একুশ শতকের যাকে আমাদের সৃষ্টি করে যেতে হবে। '.........।'

'.....................।'

কি জানি ঊর্মি এবং মানস অনাগতকালের সেই হিরণ্য পর্বতে যেতে পারবে কিনা।

—শেষ—